যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর', 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা'
প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৯ বি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত

সন ১৩৪৩ সাল

মূল্য—১।০

—প্রকাশক—
শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ দত্ত
১৩৯বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

—প্রিণ্টার—
শ্রীশচীন্দ্র প্রসাদ বসু
ব্যবসা ও ব্যাণিজ্য প্রেস
৯৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সূচীপত্র

———

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

উপক্রম

বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের লক্ষ্য অভ্যুদয় (স্বর্গাদির সাধন) এবং জ্ঞানকাণ্ড-বেদের উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স (অপবর্গ বা মুক্তি)। 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ্' লইয়া জ্ঞানকাণ্ড।

'সংহিতা' প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক, 'ব্রাহ্মণে' যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ—'কর্ম্মকাণ্ড বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞক্রিয়া'। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রসহকারে যে অনুষ্ঠান বা দ্রব্যত্যাগ, তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—উভয়েরই প্রয়োজন। কারণ, যজমানের পক্ষে, সংহিতায় নিবদ্ধ মন্ত্রের জ্ঞানই যথেষ্ট নহে—যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণে বিবৃত যজ্ঞের প্রণালী, পদ্ধতি, উপকরণ প্রভৃতির জ্ঞানও আবশ্যক। সেই জন্য শ্রৌতসূত্র বলেন—মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ বেদনামধেয়ম্।

আশ্রম চতুষ্টয়

দেখা যায়, প্রাচীন যুগে আর্য্য-মানবের জীবন, চারিটি নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বে সুবিন্যস্ত ছিল, এবং উহাদিগের নাম ছিল—'আশ্রম'। প্রথম, ব্রহ্মচর্য্য (studentship), তাহার পর গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস—ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।

ব্রহ্মচারী-অবস্থায় আর্য্য-বালককে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 'স্বাধ্যায়' করিতে হইত—স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ। স্বাধ্যায় অর্থে সু-আবৃত্তি (memorisation)। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আর্য্যযুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই আশ্রমে দার পরিগ্রহ করিয়া তিনি পত্নীর সহিত বৈদিকমন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারী থাকিতেন না—বল্‌গামুখে মৃত্যু (die in harness) তখনকার প্রথা ছিল না। নিজের শরীরে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ লক্ষ্য করিলে,তিনি পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত 'আরণ্যক'—অরণ্যং মনুষ্যে। ইহাই বানপ্রস্থ আশ্রম। যিনি আরণ্যক, তিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিতেন—যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক-উপাসনা করিতেন। যে সকল গ্রন্থে ঐরূপ ভাবনা ও উপাসনার উপদেশ আছে, তাহার নাম 'আরণ্যক'—অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্।

বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। আরণ্যক, বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইলে, এই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত পরিব্রাজক বা ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর আলোচ্য গ্রন্থ ছিল 'উপনিষদ্'। উহা আরণ্যক গ্রন্থের অন্ত্য বা চরম ভাগ—উহাতেই

বেদের প্রপূর্ত্তি। সেইজন্য উহার নাম 'বেদান্ত'—বেদান্তো নাম উপনিষদ্। চতুর্থাশ্রমী এই উপনিষদ্ হইতে উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া মোক্ষযাত্রার যাত্রীরূপে মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতেন। কারণ, মুক্তিই নিঃশ্রেয়স (summum bonum)।

অতএব প্রাচীন ভারতে মানবজীবন যেমন চারিটি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল, বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারিটি পর্য্যায়ে সুবিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহস্থের জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থের জন্য আরণ্যক এবং সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদ্।

অদ্বৈতবাদের প্রাচীনতা

ঐ উপনিষদের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, তাঁহাদের অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা যে, ভারতবর্ষের সার সম্পদ্ যে অদ্বৈতবাদ, ঐ অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের কপোলকল্পিত একটা আধুনিক মতবাদ। অথচ উপনিষদের আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ মতবাদ অর্ব্বাচীন নহে—সুপ্রাচীন, এবং ইহার মূল উপনিষদের মর্ম্মস্থানে নিরূঢ়। শুধু মূল কেন? প্রাচীনতম উপনিষদের সহিত পরিচিত হইলে দেখা যায়, এই বৈদান্তিক মতবাদ সেই অতীতযুগে কেবল অঙ্কুরিত নয়, পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া চিন্তারাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের লোক। তাঁহার মনীষার বলে ও রচনার কৌশলে তিনি অদ্বৈতবাদকে এক চমকপ্রদ রূপ দান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্যের মাণ্ডূক্য-কারিকায় (যে কারিকার উপর শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন) আমরা তৎপূর্ব্বেই অদ্বৈতবাদের পরিণত মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই। যোগবাসিষ্ঠে ও সূতসংহিতায়ও অদ্বৈতমতের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। এ গ্রন্থদ্বয়ের

রচনাকাল খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী যাহাই হউক না কেন, ইহারা যে শঙ্করের অগ্রগামী, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শঙ্কর স্বয়ং তাঁহার শারীরক ভাষ্যে আত্মমত সমর্থন জন্য 'ভগবান্' উপবর্ষকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষ নাকি পাণিনির গুরু। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর এক বৃত্তি রচনা করেন—সে জন্য তাঁহার নাম 'বৃত্তিকার'। উপবর্ষও অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

ঐ যে ব্রহ্মসূত্র—যাহার উপর শঙ্কর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন—উহাও অদ্বৈত-প্রতিপাদক গ্রন্থ। উহারই নামান্তর বেদান্ত দর্শন। বাদরায়ণ ঐ ব্রহ্মসূত্রের গ্রন্থকার। তিনি কতদিনের লোক?

পাণিনির ৪।৬।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক 'ভিক্ষুসূত্রে'র উল্লেখ আছে। পারাশর্য্য-অর্থে পরাশর-তনয়। অতএব খুব সম্ভব ভিক্ষুসূত্র-প্রণেতা পারাশর্য্য ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস'-বাদরায়ণ, অভিন্ন ব্যক্তি। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভিক্ষুসূত্র ব্রহ্মসূত্রেরই নামান্তর। প্রাচীনকালে বেদান্ত-দর্শন সংসার-ত্যাগী চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুরই আলোচ্য ছিল। অতএব উহাকে 'ভিক্ষুসূত্র' বলা অসঙ্গত নয়।

এই ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—উত্তরমীমাংসা। পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্র যেমন কর্ম্মকাণ্ডবেদের বিরোধভঞ্জনে ও সামঞ্জস্য-বিধানে ব্যাপৃত, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানকাণ্ডবেদের (উপনিষদের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে নিয়োজিত। অতএব ইহার সার্থক নাম 'উত্তরমীমাংসা'।

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কয়েকজন বেদা-চার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, আশ্বরথ্য ও বাদরি। জৈমিনি প্রখ্যাত পূর্ব্বমীমাংসাকার। অপর কয়জনের রচিত কোন গ্রন্থাদি প্রচলিত নাই। তবে ব্রহ্মসূত্রে যে

ভাবে তাঁহাদের মত উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নয় যে, কাশকৃৎস্ন ও কার্ষ্ণাজিনিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রকে 'ঔপনিষদ দর্শন' বলিয়াছেন—কারণ, ব্রহ্মসূত্রের মূল ভিত্তি উপনিষদ্। ব্রহ্মসূত্র কোন্ কোন্ উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তথাপি—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, কঠ, মুণ্ডক, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যে ব্রহ্মসূত্রে লক্ষিত হইয়াছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকখানি যে অর্ব্বাচীন গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। পাশ্চাত্যেরা উপনিষৎ-সমূহকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মুখ্য বা major এবং গৌণ বা minor। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দ্বাদশখানি মুখ্য উপনিষদ্—আর সমস্ত উপনিষদ্ minor বা গৌণ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রহ্মসূত্র যে কয়খানি উপনিষদের উপর স্থাপিত (ইতিপূর্ব্বে যাহাদের নামোল্লেখ করিলাম), ঐ সকল উপনিষদ্ই পাশ্চাত্য মতানুযায়ী মুখ্য বা major উপনিষদ্। ইহাদের মধ্যে আবার বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক।*

---

*Of special weight, in our view, is the proof advanced that Brih. 1-4 (not the appendix 5-6) together with Satap. Br. 10, 6 is older than all other texts of importance, especially older than the Chandogya *Upanishad.* **Thus we have to look for the earliest form of the doctrine of the *Upanishads* above all in the

এই সকল উপনিষদে—বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে—আমরা যে অদ্বৈতবাদের সাক্ষাৎ পাই তাহা নিপট, নিবিড়, নিঃসংশয়, নির্ঘাত অদ্বৈতবাদ—তাহার মধ্যে সন্দেহ, সঙ্কোচ, দ্বিধা, দৈন্যের বিন্দুবিসর্গ নাই। পাশ্চাত্যেরা এই অদ্বৈতবাদের সাক্ষাতে বিস্মিত হইয়া ইহাকে daring, uncompromising, eccentric Idealism বলিয়াছেন—কারণ, ইহার তুলনায় পার্‌মিনাইদিস্‌ বা প্লেটোর ছায়াবাদ অথবা ফিক্‌টে বা বার্‌ক্লির বিজ্ঞানবাদ অকিঞ্চিৎকর। সেইজন্য অধ্যাপক মাক্‌স্‌মূলর গদ্গদ বাক্যে বলিয়াছেন যে, ঐ অদ্বৈতবাদের তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করিলে আমাদের চিত্তের গতি কেমন যেন স্তম্ভিত হয়—আমাদের শরীর যেন "ছম্‌ছম্' করে। অতএব অদ্বৈতবাদের স্থান যে, ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে সুপ্রাচীন—এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।

পুনশ্চ যে সকল প্রাচীন ঋষিরা এই অদ্বৈতবাদকে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির দ্বারা সজীব, সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়া উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগের মুখ্যতম। এই যাজ্ঞবল্ক্য কে? বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়?

যাজ্ঞবল্ক্য কে?

পুরাণে বেদসঙ্কলনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় সমকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদানীং প্রচলিত ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব মন্ত্রসমূহ সংকলন করিয়া সংহিতার আকারে নিবদ্ধ করেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় 'বেদব্যাস'। ব্যাস অর্থে সংগ্রহ কর্ত্তা—রচয়িতা নহে। ঐ কার্য্যে চারিজন বেদপারগ শিষ্য তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

Yagnavalkya discourses of the Brihadaranyaka.—Deus sen's Philosophy of the *Upanishads* p. 398.

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।৭

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।১৩-১৪

'পরে ব্যাস ঋক্‌সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সঙ্কলন করিলেন; যজুঃসমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ এবং সামসমূহের উদ্ধার করিয়া সামবেদ সঙ্কলন করিলেন এবং অথর্ব্ববেদ দ্বারা যথাবিধান ব্রহ্মত্ব-স্থাপন এবং সমস্ত রাজকীয় কর্ম্ম-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।'

বেদ-সঙ্কলন কার্য্যে যে শিষ্য-চতুষ্টয় ব্যাসদেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু। পরবর্ত্তীকালে ইঁহাদিগের নাম ভারতীয় সমাজে সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে ইঁহাদিগের তর্পণের এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ যে চান্যে আচার্য্যাঃ তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪।

পৈল ঋগ্বেদের, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের, জৈমিনি সামবেদের এবং সুমন্তু অথর্ব্ববেদের সঙ্কলন কার্য্যে গুরুর সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন-সঙ্কলিত যজুর্ব্বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুঃ। প্রবাদ এই যে, বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সহিত বিরোধ করিয়া নূতন যজুর্ব্বেদ গ্রন্থন করেন—তাহার নাম হয় বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্ল যজুঃ। এ সম্বন্ধে পুরাণের বিবরণ কতকটা রোমাঞ্চকর।

একদা ঋষিসমাজে এই নিয়ম নিবদ্ধ হয় যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে যিনি মেরু-শিখরে অনুপস্থিত হইবেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে।

ঋষির্যোঽত্র মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রাৎতু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি॥

ঘটনাক্রমে বৈশম্পায়ন ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলেন—ফলে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইল। তৎশিষ্যেরা গুরুর পাপক্ষালনের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বল অনুষ্ঠান দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে বলিলেন—এই সকল স্বল্পসার ব্যক্তির তপস্যায় কি ফল? অনুমতি করুন, আমিই দুশ্চর তপশ্চরণ করি—

* * * * আহ ভো ভগবন্ কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং, করিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্॥

যাজ্ঞবল্ক্যের গর্ব্বিত বাক্যে কুপিত হইয়া বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধিক্, তোমার মত শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই—তুমি বিদায় হও—

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।

গুরু-শিষ্যের বিবাদ যখন অতিমাত্রায় উঠিল, তখন গুরু শিষ্যকে বলিলেন—মদধীতং ত্যজাশ্বিতি—'বেশ! আমার নিকট লব্ধ যজুঃ প্রত্যর্পণ কর'।

যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থ সমস্ত যজুঃ বমন করিলেন, আর বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যেরা তিত্তিরি পক্ষীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ বান্ত যজুঃ চঞ্চুপুট দ্বারা উদরস্থ করিলেন। সেই হইতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের নাম হইল 'তৈত্তিরীয়'-সংহিতা। অভিমানে যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আশ্রম ত্যাগ করিয়া সূর্য্যের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং কালক্রমে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সূর্য্যের প্রসাদে নবতর ও কল্যাণতর যজুঃ লাভ

করিলেন। ইহাই শুক্ল যজুর্ব্বেদ। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট হইতে এই যজুর্ব্বেদ লাভ করিলেন, অতএব ইহার নাম হইল—'বাজসনেয়'-সংহিতা।

এই উপাখ্যানের মূলে, রূপকাকারে যে সত্যই নিহিত থাকুক, ইহা নিঃসংশয় যে, শুক্ল-যজুর্ব্বেদের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বৃহদারণ্যকের শেষাংশে লিখিত আছে—আদিত্যানি (অর্থাৎ আদিত্য হইতে প্রাপ্ত) ইমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে। ঐ গ্রন্থের আরও কয়েক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যকে 'বাজসনেয়' যাজ্ঞবল্ক্য বলা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্

প্রত্যেক বেদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের যেমন 'তৈত্তিরীয়' ব্রাহ্মণ, সেইরূপ এই শুক্ল যজুর্ব্বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট 'শতপথ' ব্রাহ্মণ। এই শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়ের নাম বৃহদারণ্যক। ইহাই আমাদের উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্। ইহার আরম্ভ-বাক্য (opening sentence) এই—ওঁ ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ।

শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার উপোদ্‌ঘাত (introduction) এইরূপ :—

'ঊষা বা অশ্বস্য' ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণোপনিষদ্। * * সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদ্ আরণ্যকম্ * * তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে।

এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড এবং সমগ্র তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় অধ্যায় নয় খণ্ডে এবং চতুর্থ অধ্যায়

ছয় খণ্ডে বিভক্ত) যাজ্ঞবল্ক্যের কথাকাহিনীতে ও তাঁহার উপদেশে মুখরিত। ঐ সকল উপদেশের আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে, এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনের কি বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

গৃহস্থ যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী—বৃহ, ৪।৫।১

দুই পত্নীর মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, আর কাত্যায়নী স্ত্রী-প্রজ্ঞা (স্ত্রী-জনোচিত সাধারণ বুদ্ধিমতী)। গার্হস্থ্য জীবনে যাজ্ঞবল্ক্য যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতেন, স্বয়ং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তদানীং প্রচলিত রীতি-অনুসারে ছাত্র বা শিষ্যদিগকে গৃহে স্থান দিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ঐরূপ ছাত্রকে 'অন্তেবাসী' বা 'ব্রহ্মচারী' বলিত।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণম্ উবাচ—বৃহ, ৩।১।২

ঐ সময়ে রাজর্ষি জনক বিদেহ (মিথিলার) অধিপতি ছিলেন। বৃহদারণ্যকে তাঁহাকে 'সম্রাট্' বলিয়া সম্বোধন আছে। ইহাতে মনে হয় তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের অধিরাজ ছিলেন। রাজর্ষি জনক একবার এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে—বৃহ, ৩।১।১

ঐ যজ্ঞসভায় কুরুপাঞ্চালের (ফলতঃ উত্তর ভারতের) সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন—তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ। যাজ্ঞবল্ক্যও শিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কে 'অনূচানতম' (বেদবিদ্যায় বরিষ্ঠ)—ইহা জানিবার জন্য জনকের কৌতূহল হইল। [বলা উচিত, জনক

কেবল যে পার্থিব সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন, তাহা নয়—তিনি 'অধীতবেদ' ও 'উক্তোপনিষৎক' ছিলেন অর্থাৎ বেদবিত্থায় তাঁহার প্রগাঢ় প্রবেশ ছিল—'এবং বৃন্দারক আঢ্যঃসন্ অধীতবেদ উক্তোপনিষৎকঃ'—বৃহ, ৪।২।১] জনক ঐ উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থলে এক সহস্র গাভী বাঁধিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশটি স্বুবর্ণ পদক গাঁথিয়া দিয়া বলিলেন—'হে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ!—যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্—আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গোসহস্র লইয়া যান'। কোন ব্রাহ্মণই অগ্রসর হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যকে আদেশ করিলেন, 'সৌম্য! এই গাভীসমূহ লইয়া যাও।' শিষ্য তাহাই করিল। ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর সভায় কোন দুঃসাহসী কন্যা-গ্রহণ করিলে, রাজারা অপমানে অন্ধ হইয়া তাহাকে যেরূপ আক্রমণ করিত, এক্ষেত্রেও সেইরূপই ঘটিল।

সমবেত ব্রাহ্মণেরা বলিতে লাগিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ!—ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য! ব্রহ্মিষ্ঠোসি।' তখন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর অজস্র প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভজ্যু, উষস্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যথোচিত উত্তর দিয়া প্রত্যেককেই নিরস্ত করিলেন। যজ্ঞসভায় গার্গীনাম্নী একজন ব্রহ্মবাদিনী উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিলেন—

'মহাশয়গণ! আমি ইঁহাকে দুইটি প্রশ্ন করিতে পারি কি? যদি ইনি আমার ঐ প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর দিতে সক্ষম হন, তবে জানিবেন, কেহই ইঁহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না—ন বৈ জাতু যুষ্মাকম্ ইমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতা ইতি।'

তখন গার্গী বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন বীরপুত্র ধনুতে

জ্যা রোপন করিয়া অরাতিকে দুইটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে, তেমনি তোমার প্রতি দুইটি প্রশ্নবাণ সন্ধান করিব—উত্তর দাও।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—পৃচ্ছ গার্গি!

তখন উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলিল। অবসানে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'হে মান্য ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মবাদে নিশ্চয়ই আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যদি নমস্কার দ্বারা ইঁহার নিকট নিষ্কৃতি পান তাহাই যথেষ্ট মনে করিবেন—তদেব বহুমন্যেধ্বং যদ্ অস্মাৎ নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ব্রাহ্মণগণ! মৌনী রহিলেন কেন? যাঁহার যাহা ইচ্ছা, প্রশ্ন করুন—যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু, সর্ব্বে মা পৃচ্ছত।' কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না—তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম হইতে নবম কাণ্ড পর্য্যন্ত) এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বিবরণে বিবিধ বাদবিতণ্ডার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব কি ভাবে উজ্জ্বলিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

স হোবাচ এতদ্ বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞগণ সেই অক্ষরের এইরূপ বর্ণন করেন। সেই অক্ষর বা ব্রহ্মবস্তু কিরূপ? তিনি—

অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্, অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ং অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্, অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্, অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন,

তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, সুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল অ—অ, ন—ন,—তিনি নেতি নেতি মাত্র।

এই বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা বেদবিদ্যা-বিষয়ে অনেক সময়েই আলোচনা করিতেন। 'অথ হ যৎ জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ অগ্নিহোত্রে সমুদাতে—কোন সময় বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য—উভয়ের মধ্যে অগ্নিহোত্র সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল।' এ আলোচনার বিবরণ রক্ষিত হয় নাই। তবে বৃহদারণ্যক হইতে জানিতে পারি, যাজ্ঞবল্ক্য ঐ আলোচনায় প্রীত হইয়া জনককে 'কাম-প্রশ্ন' বর দিয়াছিলেন। তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বরং দদৌ। স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে, তং হ অস্মৈ দদৌ—৪।৩।১

'কামপ্রশ্ন'-বর দানের অর্থ এই—জনক যাহা প্রাণ চায়, প্রশ্ন করিবেন, যাজ্ঞবল্ক্য অসঙ্কোচে তাহার উত্তর দিবেন। তদনুসারে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, জনক আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকে নিগূঢ় প্রশ্ন করিতেছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহার সংশয়চ্ছেদী উত্তর দিতেছেন। এখানেও সেই অদ্বৈতবাদ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—'যদি দ্বৈত কিছু থাকিত, তবে তাহার অনুভব হইতে পারিত। কিন্তু দ্বৈত, দ্বিতীয়, বিভক্ত কই ?' এই যে মহান্ অজ আত্মা—যিনি অজর অমর অদ্বয় অভয়—তিনিই ব্রহ্ম—স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরঃ অমৃতঃ অভয়ো ব্রহ্ম—বৃহ, ৪।৪।২৫

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের আর এক দিনের বিবরণ বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে রক্ষিত হইয়াছে। বৈদেহ জনক

রাজাসনে সমাসীন আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তথায় উপস্থিত হইলেন—জনকো হ বৈদেহ আসাং চক্রে অথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ।

রাজা বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য ! কি উদ্দেশ্যে আগমন ? পশুলাভের ইচ্ছায় না সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনায় ?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—উভয়মেব সম্রাট্—'সম্রাট্ ! উভয়ই বটে'।

তখন উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। জনক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য-সমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইয়া বলিলেন—'হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামি—আপনাকে হস্তিতুল্য বৃষ সহ সহস্র গাভী দান করিতেছি।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'আমার পিতার আদেশ—সম্যক্ উপদেশ না দিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না—নাননুশিষ্য হরেত ইতি।'

রাজা আসন হইতে উঠিয়া শিষ্যভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বলিলেন—নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য ! অনু মা সাধি—'গুরো ! আপনাকে নমস্কার—আমায় উপদেশ করুন।'

তখন যাজ্ঞবল্ক্য ধাপে ধাপে উঠিয়া জনকের নিকট নিগূঢ়তম চরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন—'স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্জতে, অসিতো ন হি ব্যথতে, ন রিষ্যতি'—'এই পরমাত্মার একমাত্র পরিচয় নেতি নেতি। ইনি অগ্রাহ্য—ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য—শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ—আসক্ত হন না, ইনি অসিত—ব্যথিত হন না, রিষ্ট হন না।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ইহাই চরম—এই আপনি 'অভয়' প্রাপ্ত হইলেন—'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোসি।'

জনক বলিলেন—'ভগবন্ ! আপনি আমাকে অভয় প্রাপ্তি

করাইলেন—আপনারও অভয় প্রাপ্তি হউক। আপনাকে নমস্কার—অভয়ং ত্বা গচ্ছতাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! যো নো ভগবন্ অভয়ং বেদয়সে—নমস্তে অস্তু—ইমে বিদেহাঃ অয়মহম্ অস্মি—এই বিদেহ রাজ্য ও নিজেকে আপনাকে নিবেদন করিলাম।' উপনিষদ্ বলেন—দ্বৈতাদ্ বৈ ভয়ং ভবতি—দ্বৈত হইতেই ভয় হয়—যিনি অদ্বৈত, সেই ব্রহ্মই অভয়।

অন্যত্র দেখি যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ অভয়ের উপদেশ-অন্তে বলিতেছেন—এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি। 'হে সম্রাট্! ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলে জনক বলিলেন, 'ভগবন্! বিদেহ রাজ্য আপনাকে নিবেদন করিলাম। তৎসঙ্গে নিজেকেও নিবেদন করিলাম।'

এইরূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহাধিপতি জনককে অদ্বৈততত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রাজর্ষি জনকের পরিচয় স্থলে এ ব্যাপার উল্লিখিত হইত :—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির্যস্মৈ ব্রহ্ম-পারায়ণং জগৌ।

প্রাচীন ভারতের প্রথামত, কালক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার-আশ্রম ছাড়িবার সময় আসিল। তিনি পত্নীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'মৈত্রেয়ি! আমি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবার জন্য এস্থান ত্যাগ করিব। আইস, তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিই—মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—(অন্যদ্ বৃত্তম্ উপাকরিষ্যন্) প্রব্রজিষ্যন্ বা অরে অহম্ অস্মাৎ স্থানাদ্ অস্মি; হন্ত তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তং করবাণি ইতি।'

মৈত্রেয়ী বলিলেন—'স্বামিন্! এই সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণা হয়,

তদ্দ্বারা আমি কি অমৃতা হইতে পারিব ?—সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেন অমৃতা আহো ন ইতি'।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'তাহা কি কখন হয় ? অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন—বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশাই নাই।'

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বুঝিতেন—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। তাই তিনি বলিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্—যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হয়, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি—আপনি আমাকে প্রজ্ঞান উপদেশ করুন।' কারণ, মৈত্রেয়ী জানিতেন—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ—প্রজ্ঞান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। তখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট অমোঘ অদ্বৈততত্ত্ব উপদেশ করিলেন। ইতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার—উপদেশ-অন্তে যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজিত হইলেন।

ঐ উপদেশের সার মর্ম্ম এই :—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ! আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। পরমাত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি ! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিলে এই সমুদয়ই বিদিত হয়।' যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ? যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ

নেতি নেতি আত্মা * * * বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ* * এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্—৪।৫।১৫

'যেখানে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু আছে, সেখানেই একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে আঘ্রাণ করে, একজন অপরকে আস্বাদন করে, একজন অপরকে বচন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে মনন করে, একজন অপরকে স্পর্শন করে, একজন অপরকে বিজ্ঞান করে। (কিন্তু) যখন কাহারও নিকট সমস্তই আত্মা হইয়া গেল, তখন কিরূপে কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বচন করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শন করিবে, কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে ? যাহা দ্বারা এই সমুদয় জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে ? এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' ('ইহা নয়' 'ইহা নয়')। বিজ্ঞাতা কিরূপে বিজ্ঞাত হইবেন ? হে মৈত্রেয়ি ! ইহাই অমৃতত্ব।' সেই জন্যই উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন—অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্—যিনি বিজ্ঞাতা, বিষয়ী (Subject), তিনি কখনও বিষয় (বিজ্ঞাত = Object) হইতে পারেন না।

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ—'যে জানেনা সেই জানে, যে জানে সে জানে না।' অদ্বৈততত্ত্ব এমনিই প্রহেলিকা—ইহা সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য, সমস্ত দ্বৈতের চিরসমন্বয়—'supreme unity of all contradictions'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে। উভয় বিবরণে ভাষাগত—এমন কি অক্ষরগত সৌসাদৃশ্য—তবে চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ

কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত। এই দ্বিরুক্ত বিবরণ (double recension)-দৃষ্টে মনে হয়, মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ বেশ সুপ্রাচীন।

উপরে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় উপলক্ষ্যে আমরা তাঁহার উপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রতি ঈষৎ লক্ষ্য করিলাম। ইহা ইঙ্গিত মাত্র—তদধিক নহে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদের যথাসাধ্য ব্যাখ্যান ও বিবৃতি করিবার চেষ্টা করিব।

এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ডে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদের আলোচনা করিব এবং প্রসঙ্গতঃ জগৎ বা জড় যে তাঁহার অদ্বৈত-দৃষ্টিতে মায়ামাত্র, তাহা প্রদর্শন করিব। দ্বিতীয় খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ আলোচিত হইবে। জীব যে ব্রহ্মের অংশ এবং তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, নিরঞ্জন হইয়াও পুরঞ্জন এবং ব্যাবহারিক ভাবে স্বতন্ত্র—জীবের উৎক্রান্তি, পরলোকগতি, জন্মান্তর,—জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঐ দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হইবে। তৃতীয় খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের আলোচনা করিব। মোক্ষ ও নির্ব্বাণ, মুক্তের অবস্থা, মুক্তি যে ব্রাহ্মী স্থিতি এবং স্বধামে গতি, এবং অবসানে শূন্যতা-সিদ্ধি—তৃতীয় খণ্ডে ঐ সকল প্রসঙ্গের যথাসম্ভব আলোচনা থাকিবে। ফলতঃ এ গ্রন্থে আমার চেষ্টা হইবে, যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদের একটি সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া—যাহাতে পাঠক প্রাচীন ভারতে অদ্বৈত চিন্তা কি উত্তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার যথোচিত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

প্রথম খণ্ড

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ

অদ্বৈতবাদ কি ?

আমরা অদ্বৈতবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি—অদ্বৈতবাদ কি ?

এদেশে যাহাকে আমরা 'অদ্বৈতবাদ' বলি, পাশ্চাত্যদর্শনে তাহার নাম 'Idealism'। অধ্যাপক ডয়সন Idealism-এর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

The Atman is the sole reality ; with the knowledge of it, all is known ; there is no plurality and no change. Nature, which presents the appearance of plurality and change, is an illusion.

অর্থাৎ আত্মা (ব্রহ্মই) পরমার্থ-সত্য—উপনিষদের ভাষায়, 'সত্যস্য সত্যম্'। তাঁহাকে বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়—আত্মনি খলু অরে বিদিতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। কারণ, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—নানা, বিবিধ, বিচিত্র, দ্বৈত বলিয়া কোন কিছু নাই। এই যে বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ—ইহা প্রতীতি, মায়া মাত্র। কারণ, "সর্ব্বং খলু ইদং

ব্রহ্ম"। তিনিই পূর্ব্বে, তিনিই পশ্চিমে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই অধে—এই বিশ্ব তিনি বই নহে।

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং, পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ ব্রহ্ম, দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

অর্থাৎ (দার্শনিকের ভাষায়) "God alone and nothing besides Him is real. The universe, as regards its extension in space and bodily consistence, is in truth not real; it is mere illusion, as used to be said,—mere appearance as we say to-day."

অতএব জগৎ নাই। আর জীব?—যাহাকে পাশ্চাত্য দর্শনকার Individual Soul বলেন। 'The Individual soul like the external world has no reality'—যেমন জগৎ, তেমনই জীব—জীবেরও কোন বাস্তব সত্তা নাই—জীবও সত্য নয়, বস্তু নয়,—প্রতিভাস মাত্র।

'The Individual Soul is an apparition, as the external world is an appearance. It is all Avidya—illusion. ব্রহ্মসূত্রের ভাষায়, মায়ামাত্রংতু কার্ৎস্ন্যেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ।

ফলতঃ দার্শনিক বিচারের বিষয়ীভূত এই যে তত্ত্বত্রয়—ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব—অদ্বৈত মতে এ ত্রিতয়ের (triad-এর) মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ—অপর দ্বয়—অর্থাৎ জগৎ ও জীব, অবিদ্যার বিজৃম্ভণ—অসৎ। এবং এই জীবাত্মা তত্ত্বতঃ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। সেই জন্য চতুর্বেদের চারি মহাবাক্য বা চরম উপদেশ এই—সোঽহং, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ও অহং ব্রহ্মাস্মি।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ —কৈবল্য, ১৭

পুনশ্চ ঐ যিনি ব্রহ্ম, তিনি অজ্ঞেয়—তিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। সেই জন্য তিনি (তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়) 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন'—Unseeable, Unutterable, Unfathomable, Unrealisable। অতএব তাঁহার একমাত্র লক্ষণ বা নির্দ্দেশন 'নেতি, নেতি'; যেহেতু, তিনি সমস্ত ধর্ম্ম ও গুণ (attributes ও qualities) হইতে বিভিন্ন—অন্যত্রধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—অতএব স এষ নেতি নেতি আত্মা।

অধিকন্তু, এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—'He is the knowing Subject within us'—তিনিই একমাত্র বিষয়ী—একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা,—নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ। সেই দ্রষ্টা কিন্তু কখনও দৃশ্য হন না, হইতে পারেন না—সেই বিষয়ী (subject) কিন্তু কখনও বিষয় (object) হন না, হইতে পারেন না। 'The knowing subject is itself unknown'—ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ। সেই জন্য তিনি—অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ—তিনি দ্রষ্টা কিন্তু দ্রষ্টব্য নন, শ্রোতা কিন্তু শ্রোতব্য নন, মন্তা কিন্তু মন্তব্য নন, জ্ঞাতা কিন্তু জ্ঞাতব্য নন।

অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র

উপরে আমরা উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম তাহা হইতে তিনটি সূত্র বিস্পষ্ট হইল :—

(ক) ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই একমাত্র বস্তু—তিনিই পরমার্থ-সত্য (Sole Reality)—জীব ও জগৎ প্রতিভাস, ছায়া বা মায়া মাত্র—

উহারা Apparition, Appearance, Illusion ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

(খ) জীব ও ব্রহ্ম—জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন—সোঽহং, তত্ত্বমসি।

(গ) আত্মাই বিষয়ী (knowing Subject within us) কিন্তু তিনি অবিষয়—object নন—তিনি জ্ঞাতা কিন্তু কখনও জ্ঞেয় হন না। তাঁহার পরিচয়—নেতি নেতি মাত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ সকল সূত্র কিরূপ অকুণ্ঠ ও অমোঘভাবে বিবৃত ও বিস্তৃত করিয়া ব্রহ্মবাদের স্থাপনা করিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে সমস্ত দার্শনিক চিন্তার লক্ষ্য—ঐক্য-সাধন,—খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিশিষ্টের মধ্যে সামান্য,—এক কথায়, বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা।* পাশ্চাত্য দেশে ইহার সংজ্ঞা 'Monism'। Monism বলিলে কি বুঝায়?

'It involves that all plurality (consequently all proximity in space, all succession in time, and inter-dependence of cause and effect, all contrast of subject and object) has no reality in the highest sense.'

* And universal Nature, thro' her vast
And crowded whole, an infinite paroquet,
Repeats one note.—Emerson.

অর্থাৎ দৈশিক দূরান্তিকত্ব, কালিক পূর্ব্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্য্য-কারণত্ব, এবং জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের 'ত্রিপুটী'-রূপী নানাত্ব—পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু—একমেবাদ্বিতীয় অদ্বয় বস্তুই সৎ।

ঐ অদ্বয়-তত্ত্ব বা Principle of Unity-কে প্রাচীন গ্রীকেরা বলিতেন Ens। প্রাচীন ভারতে উহার নাম ছিল 'পুরুষ'।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১

জগতের এই অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক 'পুরুষ' Cosmic Principle-রূপে অধিষ্ঠিত। বিশ্বের মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্—ঋগ্‌বেদ, ১০।৯০।২

তিনি অ-খণ্ড (পরিচ্ছেদহীন)—সেই জন্য ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে তাঁহাকে 'অদিতি' বলা হইয়াছে :—

অদিতির্দ্যৌ রদিতিঃ অন্তরিক্ষং
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ
অদিতির্জাতম্ অদিতির্জনিত্বম্ ॥—ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০

সেই এক (অদ্বিতীয়)—যিনি ব্যতিরিক্ত অপর কিছু নাই—সেই অ-দিতি—

আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্‌একং
তস্মাদ্ হান্যৎ ন পরঃ কিঞ্চনাস—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২

—ইনিই ব্যাপকভাবে 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

'তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে,

তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে—এ সমস্তই তিনি।' যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উপর এক গ্রাম চড়াইয়া বলেন—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥—বৃহ, ৪।৪।১৯

'মনের দ্বারা ইহাই দৃষ্টি করা চাই—এখানে 'নানা' (বহু) কোন কিছু নাই। যে মোহবশে এখানে 'নানা' দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা বিভ্রা

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই :—

যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তদ্ ইতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরম্ অভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫

'যেখানে দ্বৈত, দ্বিতীয় যেন থাকে, সেখানেই একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যখন সমুদয়ই আত্মা হইয়া গেল, তখন কাহাকে কিরূপে আঘ্রাণ করিবে? কাহাকে কিরূপে দর্শন করিবে? কাহাকে কিরূপে শ্রবণ করিবে? কাহাকে কিরূপে বচন করিবে? কাহাকে কিরূপে মনন করিবে? কাহাকে কিরূপে বিজ্ঞান করিবে?'

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র ইহার অন্বয় করিয়া বলিতেছেন—

যত্র বা অন্যদ্ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ —বৃহ, ৪।৩।৩১

'যেখানে অন্য কিছু যেন থাকে, সেখানেই একে অপরকে দর্শন করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বচন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শন করে, বিজ্ঞান করে।' এস্থলে ঐ 'ইব' শব্দ লক্ষ্য করিবার বিষয়—অর্থাৎ জগৎ যেন আছে, নানা যেন আছে, দ্বিতীয় যেন আছে, দ্বৈত যেন আছে ; বস্তুতঃ কিন্তু নাই—তাহার ভাণ হয় মাত্র। আছেন কেবল তিনিই—যিনি পরমার্থ-সৎ

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তিনিই একমাত্র সৎ—তিনি শুধু এক নহেন, তিনি অ-দ্বিতীয়—কেবল 'Unity' নহেন, 'Uniquity'।

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা—বৃহ ২।৪।৬, ৪।৫।৭

'এ সমস্তই সেই পরমাত্মা।' তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই।

নান্যঃ অতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যঃ অতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যঃ অতোঽস্তি মন্তা, নান্যঃ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতা—বৃহ, ৩।৭।২৩

নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

কারণ, এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ—ইহা তাঁহার নিঃশ্বাস মাত্র—'The Universe is drawn out of Him'—যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—

এবং বৈ অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ * * অস্যৈব এতানি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ২।৪।১০

সেই জন্য বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—

অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ এবমেব অস্মিন্ আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এতে আত্মনঃ সমর্পিতাঃ—২।৫।১৫

অর্থাৎ সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত, সমস্ত দেব, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মায় সমর্পিত। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত এই—যেষাং নঃ অয়মাত্মা অয়ং লোক :—বৃহ, ৪।৪।২২—(whose Soul this Universe is)—এই বিশ্ব তাঁহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র—বৈষ্ণব কবির ভাষায়, 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'।

বলা বাহুল্য—ইহা নিপট Idealism (অদ্বৈতবাদ),—ভূমাবাদ বা Pantheism নহে। যেহেতু, (পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায়)—Idealism regards everything besides the Atman as unreal, whereas Pantheism identifies the universe with the Atman.

কারণ, যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে এই বিবিধ বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার মাত্র—তাঁহারই modes of manifestation।

ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা—বৃহ, ২।৪।৬

'এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত, এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মা।'

স যথা দুন্দুভে র্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু

গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃহ, ২।৪।৭-৯

'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ।' অর্থাৎ ব্রহ্মই Sole Reality—সত্যস্য সত্যম্* আর এই বিবিধ বিশ্ব পরমাত্মারই বিভাব (mode) এবং তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত জানা হয়।

তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্—বৃহ, ২।৪।৫

'আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিবে। কারণ, আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান দ্বারা ইদং সর্ব্বং—এ সমস্তই বিদিত হয়।

ইহার প্রতিধ্বনি আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদে শুনিতে পাই। সেখানে দেখি, শ্বেতকেতু ঋষি-পিতা অরুণিকে প্রশ্ন করিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি?

---

*বৃহ, ২।১।২০

—'হে ভগবান্ সেই আদেশ (রহস্য উপদেশ) কি, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয় ?' অরুণি দৃষ্টান্ত (analogy) প্রয়োগ করিয়া উত্তর দিলেন :—

যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। যথা সোম্য একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা সোম্য একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।—ছা, ৬।১।৪-৬

'হে সোম্য! যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য; হে সোম্য! এ আদেশও সেইরূপ।' অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র।*

---

*অভিজ্ঞ পাঠকের এই প্রসঙ্গে চৈনিক আচার্য্য কনফুজির শিক্ষা স্মরণে আসিবে।

The system of cosmiology, as taught by Confucius, starts out with an impersonal cosmic energy and principle. which produced the *yin* and the *yang*, the negative and the positive principles. These, by their interaction, produced Heaven and Earth and all beings.—Encyclopedia Britannica.

'বাচারম্ভণং বিকারঃ'—ইহা সেই প্রাচীন উপদেশ—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋগ্‌বেদ, ১।১২৪।৪৬)

'যিনি সৎ, তিনি এক—তাঁহার দ্বৈত নাই—কারণ,দ্বৈত 'বাচারম্ভণ' মাত্র—'mere matter of words'।

জীব-ব্রহ্ম—তত্ত্বমসি

জগতের মধ্যে যেমন Cosmic Principle (অধিভূত তত্ত্ব) ব্রহ্ম, জীবের মধ্যে সেইরূপ Psychic Principle (অধ্যাত্ম তত্ত্ব) আত্মা। জীব বহিঃদৃষ্টিতে বিচিত্র ও বহু—ব্যাপারে বৃত্তিতে ভোগে লক্ষ্যে শক্তিতে সম্ভাবনায় ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অন্তরতম নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিকতায় এক ও অভিন্ন। অধিকন্তু আত্মা=ব্রহ্ম—'Brahman is the knowing Subject in us'। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—'সেই অজর অমর অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি অন্তর্য্যামী—তিনিই তোমার আত্মা।' অন্তর্য্যামী তিনি—যিনি অন্তরে যমন করেন, যিনি নিগূঢ়ভাবে অন্তরতম ভাবে জগৎকে ও জীবকে প্রেরণা করেন।†

তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে আমরা 'এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ'—এই formula ('আদেশ') যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে—একবার নয়, দুইবার নয়—একুশ বার শুনিতে পাই। তাহার কয়েকটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

---

† অধ্যাপক বার্গস Creative Evolution-এর পশ্চাতে যে 'Elan Vital-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন—যাহা 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies, * * which feels and strives and achieves'—তাহা এই অন্তর্য্যামী অমৃতেরই প্রতিধ্বনি।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্ যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্য আপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতাণি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়েতেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন,—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা, অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তর,আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি সর্ব্বভূতে থাকিয়া সর্ব্বভূতের অন্তর, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি সর্ব্বভূতকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অন্তর, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণকে অন্তরে যমন করেন, সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অন্তর, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি মনে থাকিয়া মনের অন্তর, মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর,—যিনি মনকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।' অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার, সমস্ত জৈবিক ব্যাপার, সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মবস্তু বিদ্যমান,—তাঁহারই প্রাণনে তাহারা ক্রিয়াবান্, তাঁহারই সংযমনে তাহারা ব্যাপারবান্।

আত্মা সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বানুভূ

কেবল তাহাই নয়—ঐ আত্মা আবার সর্ব্বান্তর—এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ—বৃহ, ৩।৪।১-২

তিনি সমস্তের মধ্যে অনুস্যূত, সর্ব্বব্যাপী—all-pervading। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ

প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ—বৃহ, ৪।২।৪

'পূর্ব্ব দিক্ তাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তরদিক্ উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধ প্রাণ, অধোদিক্ অধঃ প্রাণ, সর্ব্বদিক্ সর্ব্ব প্রাণ।' এই Eternal Omnipresent আত্মার সন্ধান পাইয়া কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থ একদিন অমর ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts : a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air
And the blue sky and the mind of man,
—A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of thought
And rolls through all things.

সেই উপনিষদের প্রাচীন কথা :—

যো দেবঃ অগ্নৌ য অপ্‌স্থ
যঃ অখিলং ভুবনম্ আবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

'সেই দেবতাকে নমস্কার—যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি অখিল ভুবনের অন্তস্থলে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে—তাঁহাকে নমঃ নমঃ।'

ঐ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকারিণী গার্গীকে বলিতেছেন—

যদ্ ঊর্দ্ধং গার্গি! দিবো, যদ্ অবাক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবং চ ভবিষ্যং চ ইত্যাচক্ষতে আকাশে তং ওতং চ প্রোতং চ—৩।৮।৪

'যাহা দ্যুলোকেরও ঊর্দ্ধে, পৃথিবীর অধে, যাহা দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তরে, যাহা একাধারে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান (অর্থাৎ যাহা Eternal Now) —সেই আকাশে সমুদয় ওত ও প্রোত।' *

যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সঙ্কলন করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন :—

যদৈতমনুপশ্যতি আত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
যস্মাদ্ অর্বাক্ সংবৎসরো অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥

—বৃহ, ৪।৪।১৫-১৬

'যখন ভূত ভবিষ্যতের ঈশান পরমাত্ম-দেবের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তখন মানব ভয়ের অতীত হয়। যাঁহার পশ্চাতে সংবৎসর (অর্থাৎ কাল, Time) দিবসের সহিত আবর্ত্তিত হইতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ আয়ুঃস্বরূপ অমৃতরূপ দেবতাকে দেবগণও উপাসনা করেন।'

এই 'আকাশ'—যাঁহাতে সমুদায় ওতপ্রোত রহিয়াছে—(যাজ্ঞবল্ক্য বলেন) ব্রহ্মজ্ঞেরা ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—'অক্ষর'। অক্ষরের অর্থ Immutable। এতদ্ বৈ তদ্ অক্ষরম্ গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।

---

* বলা বাহুল্য এখানে আকাশ ব্রহ্মেরই নামান্তর—আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২২

এই অক্ষরের ঈশিত্ব ও বিধাতৃত্বের (providence-এর) পরিচয় দিতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ—বৃহ, ৩।৮।৯

'হে গার্গি ! ইঁহারই প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি ! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে পূর্ব্ব দিগ্বাহী নদীচয় শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিম দিগ্বাহী নদীচয় অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ,—মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেছে।'

তৈত্তিরীয় উপনিষদের উদাত্ত মন্ত্র ইহারই প্রতিধ্বনি—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, সূর্য্য উদিত হন,—অগ্নি, ইন্দ্র, যম, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

ব্রহ্মের এই ভৈরব ভাবকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—
—মহৎ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্ (কঠ, ২।৩।২)।

যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনা একটু ভিন্ন ধরণের। তিনি বলেন—

অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ। স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্য অত্যক্রামৎ তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃহ, ৩।৯।২৬

'সেই ঔপনিষদ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) পুরুষ তিনি, যিনি সমস্ত দেবকে, সমস্ত পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রণোদ করিয়া, তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন।'*

বলা বাহুল্য, এ সকল কথা আত্যন্তিক অদ্বৈতবাদের প্রতিকূল, কারণ, সে মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়—তাহাতে দ্বৈত, বিবিধ, নানাত্বের একান্ত নিষেধ। ঐ মতে 'Before, around and in us, we see only the one omnipresent Supreme Soul'. সংস্কৃত দর্শনের পরিভাষায় ইহাকে "প্রৌঢ়িবাদ" বলে—অর্থাৎ ব্যবহারজীবীর "assuming but not admitting'—as a concession to the empirical consciousness। মানব চিত্ত অদ্বৈতের উত্তুঙ্গ ভূমিতে সুস্থিত থাকিতে পারে না। এই জন্য ঋষি-উপদেষ্টারা সময় সময় উচ্চ ব্যোম ছাড়িয়া দ্বৈতের নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট পরমাত্মা অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বান্তর। এজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ হইতে ১৮ কাণ্ড দ্রষ্টব্য) এই আত্মাকে 'বৈশ্বানর আত্মা' বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—বৈশ্বানরো বিশ্বো নর এব বা সর্ব্বাত্মত্বাৎ (the Universal Man, the All-Self)। কারণ, তিনি কেবল আমার মধ্যেই বিপশ্চিৎ † (knowing subject)

---

* 'Who impelling asunder these spirits and driving them back, steps over and beyond them,' i.e., who spurs them on to their work, recalls them from it and is pre-eminent over them.—Deussen.

† ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮ ; তিনি দ্রষ্টা, তিনি সাক্ষী—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ * * সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ—প্রশ্ন, ৬।৫,১৪

-রূপে বিরাজিত নন—তিনি (উপনিষদের ভাষায়) 'সর্ব্বাহংমানী' (synthesis of all the knowing Subjects)। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ (বৃহ, ২।৫।১৯) অর্থাৎ all-perceiving।

এই যে ঐক্য-যুতি (equation)—আত্মা = ব্রহ্ম—ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—সমস্ত উপনিষদ্ ইহার ঝঙ্কারে মুখরিত! কিন্তু ইহার মূল উৎস বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য হইতে।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে দেখি উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ্ব—যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা—তাঁহার ব্যাখ্যান কর।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ—এই তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। সেই যে সর্ব্বান্তর আত্মা—ইনিই ব্রহ্ম—অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্।

ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়

এই যে আত্মা বা ব্রহ্ম—যদিও ইনি সর্ব্বান্তর, যদিও ইনি অন্তর্য্যামী, যদিও ইনি তদ্ অন্তঃ অস্য সর্ব্বস্য, যদিও ইনি দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ (closer than our hands and feet)—তথাপি তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এ কথা বারম্বার বলিয়াছেন—

ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।

'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শোনা যায় না, মতির মন্তাকে মনন করা যায় না, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে বিদিত হওয়া

যায় না।' এই জন্য তিনি অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অমত মন্তা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা।

অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতঃ মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা
—বৃহ, ৩।৭।২৩

অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ
—বৃহ, ৩।৮।১১

অতএব নিষেধ-মুখে ভিন্ন তাঁহার নির্দ্দেশ সম্ভবপর নয়—It can only be known negatively। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনো অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ —বৃহ, ৩।৮।৮

'হে গার্গি! সেই অক্ষর ব্রহ্মের ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বর্ণন করেন। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, তমঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।' অতএব তাঁহার 'আদেশ' নেতি নেতি মাত্র, ইহা নয় ইহা নয়—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৭)। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে চারি বার এই 'আদেশ' উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহার সম্প্রসারণ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে অশীর্য্যো ন হি

শীর্য্যতে অসঙ্গো নহি সজ্জতে অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি —বৃহ, ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ও ৪।৫।১৫।

ফলতঃ তাঁহার মুখে ইহা একটি formula বা সূত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। সে সূত্রের অর্থ এই, 'এই আত্মা ন ইতি ন ইতি। ইনি অগৃহ্য—ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য—শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ—কিছুতে সক্ত হন না, ইনি অবদ্ধ—কিছুতে ব্যথা পান না, ইনি হিংসিত হন না।'

উপনিষদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশস্থলে এই নঞ্ ও নকারের ছড়াছড়ি, কিন্তু সকল বচনেরই মূলে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ উপদেশ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্, তথারসং, নিত্যমগন্ধবচ্চ —কঠ, ৩।১৫

'ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, ব্যয়হীন বস্তু।'

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রম্অবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি-পাদম্

—মুণ্ডক, ১।১।৬

'তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।'

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্—মাণ্ডূক্য, ৭

'তাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; তিনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন; তিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত।'

'কেন্'-উপনিষদ্ ইহার সার সঙ্কলন করিয়া বলিয়াছেন :—

অন্যদেব তদ্বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদধি—কেন, ১।৩

অর্থাৎ তিনি বিদিত অবিদিত, কোন কোঠাতেই পড়েন না।

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয় ?

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ? যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাই চরম উত্তর।

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

অর্থাৎ যিনি বিষয়ী (knowing subject), তিনি বিষয় (known object) হইবেন কিরূপে ? যিনি বিজ্ঞাতা, তিনি কোন দিন বিজ্ঞাত হইতে পারেন কি ?

বস্তুতঃ কোন কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় কিরূপে ? উপাধির দ্বারা। এই উপাধি ত্রিবিধ—দেশ, কাল ও নিমিত্ত। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাদিগের নাম Categories—(the three categories of Space, Time and Causality)। (Space = দেশ, Time = কাল, এবং Causality = নিমিত্ত বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ)। ব্রহ্ম যখন নিরুপাধি—দেশাতীত, কালাতীত ও নিমিত্তাতীত, তখন তিনি জ্ঞানের বিষয় হইবেন কিরূপে ? তাই যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনায় ব্রহ্ম অনন্তম্ অপারম্ (বৃহ, ২।৪।১২)—অনন্তরম্ অবাহ্যম্—অর্থাৎ তিনি দেশাতীত। পুনশ্চ তিনি অপূর্ব্বম্-অনপরম্। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কিছু নাই—অর্থাৎ তিনি কালাতীত। অধিকন্তু তিনি অ-ক্ষর, অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি, অপচয়-উপচয়হীন—তদেতৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি (বৃহ, ৩।৮।৯)। তিনি ধ্রুব—ক্ষয়-ব্যয়হীন—অর্থাৎ নিমিত্তের অতীত।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যং এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবং।
বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥

—বৃহ, ৪।৪।২০

'ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও ধ্রুব। তাঁহাকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি রজোহীন, আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি অজ, মহান্, ধ্রুব।'

পুনশ্চ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায়, ব্রহ্ম ভূমা। ভূমা কি?

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

'যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনি ভূমা; আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।' ব্রহ্ম যখন ভূমা, তখন তাঁহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একাকার ভাব। তিনি দ্বৈত-রহিত, অদ্বৈত, ত্রিপুটীর অতীত। এক কথায়, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ —ছা, ৬।২।১

নানাত্বের, ভেদের, দ্বৈতের তাঁহাতে কোন অবকাশই নাই। অতএব তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন? এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য অতি মনোজ্ঞ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ —বৃহ, ২।৪।১১।

অর্থাৎ, 'যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয়, সেখানেই অপর অপরকে আঘ্রাণ করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায়, তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার

শ্রবণ করিবে, কে কাহার বচন করিবে, কে কাহার মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান করিবে ?' অতএব ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত, একাকার, ভূমা—তখন তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না।

ব্রহ্মের ঐকদেশিক প্রতীক-প্রত্যাখ্যান

ব্রহ্ম যখন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—যখন তাঁহাকে কোন বিশেষণেই বিশেষিত করা যায় না, কোন চিহ্নেই চিহ্নিত করা যায় না, কোন লক্ষণেই লক্ষিত করা যায় না—যখন তিনি বচনের মননের নিরূপণের অতীত—তখন তাঁহার নির্ব্বচন ও বিবর্ণন করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম নয় কি ? জনক-সভায় বিদগ্ধ শাকল্য ঐরূপ ব্যর্থ প্রয়াস করিলে যাজ্ঞবল্ক্য "আহল্লিক'* (ষণ্ড) বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শাকল্য একে একে কহিলেন—শরীরে যে শারীর পুরুষ, কামে যে কামময় পুরুষ, আদিত্যে যে আদিত্যস্থ পুরুষ, আকাশে যে প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ, তমে যে ছায়াময় পুরুষ, রূপে যে আদর্শস্থ পুরুষ, জলে যে সলিলস্থ পুরুষ, রেতে যে পুত্রময় পুরুষ—তিনিই 'সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্' (সমস্ত আত্মার পরায়ণ বা climax)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেক নির্দ্দেশনার তুচ্ছত্ব ও ঐকদেশিকত্ব (inadequacy) প্রদর্শন করিয়া বলিলেন 'উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষ (ব্রহ্ম) ত' তোমার নির্দ্দিষ্ট পুরুষ নহেন—তবে তিনি কে ? স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্য অত্যক্রামৎ।' (বৃহ, ৩।৯ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)।

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বালাকি-অজাতশত্রুসংবাদ ইহারই অনুরূপ। পণ্ডিত-মানী দৃপ্ত বালাকি অজাতশত্রুকে

* অহল্লিক – ষণ্ড। ইহা রঙ্গরামানুজের অর্থ। আনন্দ গিরি বলেন অহল্লিকের অর্থ প্রেত।

বলিলেন 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি'। অজাতশত্রু বলিলেন, 'বেশ'। তখন বালাকি একে একে আদিত্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, আদর্শে, শব্দে, দিকে, ছায়াতে এবং আত্মাতে ব্রহ্মের সত্তা তিনি যতদূর জানিতেন, যথাক্রমে বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পর অজাতশত্রু বলিলেন "ইহ বাহ্য কহ পরে আর"। স হ তুষ্ণীম্ আস গার্গ্যঃ (বৃহ, ২।১।১৩)—তখন দৃপ্ত বালাকি নীরব হইলেন। অজাতশত্রু বলিলেন এই পর্য্যন্ত ? বালাকি বলিলেন "হাঁ, এতাবৎ—এই পর্য্যন্তই।" অজাতশত্রু বলিলেন 'নৈতাবতা বিদিতং ভবতি' এবং পরে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ত্রয়ের পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিলেন।

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে যে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদ বিবৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন, 'যৎ তে কশ্চিদ্ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম—অন্য কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন শুনিতে ইচ্ছা করি।' তখন জনক অন্যান্য বেদাচার্য্যগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম-সম্পর্কে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেন—বাক্ বৈ ব্রহ্ম, প্রাণোবৈ ব্রহ্ম, চক্ষুর্বৈ ব্রহ্ম, শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্ম, মনো বৈ ব্রহ্ম, হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন উপাসনার প্রতীকরূপে (as symbol), ঐ সকল ব্যবহৃত হইতে পারে বটে* কিন্তু ব্রহ্মের নির্দ্দেশরূপে নহে। কারণ, ইহারা এক পাদ মাত্র (partial) একপাদ্ বা এতৎ। স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে (বৃহ, ৪।২।৪) †

---

* প্রজ্ঞা ইত্যেনং উপাসীত, প্রিয়ম্ ইত্যেনং উপাসীত, সত্যম্ ইত্যেনং উপাসীত, অনন্ত ইত্যেনং উপাসীত, আনন্দ ইত্যেনং উপাসীত, স্থিতিঃ ইত্যেনং উপাসীত—বৃহ, ৪।১।১-৭

† 'খং ব্রহ্ম' 'আকাশো ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৪।১০।৫, ৩।১৮।১)—এ উপদেশ সম্বন্ধেও

ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তরে ছন্নশক্তি

ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া উপনিষদে তাঁহার সম্বন্ধে 'নিগূঢ়', 'প্রচ্ছন্ন' প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্।

'দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায় সমস্ত ভূতের মধ্যে ব্রহ্ম নিগূঢ় রহিয়াছেন।' ধ্যানরসিক ওমর খৈয়াম এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

Whose secret presence, thro' creation's veins
Running quick-silver like, eludes your pains.

এই সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ এই—

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌-গ্রহণায়েব স্যাৎ—বৃহ, ২।৪।১২

—'যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলেই বিলীন হয়, তাহার আর পৃথক্ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।' এই মর্ম্মে ছান্দোগ্য উপনিষৎও ঐ লবণের উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—লবণমেতদ্ উদকে অবধায় × × অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি—ছা, ৬।১৩।১-২

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভর-কুলায়ে। তং ন পশ্যন্তি।—১।৪।৭

যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য ঐ। তিনি বলেন—আকাশ সর্ব্বগত হইলেও কখন ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতীক হইতে পারে না; কারণ, বিরজঃ পর আকাশাৎ (বৃহ, ৪।৪।২০)—ব্রহ্ম আকাশ হইতেও পরতর। সেই জন্য গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি! আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ (বৃহ, ৩৮।১১)—সেই অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত, অ-মত অবিজ্ঞাত অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওত ও প্রোত।

'যেমন ক্ষুর ক্ষুরধানে, যেমন অগ্নি অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি সেই আত্মা এখানে নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না।' ঋগ্বেদের ঋষি তাই ইঁহাকে 'প্রথমচ্ছদ' বলিয়াছিলেন, ১০।৮১।১। সেইজন্য ছান্দোগ্যে তাঁহার নাম 'অণিমা'—
স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা—৬।১৩।৩

সেই জন্যই বোধ হয় অধ্যাপক এডিংটন (Eddington) বলিয়াছেন—"Something unknown is doing we know not what"। প্রথম দৃষ্টিতে এই বাণী অভাবাত্মকই মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনটি ভাবাত্মক অর্থ নিহিত রহিয়াছে। প্রথম বিশ্বব্যাপক শক্তি, দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী ব্যাপার, এবং তৃতীয় বিশ্বায়ত অভিসন্ধি। *

এই বিশ্বশক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য এই :—

The power which manifests throughout the universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness. —Herbert Spenser's Ecclesiastical Institutions. Page 829

ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্ ও আনন্দম্

যাজ্ঞবল্ক্য এই বিশ্বশক্তি বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি 'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'—বৃহ, ৩।৯।২৮। অর্থাৎ ঐ বিশ্বশক্তি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের অন্ধ জড়শক্তি (blind force) নয়, ইনি বিজ্ঞান

*The above statement, sounding negative, actually states three positives—a universal power, a universal process, and a universal purpose.—Dr. Cousins.

(intelligence)। জগৎ ব্যাপারে তাঁহার এক নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে এবং কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া সে অভিসন্ধির প্রপূর্ত্তি হইতেছে—

মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি
যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি।

Yet I doubt not through the ages one increasing purpose runs.—Tennyson

এই অভিসন্ধি আপূর্য্যমান—কোন না কোনদিন ইহার চরিতার্থতা হইবেই। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্‌স জিন্‌সের (Sir James Jeans) কয়েকটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য—

The universe begins to look more like a great thought than like a great machine. * * * We discover that the universe shews evidence of a designing, of a controlling power, that has something in common with our individual minds.

এ প্রসঙ্গে আর একজন বৈজ্ঞানিক মনীষীর বাক্য অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে।

There is evidence of mind at work, beneficent and contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding, an adaptation to conditions.—Sir Oliver Lodge's Making of Man.

অতএব 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম'।

কিন্তু ব্রহ্ম শুধু বিজ্ঞান নহেন—যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দম্—অর্থাৎ, পাশ্চাত্য কবির ভাষায়, the heart of being is.

eternal bliss। সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের নাম ভূমানন্দ। সে আনন্দ বচনাতীত, মননাতীত—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রহ্মের যে ভূমানন্দ, জীব তাহার কণিকামাত্র লাভ করে। তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩২

বিষয়ে জীব যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার কারণ এই, বিষয়ের মধ্যে সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন আছেন। অতএব সেই রসের আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদের উক্তি এই—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি—তৈত্তিরীয়, ২।৭

'তিনিই রস। রস আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। যদি আনন্দস্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তবে কে প্রাণন করিতে পারিত? তিনিই আনন্দিত করেন।' সেইজন্যই কবি ব্রাউনিং (Browning) বলিয়াছেন—Where enjoyment is, there is He.

মানুষ সুখান্বেষী—আনন্দেন খলু জাতানি জীবন্তি। যেখানেই আনন্দের উৎস, সেখানেই মানুষের প্রেম। উপনিষদ্ বলিলেন—অন্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ এই, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সেখানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের অপেক্ষা আর প্রেমাস্পদ কে? তিনি—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ

সর্ব্বস্মাৎ—বৃহ, ১।৪।৮ অর্থাৎ 'ব্রহ্ম পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সমস্তের অপেক্ষা প্রিয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট এই তত্ত্বই অতি চমৎকার ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন :—

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। × × × ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি —বৃহ, ২।৪।৫

'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।

সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের একটি 'ছদ্মনাম' (mystery-name) —'তদ্বন'। তৎ হ তদ্বনং নাম (কেন)। ব্রহ্মের সমান 'বনিত' আর কি আছে? অতএব (যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন) এই ব্রহ্মের সহিত ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা।

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সংপদ্ এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ :—বৃহ, ৪।৩।৩২

'ইনিই পরমা গতি, ইনিই পরম সম্পদ্, ইনিই পরম লোক, ইনিই পরমানন্দ।'

আমরা এখানেই যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদের আলোচনা সমাপ্ত করি। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার জীববাদের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

প্রথম অধ্যায়

জীবের স্বরূপ ও বিরূপ

জড়বাদ vs. জীববাদ

কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে, দার্শনিক মতকে মোটামুটি দুইটি বিরোধী কোটিতে স্থাপন করা যাইতে পারে—এক জড়বাদ (Materialism), অন্য জীববাদ (Spiritualism)। জড়বাদীর মতে—এই বিবিধ-বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব, জড়-শক্তিতাড়িত অন্ধ পরমাণুপুঞ্জের যদৃচ্ছাজাত সংঘাত মাত্র—যাহাকে 'fortuitous concourse of atoms' বলে। জীববাদী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—না, ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্—জগদ্-রচনার পশ্চাতে ঈক্ষা (অভিসন্ধি, Purpose) লক্ষ্য করা যায়—অতএব 'অশব্দ' (জড় = Matter) ইহার মূল কারণ হইতে পারে না।

আত্মা বা ইদমেক অগ্র আসীৎ × × স ঈক্ষত—ঐতরেয়, ১।১

'আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন—তাঁহার 'ঈক্ষা' হইতেই বিশ্বের বিবর্ত্তন।' অর্থাৎ 'Universal Mind has to appear before there can be manifestation.' (Madam Blavatsky).

জড়বাদী বলেন—'Life and Mind are merely bye-products of the world process'—প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্ব-ব্যাপারের আবান্তর ঘটনা মাত্র। প্রতিবাদে জীববাদী বলেন—সে কি কথা? Mind is behind matter—জড় হইতে জীব নয়—জীব হইতেই জড়।

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ
—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

'তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের প্রভেদ করিলেন।' আর প্রাণ?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং, প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ, ৬।২

'এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহা প্রাণের প্রেরণায় নিঃসৃত হইয়াছে' এবং প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রশ্ন, ২।৬

অতএব 'the origin of forms is Life,' which, as Elan Vital, 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies'.

অধিকন্তু ঐ প্রাণ = প্রজ্ঞাত্মা—উহা অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ।

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ—কৌষীতকী, ১।৮

জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না—দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। তিনি বলেন চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ', জড় অণু-

পরমাণুর Chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র,—সেইজন্য দেহের নাশের সহিত চৈতন্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। Survival of man বাজে কথা—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?

আর চিন্তা ? চিন্তা ত' মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is a function of the Brain। যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—'As the liver secretes bile, so the brain secretes thought'। অতএব কামনা, ভাবনা, চেষ্টনা, (Emotion, Intellection, Conation—Feeling, Thinking, Willing)—এ সমস্তই মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ (vibrations of the brain-cells)।

জীববাদী জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ, 'Conciousness is the absolute world-enigma' (James)—সম্বিৎ (চৈতন্য) বিশ্বের প্রধানতম প্রহেলিকা! সেই অদ্ভুত, আজব ব্যাপারকে তুমি এক নিঃশ্বাসে সমাধান করিয়া ফেলিলে! জান না কি ? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer). —অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যানের মত বিরাট্ বিয়াকুবি আর আছে কি ?

আত্মার কি জন্ম মৃত্যু আছে ?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

আত্মা যে, অজর অমর অক্ষর বস্তু—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

—কঠ ২।১৮

দেহের নাশে জীবের বিনাশ হইবে কিরূপে ?

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে

—ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩

জীবের অপগমে শরীরেরই নাশ হয়—জীবের কখনও বিনাশ হয় না —'For him the hour shall never strike,' the Deathless, the Eternal, the Immortal.

এই যে শরীর—ইহা অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র—

—তদ্ অস্য অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্

—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

শরীর সম্বিতের জনক নহে, জনিত। 'It takes a soul to make a body' (Browning)—শরীরত্বায় দেহিনঃ (কঠ, ৫।৭)। আর তোমার ভরসার সর্ব্বস্ব ঐ মস্তিষ্ক—সে ত' মনের করণমাত্র—The brain is an organ of the mind—It is not the organist—অতএব ভঙ্গুর ভেলায় ভর করিও না।

আরও দেখ, এই যে সম্বিৎ (যাহাকে তুমি মস্তিষ্কের বিকার বলিতেছ,) সে সম্বিৎ স্বয়ংপ্রভা—তাহার উদয়াস্ত নাই—সে চিরন্তন, সনাতন।

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সম্বিদ্ এষা স্বয়ংপ্রভা ॥—পঞ্চদশী

জীব-সম্বিৎ সেই বিশ্ব-সম্বিতেরই ভগ্নাংশ, সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু, (a fragment of the Divine Consciousness) *

বস্তুতঃ আমরা অমৃতের পুত্র—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ)

* Each of us is only a partial incarnation of a larger self.

—Frederick Myer

We are each of us larger than we know.—Sir Oliver Lodge.

—আত্মবিস্মৃত হইয়া শোক-মোহের অধীন হইয়া আছি—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪।৭)। We are really 'gods in exile' —এখানে অজ্ঞাতবাসে রহিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে 'Our birth is but a sleep and a forgetting' (Wordsworth)—ঐ বিস্মৃতির অতল মথিয়া কখনও কখনও পূর্ব্ব-কাহিনী জাগ্রত হয়। তখন কবিরের সহিত সুর মিলাইয়া প্রশ্ন উঠে—

শুন হংসা পুরাতন বাত।
কোন মুলুকসে আয়সি হংসা
উৎরঙ্গে কোন ঘাট ?

কারণ, সত্য সত্যই

Trailing clouds of glory do we come
From God who is our home.—Wordsworth.

তখন মেষের দলে প্রবিষ্ট সিংহ-শিশু 'স্মৃতিলম্ভে' গর্জ্জন করিয়া বলে, যেনাহং নামৃতা স্যাং তেন কিং কুর্য্যাম্—বৃহ, ২।৪।৩

এবং— জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্
অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ—মুণ্ডক, ৩।১।২

—স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বীতশোক হয়। ইহাই জীবের প্রকৃত নিয়তি—দেহের সহিত সারূপ্য করিয়া সংসারপঙ্কে শূকরবৃত্তি জীবের নিয়তি নহে।

জড়বাদী বলেন, যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রকৃতির বিবর্ত্তনে প্রাণিশরীরে ইন্দ্রিয়ের উদ্‌গম হইলে, তবে দর্শন-স্পর্শনরূপ মনোবৃত্তির উদয় হয়। অর্থাৎ এমতে, অগ্রে ইন্দ্রিয়—পরে ব্যাপার (Organ precedes Function)। জীববাদী একথা অস্বীকার করেন; তিনি ফরাশি জৈব-বিজ্ঞানবিৎ লামার্কের মতের পোষকতা করিয়া বলেন Function

precedes Organ—অর্থাৎ আগে ব্যাপার—পরে, ব্যাপারের সৌকর্য্যের জন্য ইন্দ্রিয়।

দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদ ইদম্ জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদ ইদম্ অভিব্যাহরাণি ইতি স আত্মা, অভিব্যাহরণায় বাক্। অথ যো বেদ ইদম্ শৃণবানি ইতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৪

অর্থাৎ আত্মার দর্শনের ইচ্ছা হইলে চক্ষুঃ, ঘ্রাণের ইচ্ছা হইলে নাসিকা, বচনের ইচ্ছা হইলে বাক্, শ্রবণের ইচ্ছা হইলে শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়।

ঐ ঐ ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাধকমাত্র, জনক নহে। কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির অদ্বিতীয় উৎস সেই আত্মা—

অকৃৎস্নোহি সঃ। প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ মনঃ। তানি এতানি কর্ম্মনামানি এব —বৃহ, ১।৪।৭

'সেই আত্মা অকৃৎস্ন (যেন divided)। প্রাণনকালে তিনি প্রাণ, বচনকালে বাক্, দর্শনকালে চক্ষুঃ, শ্রবণকালে শ্রোত্র, মননকালে মনঃ। এ সমস্ত তাঁহার কর্ম্মনাম মাত্র (names for his functionings)।

সেই জন্য জীববাদীর মতে প্রাণিদেহস্থ করণগুলি (organs) ইন্দ্রিয়-দ্বার মাত্র—ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র আত্মায়। অতএব,

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ, ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ, ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ, ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যাৎ, ন রসং বিজিজ্ঞাসীত রসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ, ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্ত্তারং বিদ্যাৎ × × ন মনো বিজিজ্ঞাসীত, মন্তারং বিদ্যাৎ—কৌষীতকী, ১।৮

'বাক্যকে নয় বক্তাকে, ঘ্রাণকে নয় ঘ্রাতাকে, রূপকে নয় দ্রষ্টাকে, শব্দকে নয় শ্রোতাকে, রসকে নয় রসয়িতাকে, কর্ম্মকে নয় কর্ত্তাকে, মনকে নয় মন্তাকে জানিতে হয়।'

অতএব দেখা গেল,

জড়বাদ জীববাদে বহুত অন্তর
এক অন্ধ তমঃ অন্য নির্ম্মল ভাস্কর।

এই মতদ্বৈধ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত কোন্ পক্ষের অনুকূল ?

অদ্বৈতবাদে জীবজড়ের স্থান

কিন্তু এ কথা আলোচনার পূর্ব্বে, পাঠককে একটা বিষয়ে সতর্ক করিতে চাই। আমরা জানি যাজ্ঞবল্ক্য অকুণ্ঠ অদ্বৈতবাদী—তিনি uncompromising Idealist। তাঁহার নিপট নির্ভীক অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনিই পরমার্থ, অ-প্রতিদ্বন্দ্বী সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমরা দেখিয়াছি, যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে, জীব ও জড় মায়ার বিজৃম্ভণ—অলীক, অবস্তু, প্রতিভাস, ভাণমাত্র—'The individual soul is an apparition as the external world is an appearance'। কারণ, তাঁহার মতে, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।* কিন্তু দ্বৈতের সমতল

*The Atman is the sole reality ; there can be nothing beside it. * * From this point of view, no creation of the universe by the Atman can be taught, for there is no universe outside of the Atman. * * The individual Atmans are not properly distinct from the Supreme Atman. Each of them is in full and complete measure the Supreme Atman himself. * * Accordingly the entire individual soul as such has no reality.—Deussen. pp. 183 & 256.

ক্ষেত্র ছাড়িয়া, অবিদ্যাগ্রস্ত মানবচিত্ত কতক্ষণ ঐ অদ্বৈতের তুঙ্গ ভূমিতে সুস্থিত থাকিতে পারে? সেখানে উঠিলে অচিরে তাহার গা 'ছমছম' করে, তাহার চিন্তার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। মানুষের এই স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য সেইজন্য অদ্বৈতের উচ্চ ব্যোম হইতে দ্বৈতের উপত্যকায় অবতরণ করিয়া তবে জড় ও জীব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন†—as a concession or acccommodation to the empircal consciousness। ঐ উপদেশের আলোচনাকালে আমরা যেন কদাচ বিস্মৃত না হই যে, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, জড় তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র এবং জীব উপাধি-উপহিত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণে না রাখিলে, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীববাদের গহন মধ্যে আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তা'ই শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ আমাদিগকে এ সম্পর্কে এত সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

---

†The loftiness of this metaphysical conception forbade its maintenance in the presence of the empirical consciousness, which teaches the existence of the real universe. It was necessary to concede the reality of the universe and to reconcile this with the idealistic dogma of the sole reality of the Atman, by asserting that the universe exists but is in truth nothing but the Atman. * * The same spirit of accommodation lies at the basis of the form assumed by the doctrine of the Brahman as the psychical principle viz., that, Brahman having created the universe enters into it as the Individual Soul. * * It then however more and more stiffens into an actual realism.—Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp 184 & 171.

উপদেশাদ্ অয়ং বাদঃ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।

× ×উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।

—মাণ্ডূক্য-কারিকা ১।১৮, ৩।১৫

'শাস্ত্রে যে সৃষ্টি প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মন্দবুদ্ধি শিষ্যের উপদেশের জন্য—কেবল বুদ্ধিপ্রবেশের উপায় রূপে। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা দ্বৈত, নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।'

মৃদাদি-দৃষ্টান্তৈ র্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বং বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি—৪।৩।১৪ ব্রহ্ম-সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ 'শাস্ত্র যে ক্ষিত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য ইহা নয় যে, বাস্তবিক সৃষ্ট্যাদির প্রতিপাদন করা।'

জগৎ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের কি বক্তব্য, প্রথম খণ্ডে তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মবাদের বিবরণে, তাহা আমরা মোটামুটি জানিয়াছি; অতএব এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার মতে 'the obtrusive reality of the manifold universe is merely Maya'। এখন তাঁহার জীববাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

কিংজ্যোতিঃ পুরুষঃ

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! কিংজ্যোতিঃ অয়ং পুরুষঃ—এই যে পুরুষ বা জীব, কি ইঁহার জ্যোতিঃ? কাহার জ্যোতিতে ইনি জ্যোতিষ্মান্, কাহার দ্যুতিতে ইনি দ্যুতিমান্?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'আদিত্যই ইঁহার জ্যোতিঃ—আদিত্যেনৈব অয়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম

কুরুতে বিপল্যেতি—আদিত্যরূপ জ্যোতিঃদ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, প্রতিগমন করে।' জনক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু অস্তমিতে আদিত্যে? আদিত্য অস্তমিত হইলে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তখন চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতি, চন্দ্রমা ইহার জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন,'অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য! চন্দ্রমসি অস্তমিতে, কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই অস্তমিত হইলে অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন —'তা বটে, কিন্তু অগ্নি স্তিমিত হইলে—শান্তে অগ্নৌ কিংজ্যোতিঃ এবায়ং পুরুষঃ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তখন বাক্যই ইহার জ্যোতিঃ হয়— বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি।' জনক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু শান্তে অগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ? অগ্নি স্তিমিত হইলে, বাক্য স্থগিত হইলে, তখন পুরুষের কি জ্যোতিঃ হয়?' এইবার যাজ্ঞবল্ক্য চরম উত্তর দিলেন—'আত্মৈব অস্য জ্যোতির্ভবতি—তখন আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়—আত্মনা এবায়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি—আত্মারূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, প্রতিগমন করে।' অর্থাৎ জীবের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ব্যাপারের পশ্চাতে এই আত্মা।

কতমঃ আত্মা?

তখনি প্রশ্ন উঠিল 'কতমঃ আত্মা?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

—'যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি প্রাণ-সমূহের পশ্চাতে (behind the organs of sense), হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ—তিনিই আত্মা।'

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীববাদের ইহাই মর্ম্ম কথা—এ কথা হৃদয়ঙ্গম

না হইলে তাঁহার অভিমত জীবতত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না। এই কথা বুঝাইবার জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য জীবের উৎক্রান্তি ও পরলোকগতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের পরিচয় দিয়া অবসানে বলিয়াছেন,—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—বৃহ, ৪।৪।২২

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদে আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদ্ এষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

শুধু তাই কেন? উপনিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝিতে পারা যায়, সমগ্র উপনিষৎ এই কথার ঝঙ্কারে মুখরিত। এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি?

একোহং বহুঃ স্যাম্

উপনিষদের মুখ্য বাণী—একমেবাদ্বিতীয়ের বহুরূপে আত্মপ্রকাশ।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩

পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি—নারায়ণ, ১

ইহা তাঁহার 'লীলাকৈবল্য'—ইচ্ছাময়ের 'খামখেয়াল'।

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ—মৈত্রী, ৭।১১

কিন্তু বহু হইলেও সেই অদ্বিতীয়ের একত্ব কখনও ব্যাহত হয় না—তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, বহুর মধ্যে একরূপে

সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। উপনিষদ্ নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে এই কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ × × সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

'যেমন অগ্নি হইতে বহুতর ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ (sparks) নির্গত হয়, তেমনি সেই পরমাত্মা হইতে এই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।' অতএব ব্রহ্মের পরিচয় এই—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (তৈত্তি, ৩।১)—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতের উদ্ভব হইয়াছে'। মুণ্ডকের উপদেশ ইহারই অনুরূপ।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥

—২।১।১

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সরূপ (সমান-রূপ) বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি কল্পারম্ভে সেই অ-ক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব আবির্ভূত হয়, এবং (কল্পান্তে) তাঁহাতে তিরোহিত হয়।'*

সেই জন্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডূক্য, ৬) —সমস্ত জীবের প্রভব ও প্রলয়ের স্থান—কবি বিদ্যাপতির ভাষায়,

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা।

---

* ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্কর The spark hangs from the flame by the finest thread of Fohat.—Book of Dzyan.

The sun Divine throws off *spark*-suns charged with all His attributes * * * sparks of Divinity to be fanned into flames through this great process of Evolution.—Dr. G. S. Arundale's 'Nirvana'.

জলে যেমন বুদ্বুদ, সমুদ্রে তেমন তরঙ্গ, ব্রহ্মে তেমনি জীবের ব্যক্তি ও অব্যক্তি— আবির্ভাব ও তিরোভাব।

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চাব্যক্ততাং যযুঃ।
পশ্যন্তি ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব ॥—চুলিকা, ১৮

যাজ্ঞবল্ক্য এই তত্ত্বই একটু ভিন্ন রকমের উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন—সর্ব্বানি চ ভূতানি অস্যৈব (মহতো ভূতস্য) এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি—বৃহ ৪।৫।১১

'এই সমস্ত ভূত, সেই মহান্ ভূত (পরমাত্মারই) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস'—কারণ, তিনিই আনীৎ অবাতম্ (ঋগ্বেদ)— The 'Great Breath' breathed,—but without breath—ফলতঃ জীবের অবির্ভাব তাঁহার প্রশ্বাস (outbreathing) এবং জীবের তিরোভাব তাঁহার নিঃশ্বাস (inbreathing)। অতএব জীব হইতেছে a 'Divine fragment'—'a portion of the Universal Consciousness thought into separation (ব্যাবহারিক ভেদ) as an individual entity'।

জীব—ব্রহ্মের অংশ

সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, জলের সহিত বুদ্বুদের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশ—সেই চিৎসিন্ধুর বিন্দু—a unit of consciousness। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

বাদরায়ণেরও ঐ উপদেশ—অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ

—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

অংশ ও অংশীর তত্ত্বতঃ (essentially) কোন প্রভেদ নাই, থাকিতে পারে না, কারণ, উভয়েই 'সরূপ'—সমানরূপ—'বিস্ফুলিঙ্গাঃ সরূপাঃ'—'God made man in His own image' (Genesis. 1, 27)—শঙ্করের ভাষায়, অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব।

ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তি, ২।১।১) —তখন তদংশ জীবও সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ * —পঞ্চদশী, ৩।২৮

সেইজন্য কি ঋগ্বেদ, কি যজুর্ব্বেদ, কি সামবেদ, কি অথর্ব্ববেদ—সকল বেদের মহাকাব্য সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ ঘোষণা করিয়াছে—

সোঽহম্, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি।

বিজ্ঞানাত্মা বা Monad

বিশেষভাবে ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন (বৃহ, ৪।৫।১৩)—কবিরের কথায়, 'সদ্‌গুরু নুর তামাম'। তিনি চিন্ময়—সেই জন্য তাঁহার একটি সংজ্ঞা 'চিদাকাশ'। তদংশ জীব চিৎকণ (জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব)—অতএব জীবের সার্থক নাম 'চিন্মাত্র'। ইনিই পাশ্চাত্য দার্শনিকের 'Monad', গীতার কূটস্থ অক্ষর পুরুষ—কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।

---

* This Divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the triple nature of the Logos himself and the evolution of man as man consists in the gradual manifestation of these three aspects, their development from latency into activity.—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom pp. 213-4.

Man is made in the image of God * * The Divine spark of the spirit in man is seen to be triple in its appearance.

—C. W. Leadbeater's Man, Visible and Invisible.

যে হেতু 'বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম', সেই জন্য তদংশ 'চিন্মাত্র' জীবের পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—অর্থাৎ 'The Monad is the knowing subject apart from object'.

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মোন্ড্যাডকে মুণ্ডক 'বিজ্ঞানময় আত্মা' এবং প্রশ্ন 'বিজ্ঞানাত্মা' বলিয়াছেন—

কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ—প্রশ্ন, ৪।১১

উপনিষদে 'আত্মা'-শব্দ ব্রহ্ম ও জীব, উভয়েরই প্রতিশব্দরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম = পরমাত্মা (Oversoul), তদংশ জীব (Monad বা Individual Soul) = প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা।

কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্
—কঠ, ৪।১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট—কঠ, ৬।১৬

জীবব্রহ্মের অভেদ

এই অন্তরাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—সেই জন্য কঠ-উপনিষদ্ অন্তরাত্মার উল্লেখ করিয়া একই নিশ্বাসে বলিলেন—তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্—'তিনিই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা।' বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যও এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা প্রত্যগাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার সহিত তাঁহার অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন *—

* বৃহদারণ্যকের অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বায়ুরের ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ (৩।৩।২)। এই ব্যষ্টি বায়ু = জীব এবং সমষ্টি বায়ু = ব্রহ্ম—আর উভয়ে অভিন্ন। সমষ্টি-বায়ু সেই সূত্র, যদ্দারা সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত বিধৃত—বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং যেন অয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি—৩।৭।২। এই সমষ্টি-বায়ুই সেই সূত্রাত্মা

অংশ ও অংশীর তত্ত্বতঃ (essentially) কোন প্রভেদ নাই, থাকিতে পারে না, কারণ, উভয়েই 'সরূপ'—সমানরূপ—'বিস্ফুলিঙ্গাঃ সরূপাঃ'—'God made man in His own image' (Genesis. 1, 27)—শঙ্করের ভাষায়, অগ্নেহিঁ বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব।

ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তি, ২।১।১) —তখন তদংশ জীবও সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ * —পঞ্চদশী, ৩।২৮

সেইজন্য কি ঋগ্বেদ, কি যজুর্ব্বেদ, কি সামবেদ, কি অথর্ব্ববেদ—সকল বেদের মহাকাব্য সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ ঘোষণা করিয়াছে—

সোহম্, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি।

বিজ্ঞানাত্মা বা Monad

বিশেষভাবে ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন (বৃহ, ৪।৫।১৩)—কবিরের কথায়, 'সদ্‌গুরু নুর তামাম'। তিনি চিন্ময়—সেই জন্য তাঁহার একটি সংজ্ঞা 'চিদাকাশ'। তদংশ জীব চিৎকণ (জলিতাগ্নেঃ কণা ইব)—অতএব জীবের সার্থক নাম 'চিন্মাত্র'। ইনিই পাশ্চাত্য দার্শনিকের 'Monad', গীতার কূটস্থ অক্ষর পুরুষ—কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।

---

* This Divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the triple nature of the Logos himself and the evolution of man as man consists in the gradual manifestation of these three aspects, their development from latency into activity.—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom pp. 213-4.

Man is made in the image of God * * The Divine spark of the spirit in man is seen to be triple in its appearance.

—C. W. Leadbeater's Man, Visible and Invisible.

যে হেতু 'বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম', সেই জন্য তদংশ 'চিন্মাত্র' জীবের পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—অর্থাৎ **'The Monad is the knowing subject apart from object'.**

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মোন্ডাডকে মুণ্ডক 'বিজ্ঞানময় আত্মা' এবং প্রশ্ন 'বিজ্ঞানাত্মা' বলিয়াছেন—

কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ—প্রশ্ন, ৪।১১

উপনিষদে 'আত্মা'-শব্দ ব্রহ্ম ও জীব, উভয়েরই প্রতিশব্দরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম = পরমাত্মা (**Oversoul**), তদংশ জীব (**Monad** বা **Individual Soul**) = প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা।

কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্
—কঠ, ৪।১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট—কঠ, ৬।১৬

জীবব্রহ্মের অভেদ

এই অন্তরাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—সেই জন্য কঠ-উপনিষদ্ অন্তরাত্মার উল্লেখ করিয়া একই নিশ্বাসে বলিলেন—তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্—'তিনিই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা।' বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যও এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা প্রত্যগাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার সহিত তাঁহার অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন *—

---

* বৃহদারণ্যকের অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বায়ুরের ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ (৩।৩।২)। এই ব্যষ্টি বায়ু = জীব এবং সমষ্টি বায়ু = ব্রহ্ম—আর উভয়ে অভিন্ন। সমষ্টি-বায়ু সেই সূত্র, যদ্দারা সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত বিধৃত—বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং যেন অয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি—৩।৭।২। এই সমষ্টি-বায়ুই সেই সূত্রাত্মা

এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—বৃহ, ৩।৭।৩-২৩

যঃ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বান্তরঃ × × এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ—বৃহ, ৩।৪।১, ৩।৫।১

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম—বৃহ, ৪।৪।৫

ছান্দোগ্যেরও ঐ এক কথা—

তৎ সত্যং স আত্মা তৎত্বমসি—ছা, ৬।৭।৭

এষ তে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতৎ ব্রহ্ম—ছা, ৩।১৪।৪

মোন্যাডের স-দেহত্ব

ঐ ব্রহ্মবিন্দু, চিৎকণ, স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব বা ব্যাবহারিক ভেদ (phenomenal separation) সিদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শরীর গ্রহণ করেন।

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এইরূপে অংশ-জীব অংশী ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন এবং তাঁহার স-দেহত্ব হয়। সেইজন্য উপনিষদের স্থানে স্থানে তাঁহার নাম 'দেহী'।

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

(দেহী = বিজ্ঞানাত্মা—শঙ্কর)

ইহার অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসাণ্ট তাঁহার 'A study in Consciousness'-গ্রন্থে মোন্যাড বা প্রত্যগাত্মার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—'A fragment of the Divine Life, separated off into an individual entity by rarest film of mater, এবং

(ব্রহ্ম)—ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব (গীতা)। আর ব্যষ্টি-বায়ু জীব, 'বায়ুঃ অনিলম্ অমৃতম্' (ঈশ-উপনিষদ)—দেহান্তে এই বায়ু অমৃত বায়ুতে (ব্রহ্মে) মিলিত হয়।

প্রত্যগাত্মার দেহের—অর্থাৎ ঐ 'rarest film of mater'-এর নাম দিয়াছেন 'Auric body'। মৈত্রায়ণী-উপনিষদ্ ইহাকে 'হৃদ্যাকাশময় কোশ' বলিয়াছেন—হৃদ্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্—

এই কোশই জীবের পরম আলয়—চরম দেহ; এবং জীবরূপী ব্রহ্মের আবাস বলিয়া ঐ সুসূক্ষ্ম কোশের নাম ব্রহ্মকোশ।

ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা * * এবং ব্রহ্মশালাং বিশেৎ। ততশ্চ চতুর্জ্জালং ব্রহ্মকোশং প্রণুদেৎ। ততঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ * * স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—মৈত্র, ৬।২৮

'ওঁকাররূপ নৌকায় অন্তর্হৃদয়াকাশের পারে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মশালায় প্রবেশ করিবে। পরে শুদ্ধ পূত শূন্য হইয়া ব্রহ্মকোশ ভেদ করিয়া স্ব মহিমায় অবস্থিত হইবে।'

এই ব্রহ্মকোশ-উপহিত ব্রহ্মচৈতন্যই জীব—

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্—পঞ্চদশী।

ঐ চরমালয় ব্রহ্মকোশ ('rarest film of matter') কি উপাদানে গঠিত? প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমের পরমাণু দ্বারা।* উহাকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নীলতোয়দমধ্যস্থ-বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবার-শূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা॥

---

*এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—This body (ব্রহ্ম-কোশ) is said to be composed of non-prakritic matter (অর্থাৎ পরব্যোম) which does not belong to our system at all—matter which has not been modified by the life of our Logos, but belongs to and forms part of the general store of Cosmic matter, a portion of which has been appropriated by our Logos for the purposes of our system. It is this auric body which separates the *jiva* into an individual.

'এই কোশ অতি সূক্ষ্ম, নবজাত ধান্যাগ্রের মত তনু এবং নীলঘনস্থ বিদ্যুৎ তুল্য ভাস্বর।'

ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্হৃদয়াকাশ—য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে।

ইহাকেই উপনিষদ্ কোথাও কোথাও 'গুহা', * 'গহ্বর', 'হৃৎ', 'হৃদয়', 'হৃৎপদ্ম' বলিয়াছেন—

গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্—কঠ, ২।১২

আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ২।২০

হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম—ছা, ৮।৩।৩। হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ —বৃহ, ৪।৩।৭

মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ ভাঃসত্যঃ তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা—বৃহ, ৫।৬।১

ঐ পরব্যোমের পরমাণু-নির্ম্মিত হৃদ্ব্যাকাশময় দেহের অণুত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে ব্রীহি ও যবের উপমা প্রযুক্ত হইল। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা—৩।১৪।৩

'অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সরিষার অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক-তণ্ডুলের অপেক্ষা অণু।' †

---

* উপনিষদের গুহা জার্ম্মান মিষ্টিকের 'Gamut'

† সেই জন্যই ইঁহাকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' 'বালাগ্রমাত্র' 'আরাগ্রমাত্র' বলা হয়—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি—কঠ ৪।১২

আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোপি দৃষ্টঃ—শ্বেত ৫।৮। আরাগ্য=সূচ্যগ্র (Needle's point)

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে—অথর্ব্বশিরঃ।

এ সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা, দ্যুলোকের অপেক্ষা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা বৃহৎ।

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবঃ জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ—ছা, ৩।১৪।৩

কারণ, এই প্রত্যাগাত্মাই ত' পরমাত্মা। সেই জন্য তিনি সকলেরই উপাস্য—

মধ্যে বামনমাসীনং সর্ব্বে দেবা উপাসতে—কঠ, ৫।৩

দেহরূপ রথে (শরীরং রথমেব চ—কঠ, ৩।৩) এই 'বামন'কে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না—

রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

চিন্মাত্র = চিদাকাশ

ছান্দোগ্য-উপনিষদের দহর-বিদ্যায় এই তত্ত্ব সুবিশদ করা হইয়াছে।

যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ। তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্—৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে একটি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশের যাহা অন্তঃস্থিত, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে।'

কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে যৎ অন্বেষ্টব্যম্? 'সেখানে কি বস্তু আছে যাহা অন্বেষ্টব্য?'

এই প্রশ্নের উত্তরে ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা—সেখানে সেই অপাপবিদ্ধ অন্তরাত্মার স্থান—যিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ—সেই "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যেমন বৃহৎ, এই

'অণুরেব আত্মা' ক্ষুদ্র দহরাকাশও তেমনি বৃহৎ। কারণ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্য্যাচন্দ্রমসা বুভৌ বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি, যৎ চাস্য ইহ অস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্—ছান্দোগ্য ৮।১।৩

'উভয় দ্যৌ ও পৃথিবী; অগ্নি ও বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র-নিচয়—বিশ্বে যে কিছু আছে, যে কিছু নাই—সমস্তই উহার অন্তঃস্থিত।'

নারায়ণ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকং
তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদুপাসিতব্যম্॥

"দেহরূপ পুরমধ্যে এক অতিক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকের অন্তরাকাশে যে শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ পরম দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিবে।" 'উপাসনা করিবে'—কেননা, ঐ অন্তরাত্মাই পরমাত্মা।

বৃহদারণ্যক এই কথাই আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—সেই অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়ে স্থিত পুরুষ—স এষ সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বম্ ইদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ (৫।৬।১) —'তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, যাহা কিছু আছে সকলেরই শাসক।'

মাণ্ডূক্য-উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়—

এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষঃ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য, প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—৬।

এখানে এষ = বিজ্ঞানাত্মা (Monad)

এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা Monad-এর পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অবশেষে বলিলেন—

—যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ × × য এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ—ন স সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্; এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণে এষাং লোকানাম্ অসংভেদায় —বৃহ, ৪।৪।২২

'সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ (Monad)—যিনি হার্দ্দাকাশে শয়িত, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি—সাধুকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি ভূতপতি, তিনি ভূতপাল, তিনি সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু।'

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য এই বিজ্ঞানাত্মা (চিন্ময়) পুরুষের বর্ণনা করিতে দুইটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ (তদ্ এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি) বলিলেন—ইনিই 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ।' ঋগ্বেদের সেই 'হংসঃ শুচিষৎ'—যিনি এব হি খলু আত্মা হংসঃ (মৈত্র, ৬।৮)—যিনি হংসো লেলায়তি বহিঃ—যিনি চরাচর সমস্ত লোকের প্রভু—বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ—(শ্বেত; ৩।১৮)

অর্থাৎ এই যে Monad-রূপী Individual Soul, it is in no respect different from Brahman but is very Brahman complete and entire.' পুনশ্চ Brahman is not in part only but undivided, completely and as a whole, present in that which I with true insight find within me as my own-self, my ego, my soul'. (Deussen)

কেন শরীর-গ্রহণ ?

এই 'হিরণ্ময়-একহংস' অশরীরী প্রত্যগাত্মা কেন শরীর গ্রহণ করেন ? ইহা দর্শন শাস্ত্রের অতি-প্রশ্ন, চরম সমস্যা। বিদেহী পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মারূপে কেন সদেহ হন ? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥—৩।১৮

দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা কার্য্যকরণোপাধিঃ সন্ হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়—শঙ্কর

'চরাচরলোকের প্রভু পরমাত্মা, দেহী (বিজ্ঞানাত্মা) হইয়া বিষয়-গ্রহণের জন্য চলিত হন।'

মৈত্র-উপনিষদের ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি—

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ।

যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলেন, এই দেহযোগের উদ্দেশ্য—স্বরূপোপলব্ধি (Self-realisation) *—স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ (যোগসূত্র, ২।২৩)।

এই প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য মনীষীর একটী সুচিন্তিত বাণী আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

The value of 'incarnation' is to isolate it and screen it from its pristine cosmic surroundings and enable it to develop individuality. ইহাকেই বলে 'Out of the Every-where into Here.'

---

* পুরুষস্য দর্শনার্থম্—সাংখ্যকারিকা। You must awaken to a knowledge of your real being.—Prof. James

এই যে কেন্দ্রীকরণ, এই যে ব্যক্তিত্ব-সাধন, এই যে স্বাতন্ত্র্যের পোষণ —ইহা শরীর-গ্রহণ ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, শরীর-গ্রহণের দ্বারাই জীব জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সংস্পর্শের ফলে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বহির্মুখ হইয়া ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত হয়। বাইবেলের ভাষায় 'He is sown in weakness in order to be raised in power'। এই জন্যই প্রকৃতির ক্ষেত্রে জীবরূপ বীজবপন—মম যোনি র্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ বীজং দধাম্যহম্ (গীতা)। ঐ বীজই ঋগ্বেদের 'প্রত্ন রেতঃ' (ancient seed), মনুর তাস্থ বীজমবাকিরৎ, ভাগবতের বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।

জীবের আবসথ (Environments)

উপনিষদে জীবের উপভোগ্য জগৎকে আবসথ বা লোক বলা হইয়াছে। এই লোক সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষা কি ?

মনীষী ফ্রেড্রিক্ ম্যায়ার তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ 'Human Personality'-তে অনেক আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'Man lives in three environments—the physical, the etherial and the met-etherial, that which is called the heaven world.'

অর্থাৎ জীবের ভোগ্য ভূমিকা তিনটি—স্থূল, সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন শিক্ষার অনুকূল। উপনিষদেও আমরা 'ত্রয়ঃ আবসথাঃ'র উল্লেখ পাই (ঐত, ১।৩)।* যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বলের প্রশ্নের

* ঐতরেয় এই তিন 'আবসথ'কে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিয়াছেন—তস্য (আত্মনঃ) ত্রয় আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—ননু জাগরিতং প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবং, স্বপ্ন এব। কথং ? পরমার্থ-স্বাত্মপ্রবোধাভাৎ, স্বপ্নবৎ অসদ্-বস্তু দর্শনাৎ চ।

উত্তরে এই তিন আবসথ বা environments-এর নাম দিয়াছেন—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক (বৃহ, ৩।১।৮)। অন্যত্র ইহাদিগকে পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক বলা হইয়াছে (বৃহ, ১।৫।১৬, ৫।১৪।১ ; ছান্দোগ্য, ৪।১৭।১)। অর্থাৎ জড়বাদীর অভিমত ইহলোকই জীবের সর্ব্বস্ব নহে—তাহার পক্ষে আরও উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর লোক আছে। বস্তুতঃ যাজ্ঞবল্ক্য ইহলোককে 'মৃত্যোঃ রূপাণি' বলিয়াছেন।*

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক মিলিয়া 'ত্রিলোকী'—ইহার পারিভাষিক নাম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। ইহাই গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতি—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি। স্বঃ বা স্বর্গলোক মায়ারের Met-etherial বা Heaven-world—উহার উপর মহর্লোক—যাহাকে প্রজাপতিলোক বলে—প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতির উপর ঐ মহঃ চতুর্থী ব্যাহৃতি।

ভূর্ভুবঃ স্ববরিতি বা এতাঃ তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসাম্ উ হ স্মৈতাং চতুর্থীম্ × × মহঃ ইতি—১।৪

মহঃ বা প্রজাপতিলোকের উপর ব্রহ্মলোক—উহাই ঊর্দ্ধতন লোক। সাধকের দেবযান-গতি বর্ণনা করিয়া কৌষীতকী বলিয়াছেন,

স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্—১।২।৩

যাজ্ঞবল্ক্যও জনকের নিকট ব্রহ্মানন্দের বিবরণ করিতে গিয়া পর পর

---

* অর্থাৎ 'Waking, like dreaming is a delusion, since it reflects for us a manifold universe. ইহার সহিত কবি শেলির উক্তি তুলনীয়—'Can Death be sleep when Life itself is dream ?'

† ইমং লোকম্ অতিক্রামতি মৃত্যোঃ রূপাণি—বৃহ, ৪.৩।৭।—ইহার সহিত খৃষ্টীয় সাধুর নিম্নোক্তি তুলনীয়—Oh wretched man that I am—who shall deliver me from this body of death ?

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও দেবলোকের উপরে প্রজাপতি-লোক ও সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

অথ যে শতম্ আজানদেবানাম্ আনন্দাঃ স একঃ প্রজাপতি-লোকে আনন্দঃ × × অথ যে শতং প্রজাপতি-লোকে আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোকে আনন্দঃ × × এষ এব পরম আনন্দঃ এষ ব্রহ্মলোকঃ —বৃহ, ৪।৩।৩৩

পরবর্ত্তী কালে এই ব্রহ্মলোকের তিনটি স্তর বা ভূমিকা উল্লিখিত হইত—ব্রাহ্মঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ। উহাদিগের নাম—জনঃ, তপঃ ও সত্যম্। অতএব ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্—মিলিয়া সপ্তলোক।

আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১।২।৩

সপ্ত ইমে লোকাঃ যেষু চরন্তি প্রাণাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৮

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।২৭-৮) ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি উক্ত সপ্ত-লোকের স্পষ্ট নাম নির্দ্দেশ আছে। ভূর্লোকই যাজ্ঞবল্ক্যের মনুষ্যলোক; তাঁহার পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোক মিলিয়া ভুবর্লোক; তাঁহার দেবলোকই স্বর্লোক; তাঁহার প্রজাপতিলোকই মহর্লোক; এবং জনঃ তপঃ ও সত্য-লোক তাঁহার ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক।

উপনিষদে আমরা পঞ্চভূতের উল্লেখ পাই—

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১।১

পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভুত এই যে পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—উক্ত পঞ্চলোক ঐ ঐ তত্ত্বের উপাদানে গঠিত। ভূর্লোকের উপাদান ক্ষিতিতত্ত্ব, ভুবর্লোকের উপাদান অপ্‌তত্ত্ব, স্বর্লোকের উপাদান তেজঃতত্ত্ব, মহর্লোকের উপাদান বায়ুতত্ত্ব এবং ব্রহ্মলোকের উপাদান

ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব। এই পাঁচটী লোক যখন জীবের লীলাক্ষেত্র, তখন প্রত্যেক লোকে বিহরণের উপযোগী জীবের শরীর থাকা আবশ্যক। কারণ, যে ভূমিতে যে যখন বিচরণ করিবে, তাহার উপযোগী যানবাহন নহিলে চলিবে কিরূপে? স্থলে চলিতে রথ হইলে চলে, কিন্তু জলে নৌকা চাই, আর অকাশে ভ্রমণ জন্য বেলুন বা ব্যোমযানের প্রয়োজন। এই জন্য দেহীকে (Monadকে) বহুবিধ শরীর রচনা করিতে হয়।*

জীবের বিবিধ শরীর

এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—৫।১২

'দেহী (প্রত্যগাত্মা) স্থূল সূক্ষ্ম বহু শরীর স্বগুণ দ্বারা রচনা করেন'। ঐ সকল শরীর আমাদের পরিচিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ।

উদ্ধৃত শ্লোকের 'বিবরণে' স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ লিখিয়াছেন—

স্থূলানি পার্থিবানি ভূর্লোকবর্ত্তীনি, ততঃ সূক্ষ্মাণি অপ্‌ময়ানি ভুবর্লোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি তৈজসানি স্বর্লোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি বায়বীয়ানি মহর্লোক-জনোলোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি শরীরাণি বিয়ন্ময়ানি তপঃসত্যলোকবর্ত্তীনি × × তৎতৎলোকবর্ত্তি-তৎতৎ-শরীরারম্ভে তৎতদ্‌ভূতপ্রাধান্যমেব উক্তম ইতি দ্রষ্টব্যম্। × × বহূনি অনেকানি অনেকরূপাণি শরীরাণি দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈঃ × × বৃণোতি সংভজতে।

অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা (Monad) কয়েকটি শরীর আশ্রয় করেন—

*The Soul of man has not one body but many bodies.

—C. W. Leadbeater.

ক্ষিতিতত্ত্বে রচিত ভূর্লোকের উপযোগী পার্থিব শরীর (অন্নময় কোশ), অপ্‌তত্ত্বে রচিত ভুবর্লোকের উপযোগী অপ্‌-ময় শরীর (প্রাণময় কোশ), তেজস্তত্ত্বে রচিত স্বর্লোকের উপযোগী তৈজস শরীর (মনোময় কোশ) বায়ুতত্ত্বে রচিত মহর্লোকের উপযোগী বায়বীয় শরীর (বিজ্ঞানময় কোশ) এবং আকাশতত্ত্বে রচিত ব্রহ্মলোকের উপযোগী আকাশীয় শরীর (আনন্দময় কোশ)।

ঐ ঐ শরীর প্রধানতঃ প্রাগুক্ত উপাদানে গঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ ক্ষিতিতত্ত্বে, প্রাণময় কোশ অপ্‌তত্ত্বে, মনোময় কোশ তেজস্তত্ত্বে, বিজ্ঞানময় কোশ বায়ুতত্ত্বে এবং আনন্দময় কোশ আকাশতত্ত্বে গঠিত। সুতরাং জীব অন্নময় কোশের বাহনে ভূর্লোকের সহিত, প্রাণময় কোশের বাহনে ভুবর্লোকের সহিত, মনোময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের সহিত, বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে মহর্লোকের সহিত এবং আনন্দময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ বিহরণ ও বিচরণের যান ঐ ঐ শরীর।

ত্রি-পুরুষ—বিবিধ আত্মা

এই পঞ্চকোশকে অন্যভাবে বিভক্ত করা যায়। অন্নময় কোশ জীবের স্থূল-শরীর, প্রাণময় ও মনোময় কোশ মিলিয়া জীবের সূক্ষ্ম-শরীর এবং বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ মিলিয়া জীবের কারণশরীর। এ ভাবে জীব 'ত্রি-শরীর'—তং বা এতং ত্রি-শরীরম্ আত্মানম্ (নৃসিংহ-উত্তর, ১ খণ্ড)। স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে যাজ্ঞবল্ক্য 'শারীর' আত্মা বলিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৩৫ ও ৪।২।৩)। সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার নাম 'তৈজস' আত্মা—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'প্রবিবিক্তাহারতর'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—

তস্মাৎ এষ প্রবিবিক্তাহারতর ইব এব ভবতি অস্মাৎ শারীরাৎ আত্মনঃ—বৃহ, ৪।২।৩

—এবং কারণ-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার যাজ্ঞবল্ক্য নাম দিয়াছেন 'প্রাজ্ঞ' আত্মা।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ—বৃহ, ৪।৩।২১ ও ৩৫

এই 'প্রাজ্ঞ' আত্মাকে ছান্দোগ্য 'উত্তম পুরুষ' বলিয়াছেন—স উত্তমঃ পুরুষ (৮।১২।৩)। অর্থাৎ শারীর আত্মা অধম পুরুষ, তাহার তুলনায় তৈজস আত্মা মধ্যম পুরুষ ; কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই 'উত্তম' পুরুষ। কারণ, ঐ প্রাজ্ঞ আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্য-সংযুক্ত। সেইজন্য প্রশ্ন-উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

স (বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ) পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে

—প্রশ্ন, ৪।১

'বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ সেই অক্ষর পরমাত্মা (যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে 'তৎ অক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহার প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ) সেই পরমাত্মায় সংপ্রতিষ্ঠিত।'

পাশ্চাত্য পরিভাষায়, এই শারীর আত্মা = the corporeal soul of the Materialist,

এই তৈজস আত্মা = the individual soul of the Realist,

এবং এই প্রাজ্ঞ আত্মা = the Supreme soul of the Idealist, কারণ, একটু নিবিষ্টভাবে দেখিলে এই প্রাজ্ঞ আত্মা প্রত্যগাত্মার অতি সন্নিকট—প্রায় অভিন্ন।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীবের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির আলোচনায় একথা আরও বিশদ হইবে। এখানে আমাদের লক্ষ্যের

বিষয় এই যে, ছান্দোগ্য-উপনিষদে রক্ষিত ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদেও ঐ ত্রিবিধ আত্মার বিবরণ এই ভাবেই প্রস্ফুট হইয়াছে।

একদা দেবগণের প্রতিনিধি রূপে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া শিষ্যভাবে প্রজাপতির সমীপে গিয়া প্রশ্ন করিলেন—'শুনিয়াছি, অপহতপাপ্মা বি-জর বি-মৃত্যু বি-শোক ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন সত্যকাম সত্যসংকল্প যে আত্মা, স অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—তাহার অন্বেষণ, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ঐ আত্মা কে ?' (ছান্দোগ্য, ৮।৭-১২)। প্রজাপতি বলিলেন 'স এষঃ অক্ষিণি পুরুষ দৃশ্যতে এষ আত্মা—চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয় *, জলে বা দর্পণে যাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়—সে-ই আত্মা।' বিরোচন জড়বাদীর (Materialist) এই উত্তরেই তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ অসুরপ্রকৃতি লোকের ইহাই অভিমত আত্মা—'দেহমাত্রমেব আত্মা'—আসুরো বতেতি অসুরাণাম্ হ্যেষা উপনিষৎ (বৃহ, ৮।৮।৫) (It is the gospel of demoniac men)। ইন্দ্র কিন্তু এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না—অথ হ ইন্দ্রঃ এতৎ ভয়ং দদর্শ। তিনি ভাবিলেন—'এই যদি আত্মা, তবে ত' দেহ ব্যাধিত হইলে এ আত্মা ব্যাহত হয়, অন্ধ হইলে অন্ধ হয়, ছিন্ন হইলে ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয়—নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।' তিনি প্রজাপতিকে আবার প্রশ্ন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন 'বেসক', ঠিক্ বটে—তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। 'আত্মা সে, যে স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি—স্বপ্নে মহিমা অনুভব করে।' ইহাই Realist-এর উত্তর। ইন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, এ উত্তরও পর্য্যাপ্ত নহে—কারণ,

---

* সেই জন্য ইহার নাম 'চাক্ষুষ'। যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে (বৃহ, ৪।৪।১, ছা ৮।১২)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—ইন্ধো হ বৈ নাম এষ যোঽয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ (বৃহ, ৪।২।২)

স্বাপ্ন আত্মাও দুঃখভোগ করে, শোকমোহের অধীন হয়। অতএব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি। তিনি প্রজাপতিকে আবার প্রশ্ন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, খুব ঠিক্, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। 'আত্মা তিনি যিনি স্বপ্নাতীত, সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি'। ইহাই Idealist-এর উত্তর। কারণ, ঐ অবস্থায় 'There is no duality, no subject and no object'—ঐ অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর ভেদ স্তম্ভিত হইয়া অদ্বৈতের অনুভূতি হয়।

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন

আমাদের আলোচ্য চিন্মাত্র বা প্রত্যগাত্মা সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে। যিনি প্রত্যগাত্মা, তিনি নিরঞ্জন—নিরবদ্যং নিরঞ্জনং (শ্বেত, ৬।১৯); তিনি অপহত-পাপ্মা (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১)। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ (বৃহ, ৪।৪।২২)—তিনি সাধু কর্ম্ম দ্বারা উপচিত কিংবা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা অপচিত হন না।

সেই 'নিরঞ্জন', দেহ-রূপ-পুরবাসী হইয়া 'পুরঞ্জন' হইয়া পড়েন। তখন পুণ্যপাপ, প্রিয়াপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে।

দৃষ্ট্বা চ পুণ্যং চ পাপং চ—বৃহ, ৪।৩।১৬

শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

এ সমস্তই দেহযোগের ফল—দেহযোগাদ্ বা সোপি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬*

---

* Life like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.—Shelly.

আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্ × × অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

কস্মাৎ পুনঃ জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সন্ তিরস্কৃত-জ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? (পরমাত্মার অংশ জীব—তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয় কিরূপে?) সোঽপিতু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-বিষয়বেদনাদিযোগাৎ ভবতি—জীবের ঐ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-তিরোভাবের হেতু দেহযোগ—দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-বিষয়বেদনাদির যোগ।'

অর্থাৎ মোহাৎ অনীশতাংপ্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি—পঞ্চদশী

পাঠক! ১।১৬৪।২০ ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন উপমান স্মরণ করুন—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে—'এক বৃক্ষে দুটি পক্ষী—দোঁহার একজন দ্রষ্টা, একজন ভোক্তা—

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি

অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি—মুণ্ডক ৩।১।১

এ উপমা ঐ তত্ত্বই বিশদ করিতেছে। এই নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়াই শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ—শ্বেত, ১।৯

'একজন প্রাজ্ঞ, একজন অজ্ঞ—একজন ঈশ, একজন অনীশ।'

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ

অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥—মুণ্ডক, ৩।১।২

ইহাকেই বলিতে পারা যায়—উপাধির উৎপাত—এই উপাধি-জন্যই জীবের শোকমোহ।

তথাপি নিরঞ্জন পুরঞ্জনের নিত্য সখা, সত্য সখা—'সযুজা সখায়া'—উভয়ের মধ্যে শাশ্বত সংযোগ। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য পুনঃ পুনঃ

বলিয়াছেন—অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ (বৃহ, ৪।৩।১৫, ২২)। সেই অসঙ্গ পুরুষ অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন (বৃহ, ৪।৩।২২) —তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত—অসঙ্গ, নির্লেপ।

সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেত, ৬।১১

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ—কঠ, ৫।১১

শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে—গীতা, ৩।৩২

এবম্ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপহিতে জীবাখ্যে অংশে দুঃখায়মানেঽপি ন তদ্বান্ ঈশ্বরো দুঃখায়তে—শঙ্কর

অর্থাৎ Our own metaphysical I, our divine self, persists in untarnished purity, through all the aberrations of human nature, eternal, blessed. —(Deussen)

সেইজন্য সকল বালাই-এর মূল যে শরীর, (উপনিষদ্ বলেন) সেই শরীর হইতে বিবিক্ত হওয়াই ('Spirit casting off its dust') জীবের পরমার্থ—চরম সার্থকতা।

এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪, ৮।১২।৩

অতএব উপনিষদে বিবৃত আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতে আমরা জানিলাম যে, সর্ব্বোপরি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, যিনি চিদাকাশ, যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Absolute বা God। তারপর তদংশ (Divine fragment) প্রত্যগাত্মা,—যিনি চিন্মাত্র, চিৎকণ, কূটস্থ, অক্ষর (কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে—গীতা), নির্বিকার নিরঞ্জন—যিনি গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ—পরব্যোমের পরমাণু বা হৃদাকাশময় দেহ (ব্রহ্মকোশ) যাঁহার উপাধি—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Monad। তারপর ঐ চিন্মাত্রের

আভা বা কিরণ (Radiation)—বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের সমবায় যে কারণ-শরীর (যাহা কল্পান্তস্থায়ী), ঐ শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহাকে জীবাত্মা বলে—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Ego বা Individuality। এবং সর্ব্বশেষে ঐ জীবাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব (Reflection)—মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশরূপ যে ত্রিতয় (Triad)—যাহা জন্মে জন্মে জীববৃক্ষে নবপল্লবিত হয়—ঐ ত্রিতয়ে প্রতিফলিত চিংছায়া—যাহাকে 'ভূতাত্মা' বলা হয়—যাহার নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাহার নাম দিয়াছেন অনাত্মা—যাহা পাশ্চাত্য দর্শনের Personality বা Animal Soul।*

এই ভূতাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

আভাস এব চ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫০

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

'জলে যেমন সূর্য্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব ইহাও তদ্রূপ।'

এই প্রতিবিম্ব বা Reflection সম্বন্ধে (যথৈবা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্ এতদ্ আয়তম্—প্রশ্ন ৩।৩) স্বামী শুভরাও কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য।

Suppose, for instance, we compare the Logos itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror, say upon a polished metallic

---

*The group of *temporary* lower vehicles which a soul assumes when he descends into incarnation.—C. W. Leadbeater.

এই temporary lower vehiclesই বেদান্তের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ। অথ যো বাব শরীরম্ ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্ (মৈত্র, ৩।২)।

plate, and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have 'three' images, one being clearer than the other and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to Karana Sharira, the metallic plate to the astral body and the wall to the physical body. In each case a definite bimbam is formed and that bimbam or reflected image is for the time being considered as the self. The bimbam formed in the astral body, gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body ; the bimbam formed in the Karana Sharira, gives rise to the most prominent from of individuality that man possesses. —Notes on the Bhagabat Gita p 19.

উদ্ধৃত বচনে শুভরাও যে উপমানের প্রয়োগ করিলেন, তদ্দ্বারা উপনিষদের অনুমোদিত ত্রি-পুরুষতত্ত্ব বেশ সুবিশদ হইল।

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদের অবশিষ্ট কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে বিবৃত করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের স্থান ও বিরাম

প্রথম অধ্যায়ে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদের যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পরমাত্মা (ব্রহ্ম) অংশী —আর প্রত্যগাত্মা (Monad) তাঁহার অংশ—পরমাত্মা চিদাকাশ, প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

এই অংশ (চিৎকণ প্রত্যগাত্মা) চিদ্‌ঘন পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যাবহারিক ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য দহরকোশরূপ 'হৃদাকাশময়' দেহ গ্রহণ করতঃ 'দেহী' হন।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ—শ্বেত, ৩।১৮

দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা, হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়—শঙ্কর

আমরা আরও দেখিয়াছি, চিন্মাত্র 'দেহী' জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহ ব্যঞ্জিত করিবার জন্য ত্রিবিধ শরীর গ্রহণ করেন। তখন (বেদান্ত-পরিভাষায়) তাঁহার নাম হয়—প্রাজ্ঞ আত্মা, তৈজস আত্মা ও শারীর আত্মা। স্থূলভুক্ স্থূল-

শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'শারীর', সূক্ষ্মভুক্ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'তৈজস', এবং আনন্দভুক্ কারণশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'প্রাজ্ঞ'।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

অতএব এ সম্পর্কে শরীরই মূলাধার।

মৃত্যু ও উৎক্রান্তি

'শরীর' অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। শরীর জীর্ণ হইলে জীব কি করে? বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় (গীতা)—জীব জীর্ণ বাসের মত সেই জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে। এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

স যত্রায়ম্ অণিমানং ন্যেতি জরয়া বা উপতপতা বা অণিমানং নিগচ্ছতি, তদ্ যথা আম্রং বা উডুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'এই শরীর যখন জরাবশতঃ শীর্ণ হয় বা ব্যাধি জন্য জীর্ণ হয়, তখন (পক্ব) আম্র বা ডুমুর বা অশ্বত্থ ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (জীব) এই সমুদায় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হয়, এবং 'ভারাক্রান্ত শকট যেমন সশব্দে গমন করে, তেমনি "শারীর আত্মা" ঊর্দ্ধশ্বাসী হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে।'

তদ্ যথা অনঃ সুসমাহিতম্ উৎসর্জৎ যায়াৎ, এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি, যত্রৈতদ্ ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩৫

ইহাকেই বলে মৃত্যু।—কিন্তু দেহই মরে, দেহী (জীব) মরে না—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে। 'All of me does not die'.

জীব দেহ ছাড়িয়া গেলে, জীবাপেত শরীর স্ফীত হইয়া, আধ্মাত (inflated) হইয়া সাপের খোলসের মত পড়িয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়, স উচ্ছ্বয়তি অধ্মায়তি আধ্মাতো মৃতঃ শেতে—বৃহ, ২।৩।১১

তদ্ যথা অহি-নির্ব্বয়ণী (সর্প-নির্মোক) বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতে—বৃহ, ৪।৪।৭

কিন্তু জীব ? অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব (বৃহ, ৪।৪।৭)—তিনি যে অমৃত, তিনি প্রাণ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি তেজঃ —তিনি তো শরীর নহেন ।

মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়শক্তির কি অবস্থা ঘটে ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, তাহারা এতদিন বহির্মুখ ছিল, এখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ হয়— স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে—বৃহ, ৪।৪।১

'তখন চাক্ষুষ আত্মা যেন সংমোহ প্রাপ্ত হয় এবং এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়শক্তি) তাহার অভিমুখে সমাগত হইয়া হৃদয়ে সম্ভৃত হয়।'

স যত্রায়ম্ আত্মা অবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেতি, অথ এনম্ ইমে প্রাণা অভিসমায়ন্তি। স এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেব অন্ববক্রামতি—বৃহ, ৪।৪।১ *

সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া যায়।

একীভবতি ন পশ্যতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ, একী-

---

* আর্ত্তভাগের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলিয়াছেন—যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উৎ অস্মাৎ প্রাণা ক্রামন্তি আহো নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—বৃহ, ৩।২।১১। কারণ, প্রাণ-সমূহ যখন পুরুষে সমবেত হয়, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র উৎক্রমণ হইবে কিরূপে ?

ভবতি ন শৃণোতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ—বৃহ, ৪।৪।২

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মার সহিত একীভূত হওয়ায়, দর্শন শ্রবণ স্পর্শন বচন স্বাদন ঘ্রাণন মনন বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারই স্থগিত হইয়া যায়।

কৌষীতকী-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,

যত্রৈতৎ পুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্ অবল্যং ন্যেত্য মোহং ন্যেতি, তদাহুঃ উদক্রমীৎ চিত্তং, ন পশ্যতি, ন শৃণোতি, ন বাচা বদতি। অথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি ; তদা এনং বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি ইত্যাদি—৩।৩-৪

এ ঘটনা আমাদের সুপরিচিত, কারণ প্রতি রাত্রে নিদ্রাকালে এইরূপই ঘটে ; তখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মায় উপসংহৃত হয়।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তঃ অভূৎ, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় * * তানি যদা গৃহ্লাতি অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম। তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি, গৃহীতা বাক্, গৃহীতং চক্ষুঃ, গৃহীতং শ্রোত্রং, গৃহীতং মনঃ—বৃহ, ২।১।১৭

অর্থাৎ নিদ্রার সময়, বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞান দ্বারা প্রাণ-সমূহের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। তখন ঘ্রাণ গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মনঃ গৃহীত হয়।

ছান্দোগ্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা স্বপিতি, প্রাণমেব বাক্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ ; প্রাণো হ্যেব এতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে—৪।৩।৩

ইহা সুপ্তির বর্ণনা। জাগ্রত হইলে কি হয় ?

স যদা প্রতিবুধ্যতে অস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিতিষ্ঠন্তে
—কৌষীতকী, ৩।৩

—'তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিসকল স্ব-স্ব আয়তনে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়'। বৃহদারণ্যক এই কথাই বলিয়াছেন—অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

কিন্তু আমরা মৃত্যুর কথা বলিতেছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, রাজার প্রত্যাগমনের কালে সূত, গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি যেমন তাঁহার চৌদিকে সমবেত হয়, তেমনি অন্তকালে ইন্দ্রিয়শক্তি (প্রাণসমূহ) আত্মাতে সম্ভৃত হয়।

তদ্ যথা রাজানং প্রযিষাসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি, এবমেব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভি-সমায়ন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩৮

তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয় এবং সেই দীপ্তিতে আত্মা শরীর হইতে চক্ষুঃদ্বারে, মূর্দ্ধাদ্বারে, বা অন্য দ্বারে উৎক্রমণ করেন। ইহাকেই বলে 'উৎক্রান্তি।*

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রমতি, চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৪।২

বলা বাহুল্য, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, দেহের নাশে দেহীর নাশ হয় না।

উৎক্রান্ত জীবের সঙ্গে কি গমন করে? তম্ উৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি * * তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ (বৃহ, ৪।৪।২)—'উৎক্রান্ত জীবের অনুগমন করে তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি (যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশিত ছিল) আর অর্জ্জিত বিদ্যা ও কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা'। পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থে ইহজন্মে সঞ্চিত সংস্কার বা 'বাসনা'

* স যাবৎ অস্মাৎ শরীরাৎ অনুৎক্রান্তো ভবতি; তাবৎ জানাতি—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৪

(traces, vestiges)—বুদ্ধদেব যাহাকে 'সঙ্খার' বলিয়াছেন—'অনেক জাতি সঙ্খারং (জন্মেজন্মে সঞ্চিত সংস্কার)'। সাংখ্য-মত ইহার অনুবর্ত্তী।

তথা অশেষসংস্কারাধারত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৪২

ঐ অশেষ সংস্কারের আধার বলিয়াই জীবের চিত্ত Tabula Rasa নহে; উহা 'অসংখ্যেয় বাসনাভিঃ চিত্রম্' (যোগসূত্র, ৪।২৩)।

সংস্কার ছাড়া আর কি সঙ্গে যায়? বিদ্যা-কর্ম্মণী। বিদ্যা অর্থে ইহজন্মে উপার্জ্জিত জ্ঞান (Knowledge) আর কর্ম্ম = Work।

এই কর্ম্মের উপর যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষ 'ঝোঁক' দিয়াছেন। আর্ত্তভাগ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—মৃত পুরুষ কোথায় থাকে?—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'হে সোম্য! সজনে ইহা আলোচ্য নহে—উঠিয়া আইস, নির্জ্জনে আলাপ করিব।'

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে, তৌ হ যদ্ উচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদ্ উচতুঃ, অথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ—বৃহ, ৩।২।১৩

'তাঁহারা নিভৃতে যে আলাপ করিলেন, তাহা 'কর্ম্ম' সম্বন্ধে, তাঁহারা যাহার প্রশংসা করিলেন তাহা 'কর্ম্মের'ই।'

এ কর্ম্ম কেবল চেষ্টনা (Action) মাত্র নহে—ভাবনা (Thought), কামনা (Desire); ও চেষ্টনা (Action) সমস্তই। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন,

অথো খলু আহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতু র্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদ্ অভিসম্পদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'পুরুষকে "কামময়" বলে। সে যেমন কামনাযুক্ত হয়, সেইমত

তাহার ভাবনা (ক্রতু) হয়; সে যেমন ভাবনাযুক্ত হয়, সেইমত কর্ম্ম করে। সে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার অনুরূপ ফল পায়।'

কারণ, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩ —'লোকে পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ হয় এবং পাপ কর্ম্মের ফলে পাপী হয়।'

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যে প্রকার কার্য্য করে, আচরণ করে, সে সেই প্রকার হয়; সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়; পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপকর্ম্মের ফলে পাপী হয়।'

সুকৃত দুষ্কৃতের ইহাই সাধারণ ফল—As you sow, so verily shall you reap।

জীবের পরলোকগতি

ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া জীব পরলোক গমন করে; সেখানে 'আবসতে'র (environment)-অনুযায়ী, তাহার নবতর কল্যাণতর রূপ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন—

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ জোঁক যেমন একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেইমত এই আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া, অচেতন করাইয়া, অন্য দেহ গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত এই আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী, কিম্বা অন্যলোকের উপযোগী শরীর।'

উৎক্রান্তির পর জীব এই যে উচ্চাবচ ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করতঃ সেই সেই লোকের উপযোগী রূপ গ্রহণ করে, সেই তারতম্যের হেতু কি? হেতু 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ (কঠ, ৫।৭)—যাহার যেমন কর্ম্ম, যাহার যেমন বিদ্যা, এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্ (কৌষী, ১।২)। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'বিদ্যাকর্ম্মণী পূর্ব্বপ্রজ্ঞাচ'।

এই তারতম্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র সাধারণভাবে বলিয়াছেন—কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ। ইহারই উপর পিতৃযান ও দেবযানের ভেদ প্রতিষ্ঠিত (গীতা যাহাকে কৃষ্ণ ও শুক্লা গতি বলিয়াছেন এবং যাহার সবিশেষ বিবরণ বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে)। কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যাহার যেমন অধিকার, তাহার সেইরূপ গতি হয়। যে নিম্নলোকের অধিকারী—যাহাকে অধঃত্রিলোকী বলা হয় (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ)—সে নিম্নলোকে যায়—আর যে উচ্চলোকের অধিকারী—যাহাকে ঊর্দ্ধত্রিলোকী বলা হয় (মহর্লোক, প্রজাপতিলোক, ও ব্রহ্মলোক) সে উচ্চলোকে যায়। সেইজন্য কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ ও বিদ্যয়া

দেবলোকঃ।—আর যিনি উচ্চতম অধিকারী—মুণ্ডক যাঁহাকে 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিয়ম—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্
তং তং লোকং জয়তে তান্ চ কামান্।—মুণ্ডক ৩।১।১০

জীবের জন্মান্তর

এই সকল লোকে জীবের স্থিতি কি চিরস্থায়ী? যাজ্ঞবল্ক্য Eternal Heaven বা Hell স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥—বৃহ, ৪।৪।৬

'ইহলোকে-কৃত কর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হইলে, জীব পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আইসে—'কর্ম্মণে'—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য।' এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

এবমেবায়ং পুরুষঃ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতি-যোনি আদ্রবতি প্রাণায়—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'জীব এই দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া (পরলোকে ফলভোগের পর) বিলোম গতিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আইসে 'প্রাণায়'—নূতন প্রাণলাভ করিবার নিমিত্ত।' ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা (৫।১০।৫) অর্থাৎ জীবের তাবৎ পরলোকে স্থিতি, যাবৎ না কর্ম্মের ক্ষয় হয়—তারপর জন্মান্তর। কিন্তু (যাজ্ঞবল্ক্য বলেন) এ সমস্ত সকাম ব্যক্তির পক্ষে—ইতি নু কাময়মানঃ (৪।৪।৬); পরন্তু যিনি নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

যিনি পরমাত্মার সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি কিসের ইচ্ছায় কোন্ বাসনায় এই শরীরে সন্তপ্ত হইবেন?

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শেষ কথা জীবের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিবরণ। ঐ বিবরণ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ আরও উজ্জ্বল হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এই তিন অবস্থাকে অন্ত বা স্থান বলিয়াছেন।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ—ইদং চ পরলোকস্থানং চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি ইদং চ পরলোকস্থানং চ—বৃহ, ৪।৩।৯

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি—কঠ, ২।৪

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা আমাদের সুপরিচিত। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ইহাকে Brain Consciousness বলে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সহযোগে শব্দাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ হয়। 'সর্ব্বসার'-উপনিষদ্ ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

মন-আদি চতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈঃ আদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মানো জাগরণম্। That is, when it enjoys the world of 'material objects'.

কৈবল্য উপনিষদের ভাষায়,

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা, শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।

স্ত্রী-অন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥—১২।

'জীব মায়ামোহিত হইয়া শরীর গ্রহণ করতঃ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং জাগ্রৎ অবস্থায় স্ত্রী-অন্ন-পানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে।'

এ অবস্থায় জীব 'প্রবুদ্ধ' থাকে—সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্যের পরিভাষায় ইহার নাম 'বুদ্ধান্ত'। স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩।১৭। মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্ ইহাকে 'জাগরিত-স্থান' বলিয়াছেন—জাগরিত-স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ * * স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবের সংজ্ঞা 'বৈশ্বানর,' যেহেতু বিশ্ব নরের স্থূলভোগ অভিন্ন ('Perhaps because all men in their waking hours have a world in comman')।

জীবের স্বপ্নাবস্থা

জীব সুপ্ত হইলে, জাগরণের সময়ে অনুভূত ইহলোক অতিক্রম করে।

স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্ অতিক্রামতি—বৃহ, ৪।৩।৭

এই অবস্থা যাজ্ঞবল্ক্যের স্বপ্নান্ত বা স্বপ্নস্থান। জীব বুদ্ধান্ত হইতে স্বপ্নান্তে এবং স্বপ্নান্ত হইতে বুদ্ধান্তে সঞ্চরণ করে—জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নাবস্থায় এবং স্বপ্ন হইতে জাগ্রৎ-অবস্থায় গতাগতি করে—alternates between waking and dreaming।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব। * * * স বা

এষ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নান্তায় এব—বৃহ ৪।৩।১৬, ১৭

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যে জীবের এই গতি ও আগতি যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসংচরতি পূর্ব্বং চ অপরং চ, এবমেবায়ং পুরুষ এতৌ উভৌ অন্তৌ অনুসংচরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ
—বৃহ, ৪।৩।১৮

'মহামৎস্য যেমন নদীর ঐ পার ও এই পার উভয় পারেই সংচরণ করে, তেমনি এই পুরুষ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত এই উভয় স্থানে বিচরণ করে।'

সর্ব্বসার-উপনিষৎ স্বপ্নাবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন

তদ্বাসনাসহিতৈঃ চতুঃকরণৈঃ (অর্থাৎ মনঃ বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার দ্বারা) শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন্ যদা উপলভতে, তদ্ আত্মনঃ স্বপ্নম্। 'যে অবস্থায় স্থূল-ইন্দ্রিয় ব্যতীত তাহাদিগের 'বাসনা' (সংস্কার) মাত্র গ্রহণ করিয়া* জীব, মনঃ বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের অভাবেও বাসনাময় শব্দাদি উপভোগ করে, তাহাই জীবের স্বপ্নাবস্থা।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই মনোজ্ঞতর ভাষায় বলিয়াছেন—

ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্র আনন্দা মুদঃ প্রমুদঃ ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ

---

* স্বপ্নের সময় স্থূল দশেন্দ্রিয় মনে একীভূত হয়। তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনসি একীভবতি। সেই জন্য নিদ্রাবস্থায় তাহাদের ব্যাপার স্তম্ভিত থাকে। তেন তর্হি এষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে—স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে—প্রশ্ন, ৪।২

প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে। স হি কর্ত্তা।—বৃহ, ৪।৩। ১০

'সে অবস্থায় রথ নাই, রথের বাহন নাই, পথ নাই—অথচ জীব রথ, রথের বাহন, পথ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় আনন্দ মোদ প্রমোদ কিছুই নাই—অথচ জীব আনন্দ মোদ প্রমোদ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় তড়াগ পুষ্করিণী নদী কিছুই নাই—অথচ জীব তড়াগ পুষ্করিণী নদী সৃষ্টি করে। তিনিই কারক (কর্ত্তা)।'

এই সমুদায়ই বাসনার সৃষ্টি, কামনার রচনা। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ—কঠ, ৫।৮

স তত্র পর্য্যেতি—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩

'সে সেখানে যথেচ্ছ বিহরণ করে—ভোজন করে, রমণ করে—স্ত্রীদিগের সহিত, যানের সহিত, জ্ঞাতিদিগের সহিত—শরীররূপ উপসর্গের কথা বিস্মৃত হইয়া।'

ছান্দোগ্যের এ উক্তি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচম্ ঈয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো
জক্ষদ্ উতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্॥—বৃহ, ৪।৩।১৩

'স্বপ্নাবস্থায় এই দেব (জীব) 'উচ্চাবচ'* প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রূপ সৃষ্টি করে—কখন রমণীর সহিত আমোদ করে, কখন ভোজন করে,

---

* এই উচ্চাবচের কথা (অবচ=নিম্ন বা অধঃ)—আমরা অন্যত্রও শুনিতে পাই :—স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাঃ। তদুতেব মহারাজো ভবতি উতেব মহাব্রাহ্মণ উতেব উচ্চাবচং নিগচ্ছতি।—বৃহ, ২।১।১৮

কখন বা ভয় দর্শন করে।' এই ভয় দর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি
—বৃহ, ৪।৩।২০

'স্বপ্নে জীব মনে করে, যেন কেহ তাহাকে হত্যা করিতেছে, যেন বন্দী করিতেছে, যেন হস্তী তাহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে, যেন সে গর্ত্তে পতিত হইতেছে।' ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

ঘ্নন্তি ত্বিব এনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতীব—৮।১০।২

'যেন কে হত্যা করে, জীব যেন বিক্রুত হয়, যেন অপ্রিয়ভোগী হয়, যেন রোদন করে।'

এই 'ইব' (যেন—As it were) লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ স্বপ্ন মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র—যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ (গৌড়পাদ)। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলিয়াছেন :—
তথা বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, বিদ্রাবয়ন্তি ইব, তথা চ পুত্ত্রাদিমরণনিমিত্তং অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি। অপি চ স্বয়মপি রোদিতি ইব। নন্থ অপ্রিয়ং বেত্তি এব কথং বেত্তা ইব ইতি? উচ্যতে নাস্তাভয়ত্ব-বচনানুপপত্তেঃ 'ধ্যায়তি ইব' ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।

শঙ্কর এ স্থলে শ্রুতি বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধৃত করিলেন—'ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব'—'যেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে।'

অনেক সময় স্বপ্ন জাগ্রতেরই ছায়া মাত্র—যদেব জাগ্রদ্ ভয়ং পশ্যতি, তদ্ অত্র অবিদ্যয়া মন্যতে—বৃহ, ৪।৩।২০

অথো খলু আহুঃ জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি—যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইতি (বৃহ, ৪।৩।১৪)—'কেহ কেহ বলেন,

এই (স্বপ্নদেশ) জাগরিতদেশই। (জীব) জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই দেখে।'

কিন্তু আবার অনেক সময় স্বপ্নে জাগ্রৎ অবস্থায় অননুভূত বিষয়েরও অনুভূতি হয়।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টম্ অনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থম্ অনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি। দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ অশ্রুতং চ, অনুভূতং চ অননুভূতং চ, সৎ চ অসৎ চ, সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি—প্রশ্ন, ৪।৬

'এই অবস্থায় সেই দেব (জীব) মহিমা (বৈচিত্র্য) অনুভব করে। পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় আবার দর্শন করে, পূর্ব্বশ্রুত বিষয় আবার শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে অনুভূত বিষয় আবার অনুভব করে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ—সমস্ত হইয়া সমস্ত দর্শন করে।'

স্বপ্নাবস্থায় জীব কোথায় অবস্থান করে? কখনও ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া শরীরের অভ্যন্তরে বিচরণ করে—

স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেত এবমেব এষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে—বৃহ, ২।১।১৮

আবার কখন বা সূক্ষ্ম উপাধির সহযোগে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে কামনার বস্তু, সেখানে উপনীত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রসঙ্গে বলেন—তং নায়তং বোধয়েৎ 'সুপ্তকে সহসা প্রবুদ্ধ করা উচিত নয়'। কেন? 'দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যম্ এষ ন প্রতিপদ্যতে (৪।৩।১৪) —কারণ, (ঐ রূপ করিলে) জীব যদি দেহে ঠিক্ প্রত্যাগমন করিতে না পারে, তবে দুশ্চিকিৎস্য হয়।'

পুনশ্চ. প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ং
বহিঃ কুলায়াদ্ অমৃতঃ চরিত্বা।
স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামং
হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥—বৃহ, ৪।৩।১২

'সেই অমৃত (জীব) এই অবর কুলায় (শরীররূপ নীড়কে) প্রাণের দ্বারা রক্ষা করতঃ নিজ কুলায়ের বহির্দ্দেশে গমন করিয়া যেখানে কামনার বস্তু, সেই হিরণ্ময় পুরুষ একহংস সেখানে বিচরণ করেন।'

'প্রাণের রক্ষন্ অবরং কুলায়ম্'* —সেই জন্য 'কানি অস্মিন্ জাগ্রতি? সুপ্তির সময় কে জাগরিত থাকে?' ইহার উত্তরে উপনিষদ্ বলিয়াছেন 'প্রাণাগ্নয় এব অস্মিন্ পুরে জাগ্রতি—প্রশ্ন, ৩।৪—এই পুরে প্রাণাগ্নিরাই জাগ্রৎ থাকে।'

এই স্বপ্নাবস্থ জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডূক্য বলিতেছেন—

স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ * * * প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

স্বপ্নাবস্থায় জীবের সংজ্ঞা 'তৈজস' কেন? বোধ হয় স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষের যে তেজঃ (স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা—বৃহ, ৪।৩।৯), সেই তেজঃ দ্বারা উজ্জ্বলিত হয় বলিয়া।

পাশ্চাত্য New Psychology-র (মনোবিজ্ঞানের অভিনব ধারার) সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা দেখিবেন, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে—বিশেষতঃ নিদ্রা ও স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদিগের নবীনতর সিদ্ধান্তের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে।†

---

* এই প্রাণ Vitalist দিগের Life Force বা জীবন শক্তি। অধ্যাপক হ্যারিস্ স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই জীবনশক্তি—Physical Forces বা ভৌতিকশক্তি হইতে ভিন্ন জাতীয়।

† এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অধুনা আবিষ্কৃত Subliminal Co-

জীবের সুষুপ্তি অবস্থা

জীবের সুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন তাহাকে সুষুপ্তি বলে। সে অবস্থায় কি হয়? অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, তদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯

'যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, তখন কোন কিছু জানে না।' এই অবস্থার বর্ণন করিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

তদ্ যথা অস্মিন্ আকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায় এব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি

—বৃহ, ৪।৩।১৯

'যেমন শ্যেন বা বাজপক্ষী ঐ আকাশে বিহরণের পর শ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় সংকুচিত করতঃ নিজ নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, তেমনই এই পুরুষ সেই অন্তের প্রতি ধাবিত হন, সেখানে সুপ্ত হইয়া কোনও কামনা করেন না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করেন না।'

সর্ব্বসার-উপনিষদে ঐ অবস্থার বর্ণনা এইরূপ—

চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্ বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্ নোপলভতে

---

sciousnessকে সবিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। Each of us is only a partial incarnation of a larger self × × Besides the consciousness of the ordinary field (অর্থাৎ Brain consciousness) there is a consciousness existing beyond the field—that is extra-marjinally and outside of the primary consciousness * * There are uprushes into the ordinary consciousness of energies originating in the subliminal parts of the mind. See James's Varieties of Religious Experiences pp 233 & 234

তদ্ আত্মনঃ সুষুপ্তম্। 'যখন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের উপরমের (quiescence) ফলে, বিশেষবিজ্ঞানের অভাববশতঃ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি হয় না—তাহাই আত্মার সুষুপ্তি।'

এই সুষুপ্তি-অবস্থাস্থিত জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডূক্য বলিয়াছেন—

সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সুষুপ্তি আবস্থায় জীব বিষয়-বিগমে একীভূত হয়—তখন তাহার সংজ্ঞা 'প্রাজ্ঞ', যেহেতু সে তখন প্রজ্ঞানঘন, বিপশ্চিৎ † (all-knowing)।

অতএব জীবের তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। কিন্তু তাহা হইলেও জীব এক, তিন নহে—তিনে এক—Unity in Trinity।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু—ব্রহ্মবিন্দু, ১১

ঐ সুষুপ্তিকে যাজ্ঞবল্ক্য 'সংপ্রসাদ' বলিয়াছেন।

স বা এষ এতস্মিন্ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩

ছান্দোগ্যে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

তৎ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি

—৮।১১।১ ও ৮।৬।৩

এমন কি ছান্দোগ্য এই সংপ্রসন্ন-অবস্থাস্থিত জীবের নাম দিয়াছেন 'সংপ্রসাদ'।

অথ য এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়

—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪, ৮।১২।৩

'সংপ্রসাদ' ঐ অবস্থাস্থ জীবের সার্থক নাম, কারণ (যাজ্ঞবল্ক্যের

† ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

ভাষায়) তীর্ণোহি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি (বৃহ ৪।৩।২২)— তখন জীব হৃদয়ের সমুদয় শোক উত্তীর্ণ হয়।

সুষুপ্তিতে জীবের 'স্থান'

সুষুপ্তির সময় জীব কোথায় অবস্থান করে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

তা বা অস্য এতা হিতা নাম নাড্যঃ, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ তাবতা অণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা

—বৃহ, ৪।৩।২০

'ইহার হিতা নামক নাড়ীসমূহ আছে, যাহারা সহস্রভাগে বিভক্ত কেশের তুল্য এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ, লোহিতে পূর্ণ।' অন্যত্র বৃহদারণ্যক এই হিতা নাড়ীর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভি প্রতিষ্ঠন্তে। তাভিঃ প্রত্যপসৃত্য পুরীততি শেতে—বৃহ, ২।১।১৯

'হিতা নামক যে ৭২০০০ নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ (pericardium) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে, ঐ নাড়ী বাহিয়া (জীব) পুরীততে শয়ন করে।' এই নাড়ী কি স্থূল শরীরের শিরা বা ধমনী এবং 'পুরীতৎ' কি স্থূল Pericardium? ছান্দোগ্যের বিবরণ হইতে এই অন্ধকারে আলোকপাত হয়। ছান্দোগ্য বলেন :—

তা বা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাঃ পিঙ্গলস্য অণিম্নঃ তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষ নীলঃ এষ পীতঃ এষ লোহিতঃ × × × এতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ × × অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ—ছান্দোগ্য, ৮।৬।১২

'এই যে হৃদয়ের নাড়ী (বৃহদারণ্যক যাহার 'হিতা' নাম দিয়াছেন)

তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত অণিমায় (essence-এ) পূর্ণ। ঐ যে আদিত্য, উহা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত। সেই আদিত্য-রশ্মি আদিত্য হইতে প্রসৃত হইয়া এই সকল ('হিতা') নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।'

সুষুপ্তির সময় জীব যখন সংহৃত, সংপ্রসন্ন হয়, তখন সে ঐ সকল নাড়ীতে প্রবেশ করে।

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি—ছান্দোগ্য ৮।৬।৩

কৌষীতকী ঐ 'হিতা' নাড়ীর বর্ণনা করিয়া (হিতা নাম হৃদয়স্য নাড়্যঃ হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি) এবং তাহারা সহস্রধা বিপাটিত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, একথা বলিয়া বলিতেছেন—

তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কশ্চন পশ্যতি—৪।১৯

'জীব সুষুপ্ত হইয়া স্বপ্নের ব্যতীত হইলে ঐ সকল নাড়ীতে বিশ্রান্ত হয়।' তখন কি হয়?

তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি, তেজসা হি তদা সংপন্নো ভবতি

—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৩

'সে অবস্থায় কোন পাপ (evil) তাহাকে স্পর্শ করে না। সে তখন তেজের সহিত সংপন্ন হয়।' প্রশ্ন-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা তেজসা অভিভূতো ভবতি, অথ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি—৪।৬

'সে যখন তেজঃ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন সেই দেব স্বপ্ন দর্শন করে না।'

এই 'তেজঃ' কি? শঙ্কর বলেন—সেই আদিত্যরশ্মি, যাহা হিতা

নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়। সৌরেণ পিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতঃ অভিভূতো ভবতি (৪।৬ প্রশ্ন-ভাষ্য)। যদা এবং সুপ্তঃ, সৌরেণ তেজসা হি নাড়্যন্তর্গতেন সর্ব্বতঃ সংপন্নো ব্যাপ্তো ভবতি (৮।৬।৩ ছান্দোগ্য-ভাষ্য)।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকের উক্তি স্মরণীয়—

যত্র এষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এব বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ × × য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ (আত্মা) অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ, সেই আকাশে * শয়িত হন।

অতএব হিতা নাড়ী যে স্থূল শরীরের ধমনী বা শিরা নয় এবং পুরীতৎ যে মাংসপেশী (Pericardium) নয়—ইহা একরূপ নিঃসংশয়।

তুরীয়ে জীবের ব্রহ্ম-সাযুজ্য

সুষুপ্তি যখন নিবিড়তর হয়, সে অবস্থার বর্ণন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন —

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ, ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

'যেমন প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য-অন্তর কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তেমনি এই পুরুষ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা † কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানেন না।'

---

* এই আকাশ কি? এ কথার আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

† যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন, আমাদের 'শারীর' আত্মা (Corporeal self) ঐ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা কর্ত্তৃক অন্বারূঢ়—এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ (বৃহ, ৪।৩।৩৫)। ইহার সহিত কৌষীতকীর 'তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ × ×

আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ জাগ্রৎ, দ্বিতীয় স্বপ্ন, এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নের উপর তৃতীয় অবস্থা সুষুপ্তি। সাধারণ সুষুপ্তি হইতে এই নিবিড়তর সুষুপ্তির প্রভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোন কোন উপনিষদ্ ইহাকে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা বলিয়াছেন।

অবস্থাত্রয় ভাবাভাবসাক্ষী * * নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যুচ্যতে —সর্ব্বসার

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং * * প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য

নৃসিংহ-উত্তরতাপনীতে এই চারি অবস্থার নাম—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ এই চারি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

চাক্ষুষঃ স্বপ্নচারী চ সুপ্তঃ সুপ্তাৎ পরশ্চ যঃ।
ভেদাশ্চৈতেঽস্য চত্বারঃ তেভ্যঃ তুর্য্যং মহত্তরম্॥

'জীবের অবস্থার এই চারি ভেদ—চাক্ষুষ (শারীর বা জাগ্রৎ); স্বপ্নচারী, সুষুপ্ত এবং সুষুপ্তের পর। ইহার মধ্যে তুর্য্য বা চতুর্থই মহত্তর।' কেন মহত্তর? ইহার উত্তরে মৈত্রায়ণ বলেন—ত্রিষ্বেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম, ত্রিপাৎ চরতি উত্তরে—কারণ, 'প্রথম তিন অবস্থায় ব্রহ্মের একপাদ (one quarter অর্থাৎ ভগ্নাংশ, fragment) মাত্র প্রকাশিত কিন্তু এই তুরীয়ে তিন পাদ প্রকাশিত।'

সুষুপ্তি ও তুরীয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীগৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন :—

এবমেব এষ প্রজ্ঞ আত্মা ইদং শারীরম্ আত্মানম্ অনুপ্রবিষ্টঃ আলোমভ্য আনখেভ্যঃ' তুলনীয় (কৌষীতকী, ৪।১৯)

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যং উভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা তু তুর্য্যে ন বিদ্যতে॥

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে জীব প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হওয়াতে বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না। অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মার একাকার অনুভূতি হয়।

অস্মিন্ প্রাণে † এব একধা ভবতি—কৌষী, ৩।৩

কারণ, তখন—

সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি—স্বম্ অপীতো ভবতি। তস্মাদ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১

'প্রগাঢ় নিদ্রায় জীব 'সতে'র সহিত (Pure Being-এর সহিত) একীভূত হয়, 'স্ব'তে অপীত (স্থিত) হয়। সেইজন্য লোকে বলে 'স্বপিতি'।'

এই কথার সমর্থন করিয়া ছান্দোগ্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'সেই সম্প্রসাদ (সুষুপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে (ব্রহ্মে) উপসন্ন হইয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হন।' ইহাই পতঞ্জলির যোগ—তদা (অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধে) দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্। অর্থাৎ, 'Meditation becomes absorption (সমাধি), when subject and object, the soul and God are so completely blended into one that the consciousness of the separate

† এই প্রাণ Vitalist-এর Life নহে—ইহা অজর অমৃত 'প্রজ্ঞ' আত্মা—স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ (কৌষী, ১।৮)

subject altogether disappears and there succeeds that which in Maitr. 6-20, is described as নৈরাত্মকত্বম্'।

ঐ অবস্থার বিবরণ করিতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ, ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌল্কস (পঞ্চম জাতি) অপৌল্কস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হন, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অনন্বগত হয়।'

অর্থাৎ তখন সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated—ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত জীব মনে করে আমিই এই বিশ্ব। ইহাই তাহার পরম অবস্থা।'

অর্থাৎ (অধ্যাপক ডয়সনের ভাষায়),

'It is the condition of deep sleep, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore *without objects to contemplate* and consequently *without individual* consciousness.'

এ অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িকভাবে অদ্বৈতে অবস্থিতি হয়।* যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। ন হি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ। যদ্ বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে। ন হি রসয়তুঃ রসয়তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ রসয়েৎ। যদ্ বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি। নহি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ বদেৎ। যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি। ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ। যদ্ বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে। ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত। যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি। নহি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ। যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি। ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ

* The transition is described from the dream consciousness to the consciousness of deep sleep—from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all, whereby subject and object become one.—Deussen p 142

বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ৪।৩।২০-৩০

'ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না—দৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না বটে, কারণ উহা অবিনাশী—কিন্তু যখন অন্য দ্বিতীয় থাকে না, তখন কি দর্শন করিবেন?

'ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না—ঘ্রাণ সত্ত্বেও আঘ্রাণ করেন না। ঘ্রাতার ঘ্রাণ বিলুপ্ত হয় না বটে, কারণ উহা অবিনাশী—কিন্তু যখন অন্য দ্বিতীয় থাকে না তখন কি আঘ্রাণ করিবেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু দর্শন ও ঘ্রাণ নহে—রসন, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিহরণ প্রভৃতি প্রত্যেক বৃত্তি ও ব্যাপার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ একই উপদেশ। সে অবস্থায় আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

কিন্তু সেই গভীর সুষুপ্তিতে—যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীর ভেদ তিরোহিত হইয়া একাকার অবস্থা হয়—তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, স্পর্শন করিবে, রসন করিবে, ঘ্রাণন করিবে, মনন করিবে, বিজ্ঞান করিবে?

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে স্থলে যেন অন্য থাকে সেই স্থলেই একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে ঘ্রাণন করে, একে অপরকে স্বাদন করে, একে অপরকে বচন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শন করে, একে অপরকে বিজ্ঞান করে।'

তাই যাজ্ঞবল্ক্য ঐ নিবিড়-সুষুপ্ত জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (৪।৩।৩২)—He becomes the pure objectless knowing Subject।

সর্ব্বসার-উপনিষদ্ এ অবস্থার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

অবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে। অর্থাৎ 'the spiritual subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things।'

মাণ্ডূক্য-উপনিষদের বর্ণনা আরও গভীর—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য, ৭

'(সে অবস্থায়) প্রজ্ঞা বহির্মুখও নহে, অন্তর্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ; (তখন) আত্মা প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন—তিনি অ-দৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষ্য, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, একাত্ম-প্রত্যয়সার (founded soley on the assurance of its own self), প্রপঞ্চাতীত (effacing the entire universe), শান্ত, শিব, অ-দ্বৈত। তাঁহাকে চতুর্থ (তুরীয়) বলা হয়।'

এই গভীর সুষুপ্তি বা তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্মের সহিত জীবের যে সাময়িক একীভাব হয়—সতা তদা সংপন্নো ভবতি—যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট ইহাকেই 'ব্রহ্মলোক' বলিয়াছেন।

'এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্' ইতি হৈনম্ অনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন যে, এ স্থলে ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মের

লোক (ব্রহ্মণঃ লোকঃ) নয়—ব্রহ্ম এব লোকঃ। ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে আমরা ইহারই সমর্থন পাই। প্রজাপতি বলিলেন, ঐ যে 'সমস্ত, সংপ্রসন্ন' জীব—উনিই আত্মা, উনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম—এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি—ছা, ৮।১১।১

অন্যত্র ছান্দোগ্য ঐ 'সংপ্রসন্ন' জীবের অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।—৮।৩।২

'যেমন ক্ষেত্রে নিহিত হিরণ্যনিধির (hidden treasure) উপর প্রতিদিন সঞ্চরণ করিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান জানে না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (creatures) প্রতিদিন (সুষুপ্তিতে) 'ব্রহ্মলোকে' প্রবেশ করিলেও ব্রহ্মলোকের সন্ধান পায় না। কারণ, তাহারা অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যামোহিত)।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন গভীর সুষুপ্তিতে জীবের এই 'সংপ্রসন্ন' অবস্থাই তাঁহার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয় রূপ—তাঁহার ছন্দাতীত পাপাতীত ভয়াতীত রূপ—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম—(বৃহ, ৪।৩।২১)

—তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, শোকাতীত রূপ—

তদ্ বা অস্য এতৎ আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্—(বৃহ, ৪।৩।২১)। সুতরাং উহাই জীবের পরমা গতি পরম সম্পদ্, পরম লোক, পরম আনন্দ—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষাস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

'এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ'—বৃহদারণ্যক অন্যত্রও (২।১।১৯) একথা বলিয়াছেন :—

অতিঘ্নীম্ (acme) আনন্দস্য গত্বা × × এব এতৎ শেতে। সেই জন্য সুষুপ্তিভঙ্গে জীব প্রবুদ্ধ হইয়া বলে—'সুখম্ অহম্ অস্বাপ্‌সং ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্—সুখে সুপ্ত ছিলাম—কিছুই জানিতাম না।'

আমরা জানিয়াছি, সুষুপ্তির অবস্থা is 'existence as subject without object—বিষয়-বিবর্জ্জিত বিষয়ীর স্থিতি।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, তদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯

অধিকন্তু, 'অথ তদা অস্মিন্ শরীরে সুখং ভবতি'—প্রশ্ন, ৪।৮

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোভিভূতঃ সুখরূপম্ এতি—কৈবল্য ১৩

'সুষুপ্তির সময় সমস্ত বিলীন হইলে জীব 'অভাবে'-স্থিত হইয়া সুখ অনুভব করে।' বলা বাহুল্য, এ সুখ বিষয়সংস্পর্শজ-বৃত্তিজাত সুখ নহে—ইহা আনন্দ—আনন্দং নন্দনাতীতম্—ইহা আনন্দময় জীবের স্বরূপে অবস্থান।

কিন্তু এই সুষুপ্তিতে প্রত্যগাত্মার সহিত (with the eternal knowing Subject) জীবের যে সংযোগ সংঘটিত হয়, তাহা সাময়িক মাত্র—সে সংযোগ অস্থায়ী (a transient union)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

স বা এষ সংপ্রসাদো রত্বা চরিত্বা × × পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নায় এব—বৃহ, ৪।৩।১৫

জীব যেমন স্বপ্ন-স্থান হইতে সুষুপ্তি-স্থানে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তেমনি

আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নে অবতরণ করে এবং তথা হইতে জাগ্রতে। অতএব এ যোগ 'প্রভবাপ্যয়ৌ'—ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেই জন্য জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের তুরঙ্গম ভূমিতে আরোহণ করিয়া মোক্ষতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সুস্থিত, স্থায়ী ও চিরন্তন হয় (becomes fixed, established and permanent)। তৃতীয় খণ্ডে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ মোক্ষবাদের আলোচনা করিব কিন্তু বলিয়া রাখি, তাঁহার বিবৃত মোক্ষতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড

যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ

প্রথম অধ্যায়

অতিমৃত্যু ও অমৃতত্ব

মৃত্যুর পরে?

কবির খেদোক্তি মনে পড়ে? 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে!' ঠিক্ কথা! মৃত্যু জন্মের যমজ ভাই—আজ হউক্ আর শত বর্ষ পরে হউক্, মানুষকে মরিতে হইবেই হইবে।

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥—ভাগবত

সেই জন্য মানুষের সনাতন প্রশ্ন—'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে?' মৃত্যুর সঙ্গেই কি সব ফুরাইয়া যায়? না, চিতাভস্মের পরও কিছু অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ 'Survival of man' কি সত্য কথা? অথবা 'The grave is but his goal'? অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে—কঠ, ১।২০

'মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? কেহ বলে অস্তি, কেহ বলে নাস্তি। এ সন্দেহের মীমাংসা কি?'

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি?

'মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়?'—এ প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদী বলে —'আর হইবে কি? 'নাস্তিত্ব' হয় (annihilation)।' যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদের আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি—যাজ্ঞবল্ক্য জীববাদী; জড়বাদীর ঐ উত্তরে তিনি তুষ্ট নন। জীববাদীর মতে—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—জীবরিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের কথা এই—

তদ্ যথা অহি-নির্ব্বয়ণী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবম্ এব ইদং শরীরং শেতে অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ—বৃহ, ৪।৪।৭

'যেমন সাপের খোলস মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া বল্মীকে পড়িয়া থাকে, তেমনি এই শরীর জীবরিক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু জীব? জীব অ-শরীর, অ-মৃত, প্রাণ।'

মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম

যাজ্ঞবল্ক্য বৃক্ষের সহিত জীবের উপমা দিয়াছেন:—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষোঽমৃষা—বৃহ, ৩।৯।২৮।১

'যেমন বৃক্ষ অক্ষয়, তেমনি জীব অব্যয় (অমৃষা)।'

বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়, বিটপিত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলিত হয়—তারপর? মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ

একেবারে বিনষ্ট হয় না—বীজরূপে রক্ষিত থাকে। সেই বীজ হইতে প্ররোহ হয়, আবার পল্লব, আবার বিটপ, আবার পুষ্প, আবার ফল উদ্ভূত হয়—বীজগর্ভ ফল। বৃক্ষ—বীজ, বীজ—বৃক্ষ, অনাদি হইতে অনন্ত কাল এই পর্য্যায়-ধারায় আবির্ভাব ও তিরোভাব চলে—তিরোভাবের পর পুনশ্চ আবির্ভাব; আবার আবির্ভাবের পর পুনশ্চ তিরোভাব।*

যদ্ বৃক্ষো বৃক্নো রোহতি মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি॥

—বৃহ, ৩৷৯৷২৮৷৪

বৃক্ষের এই যে বারংবার ‘প্রেত্য-সম্ভব’ (পুনরুৎপত্তি), তাহার নিদান ঐ বীজ—

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ।

জীবের যে পুনরুৎপত্তি, বারংবার ঐরূপে তিরোভাব ও আবির্ভাব (ন্যায়দর্শনে যাহার নাম ‘প্রেত্যভাব’)—তাহার নিদান কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—তাহার নিদান কর্ম্ম—জন্মে জন্মে অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা (Thoughts, Desires, and Actions)। ঐ কর্ম্মই জন্মান্তরের বীজ।

---

* Mankind is like a plant. Like this it springs up, develops, and returns finally to the earth. Not entirely, however. But as the seed of the plant survives, so also at death the works (*Karma*) of a man remain as a seed, which sown afresh in the realm of ignorance (*Avidya*), gives rise to a new existence in exact correspondence with his character.—Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp. 313-4.

কর্ম্ম হৈব তৎ * * পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন
—বৃহ, ৩।২।১৩

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদ্ অভিসংপদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'এই পুরুষকে কামময় বলা যায়। সে যে-প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সেই প্রকার ভাবনা করে; যে-প্রকার ভাবনাযুক্ত হয়, তদনুরূপ কর্ম্ম করে; যে-প্রকার কর্ম্ম করে, তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়।'

অতএব জন্মের পক্ষে কামই মূলাধার। এই কামকে গীতায় 'সঙ্গ' বলা হইয়াছে (সঙ্গং ত্যক্ত্বা, মুক্তসঙ্গঃ ইত্যাদি) ; বুদ্ধদেব উহাকে 'তন্‌হা' বলিয়াছেন। (তন্‌হা 'তৃষ্ণা'-শব্দের পালি অপভ্রংশ)। অবিদ্যাজনিত এই তন্‌হা হইতেই জন্ম-জন্মান্তর এবং তন্‌হা-ক্ষয়েই জন্ম-নিবৃত্তি।*

কোন বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎখাত করা যায়, তবে যেমন তাহা হইতে আর বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয় না—সেইরূপ কোন জীবের কর্ম্মমূল অর্থাৎ 'কাম' বা বুদ্ধদেবের কথিত 'তন্‌হা' যদি নিঃশেষে উৎসারিত হয়, তবে তাহার 'প্রেত্যভাব' হইবে কিরূপে? কারণ,

সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র, ২।১৩।

'মূল থাকিলে তবে ত' তাহার বিপাকে—জন্ম আয়ুঃ ভোগ।'

---

*Verily it is this thirst (*Tanha*) or craving, *causing the renewal of existence*, accompanied by sensual delights, seeking satisfaction now here now there—the craving for the gratification of the passions, for continued existence in the worlds of sense.—Buddhist Suttas, S. B. E. Vol. XI, p. 148.

যদি মূলই বিনষ্ট হয়, তবে প্ররোহ কখনই সম্ভব নয়।† যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলিয়াছেন :—

যৎ সমূলম্ আবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনঃ আভবেৎ।
মর্ত্ত্যঃস্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি।
জাত এব ন জায়তে কোন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ ॥—বৃহ, ৩৷৯৷২৮৷৬-৭

'বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎপাটিত করা যায়, তবে তাহা হইতে আর বীজ জন্মে না। মানুষ যদি মৃত্যু কর্ত্তৃক বৃক্ন হয়,‡ তবে কোন্ মূল হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিবে? এবার জন্ম হইয়াছিল—সে আর জন্মিবে না। কে আর তাহাকে জন্মাইতে পারিবে?'

অর্থাৎ এই তাহার শেষ জন্ম ও শেষ মৃত্যু—সে অতঃপর জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের ইহাই মুখ্য কথা। এখন আমরা ইহার বিস্তার করি।

জীবের পরলোকগতি

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখ্যান করি তবে জীববাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি?—'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার কি গতি হয়?' ইহার দ্বিবিধ উত্তর—

† Hence it is this (Tanha or thirst). which must be completely eradicated, root and branch, during our present life-time—if at death we want to get out of the cycle of rebirth.—The Doctrine of the Buddha, p. 312.

‡ বলা বাহুল্য, এ মৃত্যু Death নহে। অগ্নি র্বৈ মৃত্যুঃ (বৃহ, ৩৷২৷১০)—এই মৃত্যু জ্ঞানাগ্নি, যাহার স্পর্শে সমস্ত কর্ম্মপাশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক,—দ্বিতীয় উত্তর জন্মান্তর।* প্রথম উত্তর প্রচলিত খৃষ্ট-মতাবলম্বীদের উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ অনন্ত স্বর্গ-নরকে (Eternal retribution in heaven or hell-এ) বিশ্বাসবান্। এ বিশ্বাস কি বিচারসহ? মানুষের আয়ুঃ শত বর্ষের অধিক নয়—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ—বাইবেলের মতে আরও কম—Three score years and ten—মাত্র সপ্ততি বর্ষ। এই স্বল্প কয় বৎসরে মানুষ কি এমন সুবৃহৎ পুণ্য-পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার ফলে তাহার অন্তহীন স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা হইবে? কার্য্য ও কারণের ত' অন্ততঃ কতকটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এত ছোট কারণে এত বড় কার্য্যের উৎপত্তি হইবে কিরূপে? সেই জন্য অধুনা অনেক খৃষ্টান seeing 'the unparalleled disproportion in which cause and effect here stand to one another'—কার্য্যকারণের ঐ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া, eternal reward or punishment (অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার)-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ন্যায়পর বিধাতা, তখন তিনি লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড, অল্প পুণ্যে এত বিপুল ঋদ্ধির বিধান করিবেন কেন? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ-নরক স্বীকার করেন না। তাঁহার কথা এই, 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং—

* If the fact of death not being our end is established for a man, then the second question for him is: Of what kind is his continued existence after death? Here two chief doctrines are opposed to each other,—first, the immortality of the individual in an eternal heaven or in an eternal hell and secondly, the doctrine of palingenesis (জন্মান্তর).—George Grimm's The Doctrine of the Buddha, p. 104.

কর্ম্মানুসারে ফলের তারতম্য—As you sow so shall you verily reap—যেমন কর্ষণ, তেমনি ফলন—আর ঐ ফলন কোনমতেই অন্তহীন নয়।

পরলোকে 'তরতম'

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যে-প্রকার কার্য্য করে, আচরণ করে, সে সেইপ্রকার হয় ; সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়, পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যলোকে এবং পাপকর্ম্মের ফলে পাপলোকে গতি হয়।'

লোকান্তরে এই তারতম্যের বিষয়, আমরা জীববাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, জীব দেহান্তে পরলোকে গমন করিয়া, সেই সেই 'আবসথে'র (environment-এর) অনুযায়ী নবতর রূপ গ্রহণ করে। পরলোকে ঐ তারতম্যের হেতু ইহলোকে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যা-কর্ম্মণী'।

যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই :—

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ 'যেমন জেঁাক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেই মত ঐ আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া অচেতন করাইয়া, অন্য দেহ গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত ঐ আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী কিম্বা অন্য লোকের উপযোগী শরীর।'

বৈদিক সাহিত্যে পরলোক

পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে, 'সুকৃতাং লোকে' জীবের যে পরলোক-গতির বর্ণনা আছে, যাজ্ঞবল্ক্যের এ বর্ণনা তাহার অনুরূপ। সেখানে দেখি, সুকৃতকারীরা সেই লোকে 'সর্ব্বতনু, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু' হইয়া উত্থিত হন। উহাই সম্ভবতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের 'নবতরং কল্যাণতরং রূপম্'।

এষ বা ওদনঃ সর্ব্বাঙ্গঃ সর্ব্বপরুঃ সর্ব্বতনূঃ। সর্ব্বাঙ্গ এব সর্ব্বপরুঃ সর্ব্বতনূঃ সংভবতি য এবং বেদ।—অথর্ব্ববেদ, ১১।৩।৩২

'ঐ (মন্ত্রপূত) ওদন (Rice-dish) সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু (পরু=joint), সর্ব্বতনূ। যিনি এবংবিৎ (এ বিষয়ে অভিজ্ঞ), তিনি সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু, সর্ব্বতনু হইয়া উদ্ভূত হন।'

স হ সর্ব্বতনূরেব যজমানঃ অমুষ্মিন্ লোকে সম্ভবতি —শতপথ, ৪।৬।১।১ ও ১১।১।৮।৬

'সেই যজমান সর্ব্বতনূ হইয়া ঐ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।'

যঃ সৌত্রামণ্যা অভিষিচ্যতে * * তথা কৃৎস্ন এব সর্ব্বতনুঃ সাঙ্গঃ সম্ভবতি—শতপথ, ১২।৮।৩।৩১

'যিনি সৌত্রামণী-যাগে অভিষিক্ত হন, তিনি সম্পূর্ণ সর্ব্বতনু, সাঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হন।'

বেদে সুকৃতকারীর পরলোকের সাধারণ নাম 'স্বর্গ' আর দুষ্কৃতকারীর পরলোকের নাম বব্রঃ (pit) (ঋগ্বেদ, ৭।১০৪।৩,) পদং গভীরং (ঋগ্বেদ, ৪।৫।৫), অন্ধং তমঃ—অনারম্ভণং তমঃ (ঋগ্বেদ ১০।৮৯।১৫, ১০।১০৩।১২)। প্রত্যেককেই স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত লোকে বসতি করিতে হয়।

তস্মাদ্ আহুঃ কৃতং লোকং পুরুষঃ অভিজায়তে ইতি—

শতপথ, ৬।২।২।২৭

অন্যত্র শতপথ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন—

স যদ্ধ বা অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ অন্নম্ অত্তি, তদ্ এনং অমুষ্মিন্ লোকে প্রত্যত্তি—১২।৯।১।১

'ইহলোকে জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, পরলোকে সে সেই অন্নের দ্বারা ভক্ষিত হয়।'

ইহাকেই বলে কর্ম্মের বিপাক (Retribution)। কারণ, পরলোকে নিক্তির তৌলে সূক্ষ্ম বিচার হয়।

তুলায়াং হ বা! অমুষ্মিন্ লোকে আদধতি, যতরদ্ যংস্যতি তদ্ অন্বেষ্যতি, যদি সাধু বা অসাধু বা—শতপথ, ১১।২।৭।৩৩

'পরলোকে তুলাদণ্ডে জীব নিহিত হয়; দুই দিকের যে দিক্ উত্তোলিত হয়, সে তাহার অনুসরণ করে। সে সাধুই হউক আর অসাধুই হউক।'

মোট কথা, দুষ্কৃতকারীরা স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারে না—

কশ্চিদ হ বা অস্মাং লোকাং প্রেত্য * * কশ্চিৎ স্বং লোকং

ন প্রতি-প্রজানাতি—অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং-লোকং ন প্রতি-প্রজানাতি।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।১

'কেহ কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া স্ব-লোক খুঁজিয়া পায় না—অগ্নিমুগ্ধ হইয়া, (চিতা) ধূমাকুলিত হইয়া স্ব-লোক খুঁজিয়া পায় না।'

কারণ, তাহাদের কৃত দুষ্কৃত স্বর্গের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গের অনেক মনোমদ বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনার সার-সঙ্কলন করিয়া কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ বলিয়াছেন—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিং চ নাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥—কঠ, ১।১২

'স্বর্গলোকে ভয়ের প্রচার নাই, জরার প্রসার নাই, যমের অধিকার নাই। স্বর্গলোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া, শোকের অতীত হইয়া, (জীব) আমোদে বিহরণ করে।'

স্বর্গ দেবস্থান (তিব্বতীয় দেবচান, Devachan)।

নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো
য প্রিণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৬।৫

সুকৃতকারীরা স্বর্গবাসী জ্যোতির্ময় পিতৃ ও দেবগণের সহিত 'স্বধা-মাদং মদন্তি'—

অথা পিতৄন্ সুবিদত্রা উপেহি
উপেহি যমেন যে স্বধামাদং মদংতি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।১০

যূয়ম্ অগ্নে! শন্তমাভি স্তনূভিরীজানমভি লোক স্বর্গম্।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ, যত্র দেবৈঃ স্বধ মাদং মদন্তি ॥

—অথর্ব্ববেদ, ১৮।৪।১০

ত্বং সোম! প্রচিকিতো মনীষা, ত্বং রজিষ্ঠম্ অনুনেষি পংথাং।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইংদো! দেবেষু রত্নম্ অভজংত ধীরাঃ ॥

—ঋগ্‌বেদ ১।৯১।১

'হে সোম! তুমি মনীষা দ্বারা বিদিত হইয়া আমাদিগকে ঋজুতম পথে চালনা কর। হে ইন্দু! তোমার চালনে আমাদের ধীর পিতৃগণ দেবতাদিগের-মধ্যে রত্ন (সমৃদ্ধি) লাভ করিয়াছেন।'

যজমান এই যে যজ্ঞজনিত 'অপূর্ব্ব' দ্বারা স্বর্গলোকে নীত হইয়া, দেবতাদিগের সহিত স্বর্গের সমৃদ্ধি ভোগ করেন ('দেবেষু রত্নম্ অভজন্ত ধীরাঃ'), ইহাকে দেবতাদিগের সহিত 'স-লোকতা' বলা যাইতে পারে। সলোকতা অর্থে সমান-লোক-প্রাপ্তি। কিন্তু ইহাই স্বর্গের চরম নহে। সলোকতার উপরে দেবতার সহিত সরূপতা, তাহারও উপর দেবতার সহিত সাযুজ্য।

অসৌ বাব আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমম্—আদিত্যস্থ সাযুজ্যং গচ্ছতি

—কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫।১।৮।৬

'ঐ আদিত্যই উত্তম জ্যোতিঃ—(যজমান) আদিত্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।'

অমৃতো হৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ এতি, আদিত্যস্থ সাযুজ্যম্

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১।১১

স হ হংসো হিরণ্ময়ো ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ ইয়ায়—আদিত্যস্থ সাযুজ্যম্

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।৯।১১

'সেই জীব হিরণ্ময় হইয়া স্বর্গলোকে আসিল—সূর্য্যের 'সাযুজ্য' লাভ করিল।'

স যদ্ বৈশ্বদেবেন যজতে, অগ্নিরেব তর্হি ভবতি, অগ্নেরেব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। অথ যদ্ বরুণপ্রঘাসৈর্যজতে বরুণ এব তর্হি ভবতি বরুণস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। অথ যৎ সাকমেধৈর্যজতে ইন্দ্র এব তর্হি ভবতি ইন্দ্রস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি—শতপথ, ২।৬।৪।৮

'তিনি যদি বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি অগ্নি হন এবং অগ্নির সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি বরুণ-প্রঘাস অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি বরুণ হন এবং বরুণের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি সাকমেধ অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি ইন্দ্র হন এবং ইন্দ্রের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।'

অতএব দেখা গেল, স্বর্গভোগেরও ইতরবিশেষ, তারতম্য আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যও একস্থলে কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন—(ইহাই দেব-সরূপতা)—

যে কর্ম্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অন্যত্র বৃহদারণ্যক যে বলিয়াছেন—দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—(বৃহ, ৪।১।২)—ইহা দেব-সরূপতা নহে, দেব-সাযুজ্য।

ঐ যে 'অপ্যয়', দেবতার সহিত একীভূত হওয়া—উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উহাকেই 'সাযুজ্য' বলা হইয়াছে। ইহার ফলে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দেবলোকে স্থিতি ও দেবতার মহনীয় ঐশ্বর্য্যভোগ ঘটে। বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি * * * তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে। স লোকমাগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ —৫।১০।১

'(সুকৃতকারী) পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করতঃ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন। তিনি সেই লোকে উপনীত হন—যে লোক অশোক-অহিম (শীত-উষ্ণের অতীত)। সে লোকে শাশ্বতী সমা (সুদীর্ঘ কাল) বসতি করেন।*

পরলোক ও পুনঃমৃত্যু

কিন্তু এ বসতি ত' চিরস্থায়ী নহে। সুকৃতের ফলে কতদিন স্বর্গে স্থিতি হয়? শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ, অযুত বর্ষ, লক্ষ বর্ষ, কোটি বর্ষ,—আর কত? কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় এ স্থিতি অত্যল্প নয় কি?

ঋষিদিগের শিক্ষা এই, পরলোকে কাল আমাদের সুকৃতের আয়ুঃ হরণ করে—

স্বর্গং লোকম্ অভিবহতি, অহোরাত্রৈর্বা ইদং সযুগ্‌ভিঃ ক্রিয়তে

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।২

'(পুণ্য দ্বারা) জীব স্বর্গলোকে বাহিত হয় বটে—কিন্তু অহোরাত্রি তাহার সুকৃত ভক্ষণ করে।'

এইরূপে অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসীর পতন হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।—গীতা, ৯।২১

মুণ্ডক-উপনিষদেরও ঐ কথা—

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে—১।২।৯

এই চ্যুতি বা স্বর্গ হইতে পতন, পুণ্যক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতে হনুভূয়
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।—মুণ্ডক, ১।২।১০

* অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে গীতার বাক্য স্মরণ হইবে—প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

'স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে, জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে।'

ইহা লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা * * পুনর্নিবর্ত্তন্তে—৫।১০

'সম্পাত (অর্থাৎ পতন পর্য্যন্ত), স্বর্গে বসতি করিয়া (জীব) এখানে আবার ফিরিয়া আইসে।'

এই কারণেই নচিকেতাঃ যমের নিকট বর চাহিয়াছিলেন— 'ইষ্টাপূর্ত্তয়োঃ অক্ষিতিঃ' (imperishableness) (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।১১।৮)।

কিন্তু এ বর ত' দিবার নয়—এ যে অসম্ভব প্রার্থনা! তাই কঠ-উপনিষদে যমের উত্তর শুনিতে পাই—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং যৎ—কঠ, ২।১০

'শেবধি' (পুণ্যফল) কখন নিত্য হয় না—অধ্রুব (অনিত্য) দ্বারা ধ্রুব (নিত্য) ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?' নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—নশ্বর দ্বারা অনশ্বরেব অর্জ্জন অসম্ভব।

যাজ্ঞবল্ক্য জীবের পরলোকগতি বর্ণন করিয়া এবং তাহার নবতর কল্যাণতর রূপের উল্লেখ করিয়া ঐ কথাই বলিয়াছেন—

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥—বৃহ, ৪।৪।৬

'ইহলোকে-কৃত কর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হইলে, জীব পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আইসে—কর্ম্মণে—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য।'

এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

এবমেবায়ং পুরুষঃ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি প্রাণায়—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'জীব এই দেহ হইতে প্রচ্যুত হইয়া (পরলোকে কর্ম্মভোগান্তে) বিলোম গতিতে ফিরিয়া আইসে 'প্রাণায়'—নূতন প্রাণলাভ করিবার জন্য।'

এইরূপে আবার প্রাণ, আবার পরলোক—পুনর্ব্বার প্রাণ, পুনর্ব্বার পরলোক—এইরূপে 'গতাগতি পুনঃপুনঃ'—ইতি নু কাময়মানঃ (বৃহ, ৪।৪।৬), যত দিন না কামনার নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়, যতদিন না তৃষ্ণার নির্ব্বাণ হয়।

পরলোক হইতে এই অবশ্যম্ভাবী পতনকে বৈদিক ঋষিরা 'পুনর্ম্মৃত্যু' বলিতেন। ইহলোকে মৃত্যুর পর পরলোক—আবার পরলোক হইতে চ্যুতির পর ইহলোক—অতএব ঐ চ্যুতির সার্থক নাম 'পুনর্ম্মৃত্যু' (Death over again)। আর এই মৃত্যু একবার নয়, দুইবার নয় —পুনঃপুনঃ। সেইজন্য ইহাকে 'আবৃত্তি' (Repetition) বলে।

তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫
ইমং মানবম্ আবর্ত্তম্ ন আবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য, ৪।১৫

অমৃতের পুত্রের অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা

ঋগ্বেদে মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলা হইয়াছে—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আমরা প্রত্যেক নরনারী সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের সন্তান। সেইজন্য মর্ত্ত্য মানুষ হইলেও আমাদের প্রাণে প্রতিক্ষণ ব্রহ্মক্ষুধা (পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'Hunger for the Absolute' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন) সন্ধুক্ষিত হইতেছে। এবং যেহেতু আমরা অমৃতের পুত্র (Heirs of Immortality), সেইজন্য 'অমৃতত্ব'ই আমাদের নিত্য

আকাঙ্ক্ষার বস্তু।* চাতক যেমন ফটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয়না, জীব তেমনি 'অমৃতত্ব' ভিন্ন অন্য কিছুতে স্বস্তি বোধ করে না। সেই জন্য তাহার চিরন্তন প্রার্থনা মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়—বৃহ, ১।৩।২৮

তাই যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী মানবের প্রতিভূ হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্—বৃহ, ৪।৫।৪

মানবের এই অতৃপ্য আকাঙ্ক্ষাকে ঋগ্বেদের ঋষি সেই অতীত যুগে স্থায়ী আকার দান করিয়াছেন :—

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান! অমৃতে লোকে অক্ষিত॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূ র্যহ্বতীরাপঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধাচ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদ্রঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥

—ঋগ্বেদ, ৯।১১৩।৭-১১

'হে সোম! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ—যে জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্—সেই অমৃত অক্ষিত লোকে আমাকে উন্নীত কর!

* To conquer death,—this question has been the great question of mankind from its first beginnings, and will remain so, as long as there are men.—The Doctrine of the Buddha, p, 4.

যে লোকে বৈবস্বত রাজা, যে লোক স্বর্গের পুণ্যতম সীমা, যে লোকে অমৃত বারি ক্ষরিত হয়, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর !

যে লোকে যথাকাম (অবাধ) গতি, যে তৃতীয় স্বর্গে ত্রিধাম বিস্তীর্ণ, যেখানকার ভুবন জ্যোতিষ্মন্ত, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর !

যে লোকে কাম নিকাম, যে লোক সূর্য্যের পরপারে, যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর !

যে লোকে আনন্দ ও মোদ, প্রমোদ ও আমোদের স্থিতি, যেখানে কামনার কামও স্তিমিত, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর !'

অতএব পুনর্ম্মৃত্যুময় স্বর্গস্থিতিকে অমৃতের পুত্র বরণ করিবে কিরূপে ? যে চায় অমৃতত্ব (Not-dying-anymore-ness)—এই পুনর্ম্মৃত্যুতে (এই Dying-over-againএ) সে তুষ্ট হইবে কেন ? সেই জন্য দেখা যায় উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ব্রাহ্মণ'যুগেও পুনর্ম্মৃত্যু-বারণের বিবিধ বিধান আলোচিত হইয়াছিল—যাহার উদ্দেশ্য ছিল 'আপ্নোতি অমৃতত্বম্ অক্ষিতিং স্বর্গে লোকে' (কৌষী, ৩।২)—স্বর্গলোকে 'অক্ষিতি', ক্ষয়রহিত অমৃতত্ব অর্জ্জন করা।

অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনম্ এবং বেদ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৮।৬

'যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং যিনি উহাকে ঐরূপ জানেন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করেন।'

অতি হ বৈ পুনর্ম্মৃত্যুং মুচ্যতে, য এবম্ এতাম্ অগ্নিহোত্রে মৃত্যোরতিমুক্তিং বেদ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৩।৩।৯

'যিনি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিমুক্তিকে অবগত হন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যু হইতে অতিমুক্ত হন।'

অন্তরেণো হ বা এতং অশনায়া চ পুনর্ম্মৃত্যুশ্চ। অপ অশনায়াং চ পুনর্ম্মৃত্যুং চ জয়ন্তি যে বৈষুবতম্ অহঃ উপযন্তি

—শাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ, ২৫।১

'যিনি বিষুবৎ দিন (the day of the equinox) চরণ করেন তিনি ক্ষুধাকে জয় করেন, পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করেন। তাঁহাকে ক্ষুধা ও পুনর্ম্মৃত্যু স্পর্শ করে না।'

অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি, সর্ব্বম্ আয়ুরেতি, য এবং বিদ্বান্ এতয়া ইষ্ট্যা যজতে—শতপথ, ১১।৪।৩।২০

'যিনি এইরূপ জানিয়া ঐ ইষ্টি দ্বারা যজন করেন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যু জয় করেন, সর্ব্ব আয়ুঃ লাভ করেন।'

তস্মাৎ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ। অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ—বৃহ, ৩।৩।২

'যিনি, বায়ুই ব্যষ্টি, বায়ুই সমষ্টি—এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করেন।'

আপেক্ষিক অমৃতত্ব

বৈদিক যুগে কেহ কেহ আশা করিতেন, দেবতাদিগের অনুগ্রহে বা মধ্যস্থতায় অমৃতত্বের অধিকারী হইবেন।

দক্ষিণাবংতো অমৃতং ভজংতে
দক্ষিণাবংতঃ প্রতিরংত আয়ুঃ—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৫।৬

'দক্ষিণাবন্তের অমৃতত্ব লাভ হয়, দক্ষিণাবন্ত আয়ুঃ উত্তরণ করেন।'

ত্বং তম্ অগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্ত্যং দধাসি—ঋগ্‌বেদ, ১।৩১।৭

'হে অগ্নি! তুমি মর্ত্ত্য মানুষকে উত্তম অমৃতত্বে স্থাপন কর।'

আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং
** উতো অস্মান্ অমৃতত্বে দধাতন।—ঋগ্‌বেদ, ৫।৫৫।৪

'হে মরুদ্‌গণ! তোমাদের মহিমা মহনীয়! আমাদিগকে অমৃতত্বে নিধান কর।'

'হে মিত্রাবরুণ! বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে (ঋগ্‌বেদ, ৫।৬৩।২)—তোমাদের ধন বর্ষণ কর—যেন আমরা অমৃতত্বের ভাগী হইতে পারি।'

অপরে মনে করিতেন সোম-যাগ প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃতত্ব অর্জ্জন করিবেন—স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে—কঠ, ১।১৩। তাঁহারা বলিতেন—

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্।

'সোম পান করিয়াছি, জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি, দেবতাদিগকে জানিয়াছি—আর ভয় কি? আমরা অমর হইলাম!'

বৃথা আশা! এ অমৃতত্ব আপেক্ষিক (relative) মাত্র। ইহার বয়ঃক্রম বড় জোর একশত (দেব-) বৎসর!

সোমযাজী শতে শতে সংবৎসরেষু, অগ্নিচিৎ কামম্ অশ্নাতি, কামং ন। তদ্ হৈতৎ যাবৎ শতং সংবৎসরাঃ তাবদ্ অমৃতম্ অনন্তম্ অপর্য্যন্তম্
—শতপথ, ১০।১।৫।৪

'সোমযাজীর শত বৎসরে একবার ভোজন, অগ্নিচয়নকারী ইচ্ছাগত ভোজন করেন কিংবা না করেন। এই যে শত সংবৎসর, ইহাই অমৃত—অনন্ত ও অনবধি (unending and everlasting)।'

গীতা এই সোমযাজীর স্বর্গভোগ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে—গীতা, ৯।২০

'সোমপান দ্বারা পূতপাপ হইয়া সোমযাজী, বৈদিক বিধিমার্গে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করেন।'

তিনি স্বর্গে যানও বটে এবং প্রচুর স্বর্গভোগও করেন বটে—

তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ —গীতা, ৯।২০

কিন্তু—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি—গীতা, ৯।২১

'সেই বিশাল স্বর্গভোগের পর, ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্বর্গবাসীর স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।'

অপরে দেবতার সহিত সারূপ্য ও সাযুজ্য দ্বারা অমরতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন।

য এবং বিদ্বান্ অগ্নিং চিনুতে, ভূয়ান্ এব ভবতি, অভীমান্ লোকান্ জয়তি। বিদুরেনং দেবাঃ। অথো এতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৫।৭।৫।৭

'যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নি চয়ন করেন, তিনি ভূয়ান্ হয়েন, অভীম লোক জয় করেন। দেবতারা তাঁহাকে জানেন। তিনি ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন।'

ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাম্ আপ্নোতি। এতাসাম্ এব দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমানলোকতাম্ আপ্নোতি য এতম্ অগ্নিং চিনুতে—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৫।১২

'ব্রহ্মার সাযুজ্য, সালোক্য প্রাপ্ত হন। এই সকল দেবতার সাযুজ্য, সার্ষ্টিতা (সমান ঐশ্বর্য্য), সালোক্য প্রাপ্ত হন—যিনি এই অগ্নি চয়ন করেন।'

ছান্দোগ্য-উপনিষদেও ইঁহাদিগের উল্লেখ আছে—

এতাসাম্ এব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—
ছান্দোগ্য, ২।২০।২

বৃহদারণ্যকও ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্য আত্মা ভবতি, এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি—বৃহ, ১।২।৭

'যিনি এইরূপে অশ্বমেধের প্রতীক ভাবনা করেন, তিনি দেবতাদিগের অন্যতম হন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, মৃত্যু তাঁহার আত্মা হয়।'

এই যে মৃত্যুজয়—ইহাও আপেক্ষিক—এ অমৃতত্বও প্রকৃত অমৃতত্ব নয়। ধরুন, সাধক বিবিধ বিচিত্র সাধন দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোকেরও ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিলেন—এইবার কি আকাঙ্ক্ষার নিধি অমৃতত্ব তাঁহার করতলগত হইল? আর কি তাঁহাকে কোনো কালে পুনর্ম্মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে না? এইখানে গীতা ঐ উচ্চ দুরাশার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন—গীতা বলিলেন—

আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!—৮।১৬

'ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন হয়—নিম্নতর লোকের কা কথা?'* কঠ-উপনিষদে নচিকেতাও এই কথাই বলিয়াছেন—'যম! তুমি আমাকে 'চিরজীবিকা' (অমৃতত্ব) দিবে বলিলে। কিন্তু তোমার সহিত সাযুজ্যে—মাত্র জীবিষ্যামি, যাবদ্ ঈশিষ্যসি ত্বম্—১।২৭। তুমি নিজেই যখন চিরজীবী নহ—আমাকে চিরজীবিকা দিবে কিরূপে?'

---

* বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—Up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated,

নচিকেতাঃ যমের উদ্দেশ্যে যাহা বলিলেন, সমস্ত দেবতাকে—ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, এমন কি যিনি, ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব (মুণ্ডক ১।১।১) দেবতাদিগের যিনি প্রথম ও প্রধান,—সেই ব্রহ্মাকেও ঐ কথা বলা যায়।

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ

—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ইন্দ্র দিবাকর রুদ্র ব্রহ্মা—কেহই ত' চিরস্থায়ী নহেন। কালের করাল গতিতে শীঘ্র বা বিলম্বে সকলকেই ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে!

সত্য বটে, দেবতাদিগকে সাধারণতঃ 'অমর' বলা হয়—'অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ'—সত্য বটে, ঋগ্বেদের ঋষি সূর্য্যদেবের আকাশগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

আ সত্যেন রজসা বর্ত্তমানো
নিবেশয়ন্ অমৃতং মর্ত্ত্যং চ—

'সূর্য্য অমৃতকে ও মর্ত্ত্যকে (দেবতাকে ও মনুষ্যকে) যথোচিত নিবেশিত করিয়া আকাশে বিবর্ত্তিত হইতেছেন'

—কিন্তু এ 'অমৃতত্ব' আপেক্ষিক মাত্র। মনুষ্যের তুলনায় দেবতারা দীর্ঘজীবী বটেন কিন্তু তাঁহারা চিরজীবী নহেন। যেহেতু,

বহ্নীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

'কত সহস্র ইন্দ্রের, কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হইয়াছে। কালের গতি কে অতিক্রম করিবে?' কালোস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।

সেই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর পিতৃলোকের উপযোগী, দেব-

লোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী নবতর কল্যাণতর রূপের প্রসঙ্গ করিয়া—অবসানে 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' (বৃহ, ৪।৪।৬) ভোগ দ্বারা কর্ম্মের অন্ত হইলে ঐ সুকৃতকারীর পতন বা চ্যুতির কথা শুনাইয়াছেন। অতএব অমৃতত্বে উপনীত হইবার পন্থা দেবতা ধরিয়া নয়, দেবতা হইয়াও নয়—ঐ সারূপ্য ও সাযুজ্য অমৃতত্বের পথ নয়, বিপথ—অমৃতত্বকামীর পক্ষে এ পথে বিচরণ পণ্ডশ্রম মাত্র!

অমৃতত্বের অনন্য পন্থা—ব্রহ্ম-সাযুজ্য

আচ্ছা, বিনশ্বর দেবতার ভরসা ভাসাইয়া দিয়া,—যিনি অবিনশ্বর, যিনি অজর অমর অক্ষর, যিনি অব্যয় অক্ষয় অদ্বয়, যদি সেই অজিত অক্ষিত অমিত ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য করা যায়? যদি জীব কোন মতে সেই চিরন্তন সনাতন পুরাতনে প্রবেশ করিতে পারে, যদি সে কোন দিন ব্রহ্ম-সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিতে পারে—এক কথায় যদি সে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে পারে (সাযুজ্য-শব্দের অর্থই তাই)—তবেই ত' সে শাশ্বত স্থায়ী সনাতন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে—সেই অমৃতত্ব, যে অমৃতত্বে ক্ষয়-ব্যয় নাই, উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই—যে অমৃতত্বের অন্তিকে পুনর্জন্ম ও পুনর্ম্মৃত্যু কোনদিনই অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব অমৃতত্ব-অর্জ্জনের, পুনর্ম্মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বারণের ইহাই আর্য্য পন্থা—অদ্বিতীয় অমোঘ পথ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।১

যাজ্ঞবল্ক্য এই পন্থারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

অথ অকাময়মানো যঃ অকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

'যিনি কামনারহিত, যিনি অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া 'ব্রহ্মাপ্যয়' প্রাপ্ত হন।'

এই যে ব্রহ্মে অপ্যয় (একীভাব), ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য। যাঁহার কাম (তৃষ্ণা) নিঃশেষে নির্ধূত হইয়াছে, তাঁহার আর উৎক্রান্তি (পরলোক ও পুনর্মৃত্যু) ঘটিবে কেন? সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

'যিনি ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাবে সুস্থিত হইয়াছেন, কিসের ইচ্ছায়, কোন্ কামনায় তিনি আবার শরীরে সন্তপ্ত হইবেন ?'

অন্যত্রও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'-এইভাবে জীবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই জীব অমৃতত্ব লাভ করিবে।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।—বৃহ, ৪।৪।১৭

'তাঁহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিলে, সেই অ-মৃত ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে, তবেই অমৃত হইতে পারিব।'

এই জ্ঞান ইহলোকে, শরীর-ধারণেই হইতে পারে। যাঁহার হয়, তিনিই অ-মৃত হন।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্ম স্তদ্ বয়ং ন চেদ্ অবেদী র্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥

—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই অমৃত হন। আর অপরে—যাহারা অ-জ্ঞ, তাহাদের মহতী বিনষ্টি (মৃত্যু ও পুনর্মৃত্যু) এবং (জন্মে জন্মে) দুঃখভোগ হয়।'

এই যে অমৃতত্ব—(শপেন্‌হয়র যাহাকে 'Indestructibility *without* continued existence' বলিয়াছেন, জর্জ্জ গ্রিম যাহার নাম দিয়াছেন 'the great riddle of deathless and tranquil Eternity')* নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য, এই অমৃতত্বের গম্ভীর ঝঙ্কারে মুখরিত।

স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ * * * গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি গুহাগ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত হন।'

যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ—শ্বেত, ৫।৬

'দেবতা বা ঋষি—পূর্ব্বতন যাঁহারাই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় (ব্রহ্মময়) হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।'

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কঠ, ২।৬

'যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।'

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

'যিনি 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', ভূতে ভূতে তাঁহার অনুধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি অমৃত হন।'

কারণ, তিনি 'প্রতিবোধ-বিদিত' (অগ্র্যা বুদ্ধির গম্য)—তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব।

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

* The Doctrine of the Buddha, p. 502.

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে—মুণ্ডক, ৩।২।৬

'ব্রহ্মলোকে উন্নীত জীব পরান্তকালে (কল্পের অবসানে) পরম-অমৃতত্ব লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন।'

শুধু পরলোকে কেন, ইহলোকেও যেই তাঁহাকে জানিবে, সেই অমৃতত্ব লাভ করিবে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—কঠ, ২।৬

'যে কেহ মর্ত্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম করিতে পারে, সেই অমৃত হয়—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।'

দেহান্ত সময়ে সে মূর্দ্ধণ্য সুষম্না মার্গে উৎক্রান্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।

তয়োর্দ্ধম্ আয়ন্ অমৃতত্বমেতি—কঠ, ২।১৬

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ অমৃতত্ব ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না—হইতে পারে না।

স এষ অকামঃ সর্ব্বকামো ন হ্যেতং কস্যচন কামঃ। তদেষ শ্লোকো ভবতি—

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিন ইতি॥

ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভিঃ ন তপসা অনেবংবিদ্ অশ্নুতে, এবংবিদাং হৈব স লোকঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫-৬

'যিনি অকাম সর্ব্বকাম, তাঁহাকে কোনও কামনা স্পর্শ করে না। এ সম্পর্কে এই শ্লোক আছে—'যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যা-দ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে

পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না।' যে 'এবংবিৎ' নয়, (যে অবিদ্বান্)—দক্ষিণা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা সে ঐ লোক (position) প্রাপ্ত হয় না—কারণ, সেই লোক এবংবিদেরই লোক।'

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮

'তাঁহাকে জানিলে, তবে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়—বিমুক্তির গত্যন্তর নাই—নাই।'

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুম্ অত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে—কৈবল্য, ৯

'তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়—বিমুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব পাশৈঃ—শ্বেত,১।৮

'ব্রহ্মবিজ্ঞানই পাশমুক্তির অদ্বিতীয় হেতু।'

সেই জন্য এই বিজ্ঞানকেই ঋষিরা বিদ্যা বলিতেন—আর সমস্ত জ্ঞান অবিদ্যা।

ক্ষরং ত্ববিদ্যা অমৃতং হি বিদ্যা—শ্বেত, ৫।১

কারণ, তাহাই বিদ্যা—যাহা-দ্বারা অমৃতত্ব অর্জ্জন করা যায়—বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে (ঈশ, ১১)।* সেইজন্য তাঁহারা বলিতেন—

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥—মুণ্ড, ২।২।৫

---

* পাশ্চাত্যদেশেও কোন কোন মনীষী Head-learning ও Soul-wisdom-এর প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ Wisdom-ই প্রকৃত প্রজ্ঞা—ইহাই অমৃতত্বের দ্বার—'the wisdom that is life eternal.

'সেই পরমাত্মা (ব্রহ্মবস্তুকেই) একমাত্র জানিবার চেষ্টা কর—তিনিই অমৃতের সেতু। তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ কর।' কারণ, উহা 'বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ' (is mere verbiage)

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পর?

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের অনন্তর কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি (বৃহ্, ৪।৪।৬)—'ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মে অপ্যয়—অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ হয়।' সমস্ত উপনিষদ্ এ কথার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত।*

অথ যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯
'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন।'
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষীতকী, ১।৪
'ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।'
বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৮
'তখন বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অব্যয় পরমাত্মায় একীভূত হয়।'

---

* যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ক্ষীণ পূর্ব্বাভাব দৃষ্ট হয়—সে আভাষ মাত্র। ষড়্ বৈ ব্রহ্মণো দ্বারঃ—অগ্নির্বায়ুরাপঃ চন্দ্রমা বিদ্যুৎ আদিত্যঃ। (ছয়টি ব্রহ্ম-প্রাপ্তির দ্বার—অগ্নি, বায়ু, অপ্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ও আদিত্য)। স য উপদগ্ধেন হবিষা যজতে * * সোঽগ্নিনা ব্রহ্মণো দ্বারেণ প্রতিপদ্য ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। * * অথ যো বিপতিতেন হবিষা যজতে * * স বায়ুনা ব্রহ্মণো দ্বারেণ প্রতিপদ্য ব্রহ্মণ সাযুজ্যং সলোকতং জয়তি ইত্যাদি—শতপথ, ১১।৪।৪।১-৭। যিনি উপদগ্ধ হবিঃ দ্বারা যজন করেন, তিনি অগ্নিরূপ ব্রহ্মের দ্বার দ্বারা উপসন্ন হইয়া ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য জয় করেন। যিনি বিপতিত হবিঃ দ্বারা যজন করেন, তিনি বায়ুরূপ ব্রহ্মের দ্বার দ্বারা উপসন্ন হইয়া ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য জয় করেন। (এইরূপ অপ্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ও আদিত্য-রূপ ব্রহ্ম-দ্বার দ্বারা ব্রহ্মের সাযুজ্য ও সালোক্য জয়ের কথা বলা হইয়াছে।)

এই যে একীভাব, ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মী-'ভবন'—ব্রহ্মের সহিত কেবল মিলন নয়, মিশ্রণ।

অশব্দে নিধনম্ এতি—অথ হৈষা গতিঃ এতদ্ অমৃতম্ এতৎ সাযুজ্যত্বং নির্বৃতত্বম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২২

'সেই অশব্দে (পরব্রহ্মে) নিধন (লয়) প্রাপ্ত হন—নদ্য ইব সমুদ্রে লয়ম্ এতি—ইহাই পরমা গতি, ইহাই অমৃতত্ব, সাযুজ্যত্ব, নির্বৃতত্ব (Summum bonum)।'

যস্ত বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ করে।'

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি—কৈবল্য, ৩

'সেই গুহাহিত ব্রহ্ম, যিনি পরব্যোমে জ্যোতিষ্মান্, যতিরা তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'

সেই গীতার কথা—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ (১৮।৫৫)—ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ বিজ্ঞাত হইয়া অনন্তর ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়।

দেহধারণে যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা হয়।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—বৃহ, ৪।৪।৭

অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই চরিতার্থ পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত' বলিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩)। তাঁহার মতে তিনিই 'ব্রাহ্মণ' (বৃহ, ৪।৪।২৩)। গীতা ঐ জীবন্মুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥—গীতা ৫।১৯

'যাঁহাদের মন সমত্বে সুস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসৃতি জয় করিয়াছেন—কারণ, নির্দ্দোষ-সম যে ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি-লাভ হইয়াছে।'

প্রারব্ধের সংস্কার (momentum)-বশে কতকদিন তাঁহাদের দেহ-ব্যাপার সচল থাকিতে পারে—চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ—তারপর দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য বা একীভাব হয়।*

এই যে ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মের সহিত একীভাব—মুক্ত পুরুষের পক্ষে যখন ইহার উপলব্ধি হয়—তখন তিনি বিশ্ব যে কেবল ব্রহ্মময় দেখেন,—সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম (ছা, ৩।১৪।১), বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (গীতা ৭।১৯) —তাহা নহে, নানাত্ব তাঁহার নিকট নিঃশেষে নিবৃত্ত হয় (Plurality is wholly negated); তখন শুধু সুস্থিত থাকেন, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ
—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্ম—মুণ্ডক, ২।২।১১

'ব্রহ্মই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে।'

---

* Until this six-senses-machine has broken up at the death of the saint, in the same way that the potter's wheel still for a time keeps on turning, after the force that had set it in motion has ceased to operate.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 377

যাজ্ঞবল্ক্য এই নানাত্ব-নিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯

'ঐ অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ হয়—(মুক্ত পুরুষ) মনঃ দ্বারা তাঁহাকেই দর্শন করেন'। কিরূপ দর্শন করেন ?

যদেবেহ তদ্ অমুত্র, যদ্ অমুত্র তদ্ অন্বিহ—কঠ, ৪।১০

'দেখেন যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে'—তিনি সর্ব্বময়, তিনিই সর্ব্ব—তিনি ভিন্ন কিছু নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—তিনি প্রপঞ্চোপশম (effacing the entire universe)—তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত।

অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্—মাণ্ডূক্য, ৭

যতদিন তিনি নানাত্ব দেখিতেন—Plurality-র আয়ত্তে ছিলেন, ততদিন তাঁহার শোক মোহ ছিল, তাঁহার ভয় ভাবনা ছিল—ততদিন তিনি মৃত্যুর অধীন ছিলেন,

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯

এখন ? একধৈবানু দ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ (বৃহ, ৪।৪।২০)—এখন তিনি একত্বের উপলব্ধি করিয়াছেন, বুঝিয়াছেন—'All plurality is *mere* appearance'; জানিয়াছেন যে, স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্ত্তিত হইয়া যেমন অলাতচক্র (fiery cricle) রচনা করে (অলাতচক্রম্ ইব স্ফুরন্তম্ আদিত্যবর্ণম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২৪), এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব সেইরূপই মায়ার বিবর্ত্ত।—এখন তিনি সেই অমেয় অজ্ঞেয় অজেয়, সেই অব্যয় অক্ষয় অদ্বয়কে আত্মস্থ করিয়াছেন—এখনও তাঁহার শোক-মোহ ?

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—ঈশ, ৭

এখন তিনি অতি-মৃত্যু জয় করিয়াছেন—তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যু-

মেতি—এখন তিনি অমৃতত্বের অধিকারী হইয়াছেন—ব্রহ্মণি স আত্মা অমৃতত্বায় (মহানার, ১৫।১০)—এখন ব্রহ্মে সুস্থিত হইয়া তাঁহার আত্মা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মে সুস্থিত হওয়াই 'ব্রাহ্মী স্থিতি'।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥—গীতা, ২।৭২

'ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। এ স্থিতিতে স্থিত হইলে মোহের অপগম হয়। যিনি অন্তবেলায় (দেহান্তকালে) ঐ স্থিতিতে সুস্থিত হন, তাঁহার 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' প্রাপ্তি হয়।'

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য উহার উপদেশ করিয়া জনককে বলিলেন—

অভয়ং বৈ প্রাপ্তোসি জনক! ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বৃহ, ৪।২।৪

'হে জনক! আপনি 'অভয়' প্রাপ্ত হইলেন।'

ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ। কেন ইহাকে 'মোক্ষ' বলা হয়? মোক্ষের স্বরূপ কি? মোক্ষ-দশাই বা কিরূপ? মোক্ষের সহিত বুদ্ধদেব যাহাকে 'নির্ব্বাণ' বলিতেন—তাহারই বা সম্বন্ধ কি?—পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ঐ সকল কথা আলোচিত হইবে।

—※—

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোক্ষ ও নির্ব্বাণ

প্রথম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, অমৃতের পুত্র জীব চিরদিন অমৃতত্ব-পিপাসু—তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'। অতএব বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দিষ্ট পুন-র্মৃত্যুময় স্বর্গস্থিতিকে জীব কোনমতে বরণ করিতে পারে না। 'স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত'—এই বিধির বিরুদ্ধে সে বলে—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদম্ আয়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক, ১।২।১২

'কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি (অস্থায়ী)-লোকের পরীক্ষান্তে নির্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছি—কৃতের দ্বারা কখনও অকৃতকে, অনিত্যের দ্বারা কখনও নিত্যকে অর্জ্জন করা যায় না।' তখন জীব অমৃতত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় (আবৃত্ত-চক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্—কঠ, ২।১।১)—এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপদিষ্ট মোক্ষমার্গে প্রবেশ করিয়া 'ব্রহ্মসাযুজ্য' সাধন করে; আর ঐ সাধনার ফলে,—যিনি অজর অমর অক্ষর, যিনি অব্যয় অক্ষয় অদ্বয়, যিনি চিরন্তন সনাতন পুরাতন—সেই ব্রহ্মের সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিয়া, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া, পুনর্মৃত্যুর পরপারে অমৃতধামে উপনীত হয়। এই যে অমৃতত্ব-সিদ্ধি, ইহারই প্রাচীন নাম মোক্ষ বা মুক্তি।

সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬

অমৃতো ভূত্বা মোক্ষী ভবতি—জাবাল ১

যদ্ ইদং সর্ব্বং মৃত্যুনা আপ্তং সর্ব্বং মৃত্যুনা অভিপন্নং, কেন যজমানো মৃত্যোঃ আপ্তিম্ অতি মুচ্যত ইতি × × × স মুক্তিঃ সা অতি-মুক্তিঃ —বৃহ, ৩।১।৬

সে যুগে কেহ কেহ আবার 'বি' বা 'প্র' উপসর্গ যোগ করিয়া এই মোক্ষকে বিশেষিত করিতেন।

অতঃ ঊর্দ্ধং বি-মোক্ষায় এব ব্রূহি—বৃহ, ৪।৩।৩৩

ইত ঊর্দ্ধং বি-মুক্তাঃ—বৃহ, ৪।৪।৮

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বি-মোক্ষ্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বি-প্র-মোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদেও ঐ 'বিমোক্ষ' শব্দের প্রয়োগ আছে—

বিমোক্খো যস্য গোচরো—অরহন্তবগ্‌গো, ৩

সম্যদঞ্‌ঞা বিমুত্তানং (বিমুক্তানাং)—পুপ্‌ফবগ্‌গো, ১৪

নির্ব্বাণ কি মোক্ষ ?

এই মোক্ষকে বুদ্ধদেব 'নির্ব্বাণ' বলিতেন—উহাই তাঁহার উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গের লক্ষ্যস্থল। কোন প্রাচীন উপনিষদে কিন্তু এই 'নির্ব্বাণ' শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, তখন পর্য্যন্ত 'নির্ব্বাণ' শব্দের মোক্ষ অর্থ হয় নাই। এমন কি, খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে সঙ্কলিত পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-ব্যাকরণেও 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ মোক্ষ নহে—নির্ব্বাণঃ অবাতে—৮।২।৫০।* বুদ্ধের

* নির্‌-পূর্ব্বক 'বা' ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় হইলে 'নির্বাত' স্থলে 'নির্ব্বাণ' পদ সিদ্ধ হইবে—অবাতে অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শ না বুঝাইলে (ন চেদ্ বাতাধিকরণো বাত্যর্থো ভবতি—কাশিকা)—যেমন নির্ব্বাণঃ অগ্নিঃ কিন্তু নির্বাতং বাতেন।

পরবর্ত্তী 'চাণক্যসূত্রে' মোক্ষের প্রতিশব্দরূপে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—দুঃখানাম্ ঔষধং নির্ব্বাণম্। ইহা বিচিত্র নয়, কারণ, চাণক্য-যুগের পূর্ব্বেই বুদ্ধদেবের দেশনার ফলে 'নির্ব্বাণ'-শব্দ ভারতাকাশ মুখরিত করিতেছিল। কোন কোন অর্ব্বাচীন উপনিষদে মোক্ষ-অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী।

এবং নির্ব্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনম্—আরুণেয়, ৫

একমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি নির্ব্বাণম্—ব্রহ্ম, ২

গীতাতেও কয়েকবার নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি—৬।১৪

স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি—২।৭২

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি—৫।২৪

গীতা এখন আমরা যে আকারে পাই, খুব সম্ভব তাহা বুদ্ধদেবের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন।† সেই জন্য গীতাতে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, দীপনির্ব্বাণ বলিলে যাহা বুঝায়, ঐ যুগে বোধ হয় 'নির্ব্বাণ' শব্দ ঐ extinction-অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই জন্য গীতাকার 'ব্রহ্ম' শব্দ উপসর্গরূপে যোগ করিয়া নির্ব্বাণ যে নাস্তিত্ব নয়, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন।

---

† আমার ধারণা, গীতা প্রাচীনতর আকারে এক সময় প্রচলিত ছিল—মহাভারতের 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে' উহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ উহা অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনে শেষ হইত।

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ—গীতা, ৫।২৫
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্—গীতা, ৫।২৬

সে যাহা হ'ক্, 'প্রকৃতম্ অনুসরামঃ'—প্রত্নতত্ত্ব ছাড়িয়া আমাদের বক্তব্যে ফিরিয়া আসি।

ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষের পন্থা

আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মবিজ্ঞানই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-লাভের অনন্য পন্থা—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪

অথ যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক,৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হন।' সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন—

যদা চর্ম্মবদ্ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় সংসারান্তো ভবিষ্যতি॥—শ্বেত, ৬।২০

'যেদিন মানুষ বাহুদ্বারা ক্ষুদ্র চর্ম্মখণ্ডের ন্যায় আকাশকেও বেষ্টন করিতে পারিবে, সেইদিন ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হইবে।'

কেবল উপনিষদের কেন, প্রাচীনতর সংহিতার ও ব্রাহ্মণেরও ঐ কথা।

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮

'আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্য-বর্ণ, যিনি

তমসের পরপার। তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়—অয়নের ইহাই অনন্য পন্থা।'

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ
আত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্॥

—অথর্ব্ববেদ, ১০।৪।৮।৪৪

'যিনি সেই চির-তরুণ, অজর, ধীর (বিপশ্চিৎ) পরমাত্মাকে জানেন, মৃত্যু হইতে তাঁহার ভয় হয় না।'

তস্যৈব আত্মা পদবিৎ তং বিদিত্বা,
ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৮

'তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আত্মা পদবিৎ (path-finder) হয়—তিনি কর্ম্মরূপ পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।'

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিন ইতি॥

—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫

'যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যা দ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না।'

আমরা দেখিয়াছি, এই ব্রহ্ম-সাযুজ্যই মোক্ষ।

ব্রহ্মবিজ্ঞান কারণ না কারক ?

এই প্রসঙ্গে আমাদের চিন্তাকে একটু সতর্ক করা আবশ্যক। ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ হয় বটে কিন্তু ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মোক্ষের জনক নয়—

অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে, কিন্তু কারক নয়। মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নয়—মোক্ষ অজাত, অকৃত—জাত বা কৃত নয়—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 'It is un-caused and is not the consequence or effect of any cause।' দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে—'It is Being and not Becoming—সম্ভূতি নয়, অসম্ভূতি, (ঈশ-উপনিষৎ, ১২-১৪*)। যাহারই উৎপত্তি আছে, তাহাই বিনাশশীল—মোক্ষ যদি নৈমিত্তিক হইত, তবে উহা নিত্য হইতে পারিত না। গৌড়পাদাচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন—

---

* ঈশ-উপনিষদের অসম্ভূতি বা অসম্ভবের সহিত ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকের 'অসম্ভব' তুলনীয়।

নমো ভূয়ঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতাম্
অসম্ভবায়াখিল সত্ত্বমূর্ত্তয়ে।

সেই জন্য ধর্ম্মপদে নির্ব্বাণকে অকৃত, অনিমিত্ত (Un- become) বলা হইয়াছে।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তোচ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো—অরহন্ত বগ্‌গো, ৩
সখারানং খয়ংঞত্বা অকতঞ্‌ঞূ সি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১
(সংস্কারাণাং ক্ষয়ং জ্ঞাত্বা অকৃত-জ্ঞোঽসি ব্রাহ্মণ!)

The highest liberty, 'holy liberty' consists in being liberated * * from being ever and again entangled in this unwholesome becoming. —The Doctrine of the Buddha, P. 309.

In the sphere of metaphysical phenomenon, to which emancipation belongs, there is in general no becoming but only a being—as all metaphysical thinkers not only in India but in the West also, from Parmenides and Plato down to Kant and Schopenhauer, have recognised. —Deussen's The Philosophy of the Upanishads, P. 344.

অনাদেরন্তবত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি ॥

—মাণ্ডূক্যকারিকা, ৪।৩০

'অনাদি সংসারের অন্ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। মোক্ষের যদি উৎপত্তি থাকিত, তবে তাহা অনন্ত হইতে পারিত না।'

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—'What has in any way become, what is compounded—that is changeable and must perish.'

যং খো পন কিঞ্চি অভিসংখতং অভিসংচেতয়িতং, তং অনিচ্চং নিরোধধর্ম্মা তি পজানতি—মজ্ঝিমনিকায়, ১ম বিভাগ

যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং—মজ্ঝিমনিকায়, ১৪৭ সূত্ত

তাই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'নিরোধ' বলিয়াছেন—(নিরোধ অর্থে dissolution of Causality)।

উপনিষদেও ঐ অর্থে 'নিরোধ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ শাসনম্।—ব্রহ্মবিন্দু, ১০

এই অর্থেই মোক্ষকে 'নিরুপাধি' বলা হয়। দেশ, কাল ও নিমিত্ত (Time, Space and Causality)—এই তিন উপাধি—মোক্ষ ঐ ত্রিবিধ উপাধির অতীত। যাহা Beyond causation, তাহা Becoming হইবে কিরূপে ?

সোপেনহয়র যে, নির্ব্বাণ বা অমৃতত্বকে 'Indestructibility *without* continued existence' বলিয়াছেন, তাহারও তাৎপর্য্য ঐ। কারণ, 'in the Redeemed One, all change, and therewith also, time has been done away. × × Because of

the ceasing of time, the very expression "to persist" has no more meaning. × × The fact itself can only be correctly characterised by negative expressions, such as "changeless," "deathless."* —Grimm's Doctrine of the Buddha. p. 179.

আরও দেখুন—আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব।

নিত্যঃ শুদ্ধঃ বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সংবিভু শ্চাদ্বিতীয়ঃ—মৈত্রেয়ী, ১।১১

গৌড়পাদ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধা স্তথা মুক্তা বুদ্ধন্ত ইতি নায়কাঃ ।।—কারিকা, ৪।৯৮

'আত্মা স্বভাবতই নির্ম্মল, নিরঞ্জন (আবরণহীন)—পূর্ব্বাপরই বুদ্ধ ও মুক্ত—তিনি জাগরিত হন মাত্র—ইহাই তত্ত্বজ্ঞের বাণী।'

অতএব আত্মা যখন নিত্য-মুক্ত, তখন তাহার মুক্তির কথা বস্তুতঃ উঠিতেই পারে না।

নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে? (সর্ব্বসার)—'আমি (অর্থাৎ আমার metaphysical I) যখন অ-কর্ত্তা, তখন আমার বন্ধমোক্ষ হইবে কিরূপে?'

---

* Immortality also as prolonged existence after death is a part of the great illusion, the hollowness of which he (Yajnavalkya) has proved. * * Yajnavalkya has therefore entirely anticipated Schopenhauer's definition of immortality as an "indestructibility without continued existence."

—Deussen. p.350.

ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ আর এক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তিঃ ইত্যেষা পরমার্থতা।—১০

'পরমার্থদৃষ্টিতে (from the absolute standpoint) মুমুক্ষা ও মুক্তির কথাই উঠিতে পারে না।'

সেই জন্য পঞ্চদশীকার বলিলেন—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতি র্ন সহতেতরাম্।

'বন্ধ-মোক্ষকে যদি 'বাস্তব' বলিতে চাও, তবে তাহা শ্রুতির অসহ্য'—কারণ, 'We are all emancipated already (how could we otherwise become so ?')

যাজ্ঞবল্ক্য যে আত্মাকে বারংবার 'অসঙ্গ' বলিয়াছেন (অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ বৃহ, ৪।৩।১৫-৬), ঐরূপ বলারও তাৎপর্য্য এই। অসঙ্গ অর্থে নির্লেপ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ—উহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্ (বৃহ, ৪।৩।২২)। *

ছান্দোগ্যও অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ—৮।৩।২।

'যেমন ক্ষেত্রে নিহিত হিরণ্যনিধির (hidden treasure) উপর প্রতিদিন সঞ্চরণ করিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান পায় না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (creatures) প্রতিদিন ব্রহ্ম-রূপ

---

* বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন—'এই পুরুষ (আত্মা) পুরিশয় (দেহধারী) বটে কিন্তু অসংবৃত—

স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ
নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্—২।৫।১৮

লোকে প্রবেশ করিলেও তাঁহার সন্ধান পায় না। কারণ, তাহারা অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যা-মোহিত)।'

এই অবিদ্যা নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।*

তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নহে।

For deliverance is not effected by the knowledge of the Atman (ব্রহ্মবিজ্ঞান) but it consists in this knowledge; it is not a *consequence* of the knowledge of the Atman but this knowledge is already deliverance (মোক্ষ) in all its fulness. (Deussen, p. 346)‡

---

† Emancipation therefore is not properly a new beginning but only the perception of that which has existed from eternity but has hitherto been concealed from us.—Deussen, p. 345,

As soon as this state of *ignorance* (অবিদ্যা) is removed by the rise of knowledge in consciousness and the cloud of ignorance thereby dispersed for ever, the motion of willing (তন্হা) *cannot* rise any more. (অর্থাৎ তন্হা বারিত হইলেই নির্ব্বাণ)—The Doctrine of the Buddha. p. 308.

‡ There is no real question of *becoming* perfect or being *made* perfect but of realising the perfection that ever is within. * * * It is realisation rather than becoming, that will help. * * Don't struggle and endevour to *become*, by great effort, that which you are essentially all the time.—Bosman.

জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান যখন যাঁহার যেখানেই হইবে—তিনিই মুক্ত—তা' সে আজই হ'ক আর কল্পান্তেই হ'ক, ইহলোকেই হ'ক বা ব্রহ্মলোকেই হ'ক—শরীর থাকিতেই হ'ক আর শরীর না থাকিতেই হ'ক—তাহাতে যায় আসে না।

ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যমস্তি
ন চেদ্ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন, ২।১৩

'ইহলোকে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হয়, তবেই মুক্তি—না হয় তবে বিনষ্টি, (মৃত্যুময়) সংসার গতি।'

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদ্ অবেদী মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে—যদি না হয়, তবে মহতী বিনষ্টি। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের অমৃতত্ব—অন্যথায় দুঃখময় সংসার।'

ইহ চেদ্ অশকৎ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥—কঠ, ৬।৪

'শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উদয় না হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে শরীর গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।'

কিন্তু জীবিতমানে যদি মর্ত্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম করিয়া ঐ বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তবে 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥—বৃহ, ৪।৪।৭

শরীর ধারণে, যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য অনুভব করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। বুদ্ধদেব এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

I have in this life entered Nirvana, while the life of Gautama has been extinguished. Self (অর্থাৎ personal self) has disappeared and Truth has taken its abode in me. (এই Truth = 'অথ সত্যম্ অস্তি'—কেন, ২।১৩)

তাঁহার পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষি বামদেব আর একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ। তাঁহার সম্বন্ধে উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

তদুক্তম্ ঋষিণা—'গর্ভে নু সন্ অন্বেষাম্ অবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা'। গর্ভ এব এতৎ শয়ানো বামদেব এবম্ উবাচ—ঐতরেয়, ২।৪

'গর্ভবাস কালেই ঋষি বামদেব এই কথা বলিয়াছিলেন—'গর্ভে থাকিয়াই আমি এই সমস্ত দেবতাগণের উৎপত্তি জানিয়াছি'। জীবন্মুক্ত ভিন্ন কে তাহা জানিতে পারে?

বৃহদারণ্যকেও এই বামদেব ঋষির প্রসঙ্গ আছে। তদ্ধ এতদ্ অপশ্যন্ ঋষি র্বামদেবঃ প্রতিপেদে—'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি

—বৃহ, ১।৪।১০

জাতিস্মর ঋষি বামদেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জানিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম'।

জীবন্মুক্তি ব্যতীত সম্বিতের এরূপ সম্প্রসারণ সম্ভবে না—কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ যাঁহার অনুভূতি হয়, তিনিই এই সমুদয় হন—অন্যে হয় না।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি', স ইদং সর্ব্বং ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০

জনক যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবিষয়ক উপদেশ আত্মস্থ করিয়া ব্রহ্মভাবে সুস্থিত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

অভয়ং বৈ জনক ! প্রাপ্তোসি—বৃহ, ৪।২।৪

এই অভয় আর কে ? এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৮।১১।১

ব্রহ্মই অভয়—অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ—বৃহ, ৪।৪।২৫

এইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীকে যাজ্ঞবল্ক্য 'শ্রোত্রিয় (শ্রুতির পারগামী), অবৃজিন, অকামহত' বলিয়াছেন এবং বৃহদারণ্যকের ৪।৩।৩২-৩ মন্ত্রে তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কথার আমরা পরে আলোচনা করিব। এখন আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এভাবে দেখিলে 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি—এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া কোথায় গমন করিবে ?' এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ, সাধারণ জীবের মত, জীবন্মুক্ত পুরুষের—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি (বৃহ, ৪।৪।৬)—উৎক্রান্তি হয় না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলে ব্রহ্মসাযুজ্য হয়।* ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য—যে ব্রহ্মের পূর্ব্ব দিক্ পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব প্রাণ—যিনি নেতি নেতি আত্মা।

তস্য প্রাচীদিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণাদিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ

---

*The soul after death goes nowhere where it has not been from the very beginning, nor does it become other than that which it has always been, the one eternal omnipresent 'Atman'. (Deussen, P. 348).

প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ—স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

কিন্তু তথাপি আমরা দেখি, বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মবিজ্ঞানীর পক্ষেও দেহ-বিগমের পর তবে ব্রহ্মসাযুজ্যের কথা বলিয়াছেন।

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যতি

—শতপথ, ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ আকাশাৎ) —এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে, এতদ্ ব্রহ্ম। এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি।—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে

—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে —কঠ, ৫।১

অর্থাৎ মোক্ষলাভের ততদিনই বিলম্ব হয়, যতদিন না দেহের বিলয় ঘটে। এমন কি ঋষি বামদেব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি শরীর ভেদের পর ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন।

স এবং বিদ্বান্ অস্মাৎ শরীরভেদাদ্ ঊর্দ্ধম্ উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐতরেয়, ২।৪

এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, সমাধি-অবস্থায় জীবন্মুক্তের ব্রহ্মসাযুজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যুত্থান-দশায়, শরীরধর্ম্মে প্রারব্ধবশে আবার সংসারের ভাণ হয়। কিন্তু

শরীরের বিলয় ঘটিলে সে সম্ভাবনা আর থাকে না—তখন নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণের যে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ ভেদও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞার পরিপাকে অর্হতের সম্বোধি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন এখানেই দেহসত্ত্বেও তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন কিন্তু সে নির্ব্বাণ 'সোপাধিশেষ' নির্ব্বাণ। দেহান্তে ঐ অর্হতের যখন পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়, সে নির্ব্বাণ 'অনু-পাধিশেষ'-নির্ব্বাণ অর্থাৎ নির্ব্বাণ 'without any remnant of accessories'।*

এই পরিনির্ব্বাণই বেদান্তের 'বিদেহ'-মুক্তি—যে মুক্তিতে মুক্তের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন দেহই থাকেনা—এমন কি বৈদান্তিকেরা যাহাকে 'দহর-কোশ' বলেন—সেই হৃত্থাকাশময়ং কোশং, যদ্দ্বারা চিন্মাত্র বা Monad-এর চিদাকাশ হইতে ঔপাধিক ভেদ সিদ্ধ হয়, এই চরম উপাধিরও বিলয় ঘটে। সেই জন্য ইহার নাম 'বি-দেহ'-মুক্তি। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধি—ব্রহ্মের সহিত নিরবচ্ছিন্ন একীভাব—কেবল মিলন নয়, মিশ্রণ—নদী যেমন করিয়া নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ মিশ্রণ। তখন নদী আর নদী থাকেনা,—সমুদ্র হইয়া যায়—অবিভাগো বচনাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬)। বিদেহ-মুক্তিতে জীবও সেইরূপ হয়—জীব আর জীব থাকেনা, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

---

* The perfected Holy Ones having rid themselves of all *upadhis* are submerged in the Deathless [অমৃত] —সুত্তনিপাত—V.

ইহা পরিনির্ব্বাণের অবস্থা। কারণ, দেহসত্ত্বে [নির্ব্বাণের অবস্থায়] 'sensations are still felt. * * We are not indeed yet free *from* them but stand towards them as *free* men.'—[The Doctrine of the Buddha, p.325].

যথা ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভেদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্রং ইত্যেব প্রোচ্যতে—প্রশ্ন ৬।৫

জলস্তম্ভে জলদ ও জলধি যেমন মিলিত হয়, কিন্তু মিশ্রিত হয়না—এ সেরূপ মিলন নহে—এ মিশ্রণ—নদী যেরূপ নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ মিশ্রণ। যাজ্ঞবল্ক্য এ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩২

এই সলিলের সহিত উপমা সার্থক—'the dew-drop slips into the shoreless sea'—জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি—কঠ, ৪।১৫

—যেমন শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু, জীবেরও তখন সেই দশা হয়।

উৎক্রান্তি ও ক্রমমুক্তি

এই প্রসঙ্গে, বৈদান্তিকেরা যাহাকে 'ক্রমমুক্তি' বলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। বেদে সাধনার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া, সাধকের পিতৃযান ও দেবযান গতির ইঙ্গিত আছে।

দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণাম্ অহং দেবানাম্ উত মর্ত্ত্যানাম্

—ঋগ্বেদ, ১০।৮৩।১৫*

পরবর্ত্তী উপনিষদে এই দুই 'সৃতি' বা মার্গের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।† পিতৃযান দক্ষিণ মার্গ, ধূমযান গতি; দেবযান উত্তর মার্গ, অর্চ্চিঃযান গতি। যাঁহারা কর্ম্মী—ইহলোকে 'ইষ্টাপূর্ত্তে'র অনুষ্ঠান

---

* বৃহদারণ্যকের ৬।৬।২ মন্ত্রে এই ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† কৌতূহলী পাঠক বৃহদারণ্যক ৬।২, ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫, ৫।৩।১০, ৫।১০।১-৬, কৌষীতকী ১।২, প্রশ্ন, ১।৯-১০, কঠ ৬।১৪-৬ ও মুণ্ডক ১।২।১০-১, ৩।১।৬ দৃষ্টি করিবেন।

করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পিতৃযানে যাত্রা করিয়া স্বর্গলোকে উপনীত হন। সেখানে 'যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা', পুণ্যক্ষয়ের পর আবার মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। ইহার নাম 'আবৃত্তি'। আর যাঁহারা ধ্যানী— ইহলোকে 'শ্রদ্ধাতপে'র অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উৎক্রান্ত হইয়া দেবযানে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। সেখান হইতে তাঁহাদের আর ফিরতে হয় না। সেই জন্য ইহার নাম 'অনাবৃত্তি'।

তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি ; তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ
—বৃহ, ৬।২।১৫

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে
—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫

গীতায় এই পিতৃযান ও দেবযানকে কৃষ্ণা গতি ও শুক্লা গতি বলা হইয়াছে—কৃষ্ণা গতিতে আবৃত্তি, শুক্লা গতিকে অনাবৃত্তি।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥—৮।২৬

ধ্যানী সাধক (যাঁহার Evolution অ-সাধারণ—Super-normal), তিনি ব্রহ্মলোকে যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ ততদিন অর্থাৎ এক কল্প-কাল অবস্থিতি করেন। পুনরায় আবর্ত্তন করেন না।

স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, ন পুনরাবর্ত্ততে—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

ব্রহ্মলোকে তাঁহার কি দশা হয়?

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডক, ৩।৬।২, কৈবল্য, ৪

১১

'তিনি সেই ব্রহ্মলোকে পরান্তকালে (অর্থাৎ কল্পান্তে—'at the end of time') পর-অমৃত হইয়া মোক্ষলাভ করেন।'

ইহারই নাম ক্রমমুক্তি। ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা যে মুক্তি, সে জীবন্মুক্তি—ব্রহ্মলোকে পরামৃত হইয়া কল্পান্তে যে মুক্তি, সে ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তি লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধ্যানাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০

'ব্রহ্মাণ্ডের অবসানে, তদধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত পরতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।'

এই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম—পরতত্ত্বপ্রাপ্তির অর্থ ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মের সহিত একীভাব, বিদেহমুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয় ঘটে, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ ('পরামৃত') হইয়া পরম পদ (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) লাভ করেন।'*

---

* এ স্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকেরও (কল্পান্তে) আবৃত্তি হয়—(কারণ, ব্রহ্মলোকও বিনশ্বর—আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!—গীতা, ৮।১৬)—যদি না ইতিমধ্যে ঐ সাধক পূর্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীধরস্বামী এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন :—

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মা সহ মোক্ষো, নান্যেষাম্।

অর্থাৎ, ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোক-গত জীবেরও অবশ্য পুনর্জ্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই

মোক্ষের স্বরূপ—অচিন্ত্য

আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের আলোচনা করিতেছি—বার বার মুক্তি-মোক্ষ-নির্ব্বাণের নাম উচ্চারণ করিয়াছি। এই মোক্ষের স্বরূপ কি?

মোক্ষের স্বরূপ মননের, বচনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্যমন হটিয়া আসে।'

যে হেতু, যিনি মুক্ত তিনি—

এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে—তৈত্তি, ২।৭

'সেই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (unconscious), অবাচ্য (unutter-able), অনিলয়ন (অগাধ=unfathomable) ব্রহ্ম-পদার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।'

তাঁহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? সেইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—

অথং গতস্স (নির্ব্বাণ-প্রাপ্তের) পমাণং (ইয়ত্তা) নত্থি। †

কারণ—নির্ব্বাণ 'অনাখ্যাত' বস্তু (ধর্ম্মপদ, পিয়বগ্‌গো, ১০)।

তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন, নতুবা করিতে পারেন না। বৌদ্ধ-গ্রন্থে আমরা ইহার সমর্থন পাই:—

They having entered the stream + + after death they will no more return to this world but in one of the highest worlds of light, attain Nibbana.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 415.

† অথং গতস্স ন পমাণং অত্থি, যেন নং বজ্জু তং তস্স নত্থি—সর্ব্বেসু ধর্ম্মেসু সমূহ-তেসু, সমূহতা বাদপথাপি সব্বে—সুত্তনিপাত, ৫ম অধ্যায়।

অতএব, Measure not with words
The Immeasurable, nor sink the plumb of thought
Into the Fathomless ! Who asks doth err,
Who answers errs. Say naught.—LIGHT OF ASIA.

কারণ, 'Nirvana is the land of silence and non-being' (The Voice of the Silence).

অতএব এ ক্ষেত্রে, তুষ্ণীমেব বরং—Silence is golden। অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ-দশা 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা।* সংযুত্তনিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত আছেন কি ? উত্তর 'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহা প্রকাশ করেন নাই।' তবে কি ন হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত নাই ? উত্তর 'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহাও প্রকাশ করেন নাই।' কেন করেন নাই ? কারণ, 'তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয়ো তুপ্পরিযোগাহো সেয্যথাপি মহাসমুদ্দো' 'যিনি তথাগত (পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত), তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, তুষ্প্রতিগ্রহ—যেমন

For the vanished One (অত্থং গতস্স) there is no measure (প্রমাণং নাত্থি)—that whereby he might be designated no longer exists.

* কারণ, নির্ব্বাণ is 'a kind of existence, that in *our* sense is no longer existence— (it is) at the portals of the unrecognisable, the transcendental. × × + Therefore no conception and consequently no word fits it.—The Doctrine of the Buddha, p. 178.

Nothing whatsoever, absolutely nothing can be told about it ; the rest is—silence ! —Ibid, p. 502.

মহাসমুদ্র—He is indefinable inscrutable immeasurable like the great ocean'। সেই প্রাচীন উপমা—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'যেমন নদী বহমান হইয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, তাহার আর নামরূপ থাকে না—তেমনি।'

সেইজন্য গ্রিম্ বলিয়াছেন—The totally-extinguished Delivered One is nowhere and everywhere. (page 359.)

নির্ব্বাণ বা মোক্ষ যখন অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা, তখন তৎসম্বন্ধে কোন মত বা view প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি? বুদ্ধদেব আনন্দকে এই কথাই বলিয়াছেন—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো আনন্দ! ভিক্খুং যো এবং বদেয্য 'হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্ঠি হি তদ্ অকত্তং। 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্ঠি হি তদ্ অকত্তং। নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্ঠিহি তদ্ অকত্তং—দীঘনিকায়, ১৫

'হে আনন্দ! বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন'—উহা দৃষ্টি (view) মাত্র—অকথ্য (unbecoming); যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র——অকথ্য; পুনশ্চ যদি কেহ বলে—'দেহান্তে তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য।'

ব্যক্তিত্বের বিলোপ

সত্য বটে, আমরা যাহাকে জীবভাব বলি, মোক্ষদশায় তাহার অভাব হয়—আমাদের ব্যক্তিত্বের (Individuality বা

Personality-র) বিলোপ ঘটে, আমাদের পৃথক্-বাহিনী চিত্তনদী নামরূপ হারাইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে মিশ্রিত হয়, আমাদের স্বতন্ত্র জীব-বিন্দু অমৃত-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা, পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৭ —'বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অক্ষর পর (ব্রহ্মে) একীভূত হয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই একীভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (বৃহ, ৪।৩।৩২)। ইহারই নাম একত্ব—অদ্বৈত, কারণ, তখন যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি (ঈশ, ১৬)

তির্ব্বতীয় মোক্ষশাস্ত্র হইতে সংকলিত 'অনাদ নাদ' (Voice of the Silence) গ্রন্থে এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে :—

And now the self is lost in the Self, thyself unto Thyself, merged in that Self, from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality,* Lanoo! where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the Ocean, the ever present ray become the All and the Eternal Radiance.

বাস্তবিক, ব্যক্তিত্বের বিলোপ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (Individuality) বলি, সেটা অনন্ত ব্রহ্মবারিধির তরঙ্গ নয়, বীচি নয়, লহরীও নয়—নগণ্য বুদ্বুদ মাত্র—mere soap-bubble।

* His individuality, the basis of all works, he has seen to be an illusion,—Deussen, p. 346. Personality, in its elements, is something alien to our true essence. From this alien thing, we only need to free ourselves.—Grimm, p. 196.

এই বুদ্বুদ-ভঙ্গে এত ভয়! আর আমাদের Personality—যাহা চিদাভাসের ছায়া, সে ত' আরও তুচ্ছ! Persona শব্দের অর্থ মুখস (mask)—যে মুখস পরিয়া প্রাচীন রোমে গ্রীশে অভিনেতারা অভিনয় করিত—এখনও তিব্বতে নর্ত্তকেরা নৃত্য করে। বস্তুতঃ এই Personality জীবের মুখ নহে, মুখস—ঐ মুখস পরিয়া জীব ভব-রঙ্গালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করে। এই মুখসের তিরোধানে এত সঙ্কোচ কেন? দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সোপেন্‌হয়র যথার্থই বলিয়াছেন—

Everybody knows himself only as an individual. × × × If he were able to be concious of what he is besides and apa rt of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherence to it.

সোপেন্‌হয়র তত্ত্বদর্শী ছিলেন। আর একজন তত্ত্বদর্শীর কথা শুনাইব—ইনি রাজকবি টেনিসন্।

And thro' loss of self
The gain of such large life, as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.

—The Ancient Sage *

---

* টেনিসন্ একান্তে বসিয়া একাগ্রভাবে নিজের নাম উচ্চারণ করিলে একরূপ সমাধিদশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার loss of personality (ব্যক্তিত্বের বিলোপ) ঘটিত। ঐ অবস্থার বর্ণন করিয়া টেনিসন্ তাঁহার বন্ধু টিন্‌ডেলকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক উহা হইতে দেখিবেন loss of personality বস্তুতঃ কিছুই নহে!

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববিদ্যাসভার অধিনেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট কয়েকটী মনোজ্ঞ কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতি প্রণিধান করা উচিত।

The Nirvanic consciousness is the antithesis of 'annihilation'; it is existence raised to a vividness and intensity, inconceivable to those who know only the life of the senses and the mind. As the farthing rushlight to the splendour of the sun at noon, so is the earthbound consciousness to the Nirvanic, and to regard it as annihilalion, because the limits of the earthly consciousness have vanished, is as though a man, knowing only the rushlight, should say that light could not exist without a wick immersed in tallow.

—The Ancient Wisdom, pp. 221-22.

"I have never had any revelations through anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being and this not a confused state but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words?"

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কৃষ্ণমূর্ত্তি মোক্ষের আস্বাদন পাইয়া, তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তৎপ্রতি অবধান দেওয়া কর্ত্তব্য।

Liberation is not annihilation, × × Liberation is not negative. On the contrary it is positive. It is not entering into a mere void and there losing yourself. × × × It is true that there is no separate self but there is the Self of all.—By What Authority, p. 37.

এই আমিত্বের সম্প্রসারণই মুক্তি।—তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করেন, 'আমিই এই বিশ্ব'। ইহাই তাঁহার পরম অবস্থা।' অর্থাৎ

'It is the condition, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual conciousness. (Deussen).

সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'—মুক্ত দশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকেনা (that is; he is without individual consciousness).

'দেব ইব রাজা ইব'—যাজ্ঞবল্ক্যের এ বর্ণনার সহিত বৌদ্ধের দিক্ হইতে স্যার এড়ুইন আর্ণল্ডের নির্ব্বাণের বর্ণনা তুলনা করুন।

Until greater than Kings, than Gods more glad,
The aching craze to live ends, and life glides

Lifeless, to nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana—sinless, stirless rest—
That change which never changes!

—The Light of Asia, Book vi.

পুনশ্চ : He goes
Unto Nirvana. He is one with life*
Yet lives not. He is blest, ceasing to be.
× × × Seeking nothing he gains all,
Foregoing self, the Universe grows 'I'.

Ibid, Book VIII

অতএব বুঝিয়া দেখিলে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষ ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ ভিন্ন নয়।

নির্ব্বাণ কি নাস্তিত্ব?

আর এক কথা। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ অতর্ক্য, অবর্ণ্য, অকথ্য, অচিন্ত্য হইলেও—নির্ব্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও—ইহা নিঃসংশয় যে, নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নয়—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'abyss of absolute annihilation' বলিয়াছেন, নির্ব্বাণ নিশ্চয়ই সে বিনাশ নয়। কারণ—'Our dew-drop slips into the shoreless sea' বটে কিন্তু 'is not lost therein'। † সেই জন্য 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা

* অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি—কৌষীতকী, ৩।৩।
ঐ প্রাণ মহাপ্রাণ (Life)—life নহে।

† C. W Leadbeater's How Theosophy came to me, p. 161.
সেই জন্য জর্জ্জ গ্রিম এই নাস্তিত্ব-বাদকে 'the non-sense of absolute Nihilism' বলিয়াছেন (Doctrine of the Buddha, p. 162).

অস্তি' এরূপ বলায় পাছে উচ্ছেদের আশঙ্কা হয়, তাই যাজ্ঞবল্ক্য সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—মুক্ত দশাতেও 'অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।' (বৃহ, ৪।৫।১৪)

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা। তাঁহার নিজ মুখের বাণী এই :—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্‌খবে! ভিক্‌খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্‌সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্‌স হেতু? দিট্‌ঠে বাহং ভিক্‌খবে! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি।—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত

'হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত —ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা অন্য দেবতা—কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনিই (Here and Now) অননুবেদ্য (untraceable)। এইরূপ বলার জন্য কেহ কেহ আমার 'বৈনাশিক' অপবাদ দেন—'বেনসিকো সমনো গোতমো'—কিন্তু ঐ অপবাদ অমূলক (অসতা তুচ্ছা মুসা—wrong, erroneous, false)।

এই প্রসঙ্গে স্যার এডুইন্ আর্নল্ডের উদাত্ত শ্লোকগুলি আমাদের স্মর্ত্তব্য।

If any teach, Nirvana is to cease
    Say unto such they lie.
If any teach, Nirvana is to live
    Say unto such they err ; not knowing this
Nor what light shines beyond their broken lamps
Nor lifeless, limitless bliss.

—LIGHT OF ASIA, Book viii.

ঠিক্ কথা ! যে নির্ব্বাণ অস্তি-নাস্তির পরাৎপর অবস্থা—আমরা বদ্ধ মানুষ এই সংকীর্ণ বুদ্ধি মন লইয়া তদ্ বিষয়ে কি জল্পনা করিব ? এ যেন—'as though a sparrow with his limited wing-power and restricted eye-reach should chitter of the eagle from his umbrageous cover'—এ যেন তিত্তিরির সমুদ্র-তরণ, সফরীর সাগর-শোষণ—তেমনি ব্যর্থ, তেমনি বিফল, তেমনিই হাস্যকর—নয় কি ?

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তের অবস্থা

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, মোক্ষ মননের বচনের বর্ণনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্য মন হটিয়া আইসে।'

পুনশ্চ, মোক্ষ 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন'—কেন না, 'Nirvana is the land of silence and non-being' (*Voice of the Silence*). অতএব মোক্ষ 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা। যিনি নির্ব্বাণী, তিনি 'is no-where and everywhere.'

নাহং কচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং ন চ মম কচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি।*—মজ্ঝিমনিকায়

যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সমুদ্রের মতই অগাধ, অনন্ত, অপ্রমেয়। সেইজন্য একজন অভিজ্ঞ লেখক মোক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss far above earthly comprehension. (Man, Visible and Invisible).

---

*I am not anywhere whatsoever, to any one whatsoever, in anything whatsoever; neither is anything whatsoever mine, anywhere whatsoever, in anything whatsoever.—Majjhima Nikaya, II. 263,

মোক্ষ-ভুমানন্দ

মোক্ষ সম্বন্ধে উহাই সার কথা—such a level of peace and bliss, এমন স্বস্তি ও শান্তি, যাহা মনুষ্যধারণার বহু ঊর্দ্ধে। সেইজন্য মুক্তিকে পরা শান্তি এবং পরম আনন্দ বলা হয়।

ঐ আনন্দের দিক্ হইতে গীতা ইহাকে 'অত্যন্ত সুখ' বলিয়াছেন—সে সুখ 'ব্রহ্মসংস্পর্শ'-জনিত—সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে—গীতা, ৬।২৮

অন্যত্র গীতা মুক্তের (ব্রহ্মযোগ-যুক্তের) সুখকে 'অক্ষয়' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে—গীতা, ৫।২১

উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমা' বা 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য'† (acme of bliss) বলা হইয়াছে।

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি—মুণ্ডক, ২।২।৭

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং × × যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্—ছান্দোগ্য, ৭।২০।১-২

অর্থাৎ মোক্ষ বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি ভূমানন্দের অবস্থা।

যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এই ভূমানন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধিমান্, সকলের অধিপতি, সর্ব্ববিধ মনুষ্য-ভোগের অধিকারী—ঐ ব্যক্তির যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যলোকের চরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যানাং পরম আনন্দ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

---

† বৃহ, ২।১।১৯

পিতৃলোকের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্ব্ব-লোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্ম্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের তাহা শত গুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্ম্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতি লোকের যে আনন্দ, আজানদেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতি লোকের আনন্দ তার শতাংশের একাংশ মাত্র—

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার আনন্দের ঐ পরিমাণ—

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ

—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ নির্ব্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষকোটি গুণ (billion times)। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ইহার উপর কয়েক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক হন, আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের চরম।'

ব্রহ্মের যে আনন্দ সে আনন্দ ঐ মনুষ্য-আনন্দের ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ গুণ অর্থাৎ one hundred trillion times. অকামহত শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তের আনন্দ এইরূপই—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য—তৈত্তি ২।৮

এইরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির আনন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। সেইজন্যই ইহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরাও নির্ব্বাণের প্রসঙ্গে বলেন—Bliss is Nibbana, Bliss is Nibbana (অঙ্গুত্তর-নিকায়)। ইহা শারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলেন, মুক্ত পুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্ঞ্ঞং চা ততো সন্ততরং (মজ্ঝিমনিকায়)—অর্থাৎ নির্ব্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—এ আনন্দং নন্দনাতীতম্। অন্যত্র বুদ্ধদেব পোট্ঠপাদকে বলিয়াছেন—

'Rather will all that I have mentioned happen, and then only joy, pleasure, quietude, earnest reflection, complete consciousness and *bliss* ensue.'—দীঘনিকায় 1X

এই আনন্দ যে পরম সুখ * (highest bliss), ধম্মপদে তাহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্গো, ৮
পস্সে চ বিপুলং সুখং—পক্কিণ্ণক বগ্গো, ১

---

* এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাইস্ ডেভিডস্ (Professor Rhys Davids) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

One might fill pages with the awestruck and ecstatic praise lavished in the writings of the early Buddhists upon the glorious *bliss* and peace of the mental condition it (Nirvana) involved. They had endless love-names for it.—Lectures on Buddhism, pp. 150-151.

মুক্তি—পরা শান্তি

মুক্তি শুধু পরম অনন্দ নহে—মুক্তি পরা শান্তি—

'that peace that passes understanding'—'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled' (Rhys Davids, p. 166).

তম্ আত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্—কঠ, ৫।১৩

'সেই ব্রহ্মকে যে ধীর ব্যক্তি আত্মার মধ্যে অনুভব করেন, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।'

ইহাই প্রকৃত জ্ঞান—যাহার অচির ফল পরা শান্তি।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা, ৪।৩৯

অন্যত্র গীতা ইহাকে 'শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং' বলিয়াছেন (৬।১৫)। হংস-উপনিষদের বর্ণনায় যিনি মুক্ত, তিনি 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে'—মুক্ত 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ (self-illuminated), শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন (stainless) ও শান্ত।' বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণের পরা শান্তি লক্ষ্য করিয়া, উহার সংজ্ঞা এই :—

'Blissful tranquility' 'stainless bliss of eternal peace' 'absolute peace' 'eternal peace' 'eternal rest, eternal stillness, the great peace.'—(The Doctrine of the Buddha, pp. 350 & 356).

মুক্ত পুরুষ যে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অশান্তির নিদান কি? কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা। নির্ব্বাণ

দশায় যখন—যত্র কামাঃ পরাগতাঃ, সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়, সমস্ত বাসনা উন্মূলিত হয় (ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।২), সমস্ত তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয় (মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ—মুক্তিক, ২।৬৮)—তখন নির্ব্বাণীর অশান্তি আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুক্ত পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অকামহত' নাম দিলেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম' (বৃহ, ৪।৪।৬) এই বিশেষণ-চতুষ্টয়ে বিশেষিত করিয়া বলিলেন—তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। ইহাকেই বলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। এই ব্রহ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—১৮।৫৪

ব্রহ্মভূত পুরুষ কেবল প্রশান্ত নহেন, তিনি কামের ও শোকের অতীত।

যাজ্ঞবল্ক্যেরও ঐ কথা—

তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ, হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

অন্যান্য উপনিষদেরও ঐ উক্তি—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩

তরতি শোকং তরতি পাপ্‌মানং—মুণ্ডক, ৩।২।৯

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি—কঠ, ২।২২

'সেই মহতো মহীয়ান্ (বিভু) পরমাত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকের অতীত হন।'

এই জন্যই মোক্ষশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়ের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাসভাষ্যে একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার মর্ম্ম এই যে,

ইহলোকে যে কামসুখ এবং দিব্যলোকে যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

বুদ্ধদেবও মনোজ্ঞ ভাষায় তন্‌হা-বিজয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সর্ব্বসঙ্‌খারসমথে সব্বুপধিপটিনিস্‌সগ্‌গো তন্‌হক্‌খায়ো বিরাগো নিব্বাণংতি—মজ্ঝিমনিকায়

অর্থাৎ 'This is the peaceful, this is the exalted : the coming to rest of all organic processes, the becoming free from all *upadhis*, the drying up of thirst, the unattractiveness, Nirodha, Nibbana.'

'In him, who dwells in the insight into the transitoriness of all the fetters of existence, thirst (তন্‌হা) is annihilated ; through the annihilation of thirst, উপাদান (grasping) is annihilated ; through the annihilation of grasping, ভব (becoming) is annihilated ; through the annihilation of becoming, জাতি (birth) is annihilated ; through the annihilation of birth, old age, sickness, death, pain, lamentation, suffering, sorrow and despair are annihilated.'

অশান্তির আর একটি কারণ—স্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত—এক কথায় কর্ম্মবিপাক, যাহার ফলে সুখ দুঃখ, 'হ্লাদ পরিতাপ'।

তে হ্লাদ-পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।১৪

মুক্তপুরুষ কিন্তু বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত—

বিসুকৃতঃ বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্—কৌষী, ১।৪

তিনি পুণ্যপাপ-প্রহীন (ধম্মপদ, চিত্ত বগ্‌গো, ৭)

তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অবসিত—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

অতএব পাপ ও পুণ্য, কৃত ও অকৃত তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এতং হ বা ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপম্ অকরবম্ ইতি স য এবং বিদ্বান্—তৈত্তি, ২।৮

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী—তাঁহাকে 'কেন আমি পুণ্য করিলাম না—কেন আমি পাপ করিলাম'—এ চিন্তা কখনও তাপিত করে না।' কারণ তিনি,

তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

এই সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই—

এবম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ। ইত্যতঃ পাপং অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ × × আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্‌মা তরতি সর্ব্বং পাপ্‌মানং তরতি। নৈনং পাপ্‌মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্‌মানং তপতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২২-৩

'ইঁহাকে 'কি আমি পাপ করিয়াছি, কি আমি পুণ্য করিয়াছি' এ চিন্তা পীড়িত করে না—এ উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না। × × যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি 'আত্মরতি,' আত্মক্রীড়' (মুণ্ডক ৩।১।৪)—পাপ তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন; পাপ তাঁহাকে

তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।'

ব্রাহ্মণ কে? ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার চর্য্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন্ স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১)—'By living as chance may determine' অর্থাৎ তিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (গীতা)।*

এই ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই ঋকৃটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান্
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ, তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন।

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম্মদ্বারা অপচিত বা উপচিত হন না। ব্রহ্মের পদ (তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন কেন?'

ইহাকেই বলে, সঞ্চিতের বিনাশ—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—গীতা, ৪।৩৭

---

*বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের ঐরূপই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি পথামন্তীং ন শোচতি।
সংগ্রাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।—উদান, ১।৮

The coming does not make him glad,
The going does not make him sad;
The monk, from longing all released,
Him do I call a Brahmana.

বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— .

যদ্ ইহ বা অপি বহ্বিব অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্ব্বম্ এব তৎ সংদহতি, এবং হৈব এবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমৃতঃ সংভবতি—বৃহ, ৫।১৪।৮

'যদি বহু কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সে সমুদায়ই দগ্ধ করে। সেইরূপ এই প্রকার বিজ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন তথাপি তিনি সে সমস্ত বিনাশ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর অমর হয়েন।'

ছান্দোগ্যের এ সম্বন্ধে উক্তি এই—

তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—৫।২৪।৩

'যেমন ঈষিকা-বৃক্ষের তুলা (fibre) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞানীর সমস্ত পাপ প্রদগ্ধ হয়।'

ইহার সহিত ধর্ম্মপদের নিম্নোক্তি তুলনীয় :—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনিঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

—ধর্ম্মপদ, পকিণ্ণক বগ্গো, ৫

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শুধু সঞ্চিতের বিনাশ হয় না—ক্রিয়মান কর্ম্মেরও 'অশ্লেষ' হয়!

তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩*

---

*ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয়

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water—just so,

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করেনা, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ করে না।' ইহাকেই গীতা 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' বলিয়াছেন।

ঈশ-উপনিষদ্ সেই জন্য বলিলেন—

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—২

অর্থাৎ এইরূপ হইলে, (ক্রিয়মান) কর্ম্মের আর সংশ্লেষ হয়না। বাদরায়ণ মুক্ত পুরুষের কর্ম্মসম্পর্কে এই 'অশ্লেষ-বিনাশ' লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন—

তদধিগমে উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্-ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৩

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্ম (যাহা সাধারণতঃ বন্ধের কারণ) বন্ধের হেতু হয়না।

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মজ্ঞের) একটি বিশেষণ দিলেন 'বিচিকিৎস'। বিচিকিৎসার অর্থ সংশয় (doubt)। ইহাও অশান্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, কারণ তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেন, সত্যের তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়—

—পাশ্চাত্যের যাহাকে temperamental reaction to the vision of Reality বলিতেছেন। অতএব—

Brahmin, I am born within the world. but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain.—অঙ্গুত্তর নিকায় II

ইহার পালি মূল এই :—সেয্যথাপি ব্রাহ্মণ! উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবট্ঠং উদকং অচ্চুগ্গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন, এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ! লোকে জাতো লোকে সংবট্ঠো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন।

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—মুণ্ডক, ২।২।৬

ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি (৩।১৪।৪)—'যাঁহার এই অবস্থা, তাঁহার কখনও সংশয় হয়না' অর্থাৎ 'The illusion, when once it has been penetrated, can no longer delude.'

মুক্তের অবস্থা বর্ণন করিয়া ছান্দোগ্য আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে—অপহতপাপ্মা এষ ব্রহ্মলোকঃ।

তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি—ছান্দোগ্য, ৮।৪।১-২

'যিনি পরমাত্মা, তিনি সেতু—এই সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু। ঐ সেতুকে দিবারাত্রি, জরা মৃত্যু, শোক, সুকৃত দুষ্কৃত, উত্তরণ করিতে পারেনা।

অতএব যিনি এই সেতু উত্তীর্ণ হন, তিনি যেন অন্ধ ছিলেন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন অক্ষত হন, রোগী ছিলেন অরোগী হন।'

ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয়ঃ—

এবমেব খো মহারাজ! ভিক্‌খু যথা ইনং যথা রোগং যথা বন্ধনাগারং যথা দাসব্যং যথা কন্তরদ্ধানমগ্‌গং ইমে পঞ্চ নীবারণে অপ্পহীণে অত্তং সমনুপস্‌সতি, সেয্‌যুথাপি মহারাজ! যথা আনণ্যং যথা আরোগ্যং যথা বন্ধনা মোক্‌খং যথা ভুজিনং যথা খেমন্ত ভূমিং এবমেব খো মহারাজ! ইমে পঞ্চ নীবারণে পহীণে অত্তং সমনুপস্‌সতি—দীঘনিকায়

'Even thus, O king, as a debt, as an illness, as imprisonment, as thraldom, as a desert journey, does the monk regard these Five Impediments, while as yet they are not banished from within him. But like a cancelled debt, like recovery from illness, like release from prison, like being a freed man, like safe soil—even so does the monk regard the banishing of these Five Impediments from within him.'—Digha Nikaya, II.

যিনি নির্ব্বাণের তোরণে উপনীত হইয়াছেন, বুদ্ধদেব অন্যত্র তাঁহার অবস্থা (attitude) এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতাতি পজানাতি।

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি, বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি।—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

'তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত'। যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'।

যদি অতুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন, তবেও তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, তুঃখকর হ'ক, অতুঃখ-অসুখকর হ'ক, তিনি 'বিসংযুক্ত' (উদাসীন) ভাবে তাহা ভোগ করেন।'

গীতার সেই প্রাচীন কথা—উদাসীনবদ্ আসীনং × × অসক্তং তেষু কর্ম্মসু।

বুদ্ধদেবও ঐ মর্ম্মে আনন্দকে বলিয়াছেন—

পটিখুলং চ অপটিখুলং চ তদ্ উভয়ং অভিনিবজ্জেত্বা উপেখ্কো বিহরেয্যং সতো সংপজনো তি উপেখ্কো তত্থ বিহরতি সতো সংপজনো এবং খো আনন্দ অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দিয়ো —মজ্ঝিমনিকায়, ৩

অর্থাৎ প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জ্জন করিয়া উপেক্ষক (উদাসীন ভাবে = with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ! যিনি 'অরিয়' (আর্য্য—saint), তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।

এই যে 'Equal Mind,' গীতা ইহাকেই 'সমত্ব' বলিয়াছেন—সমত্বং যোগ উচ্যতে। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

সেই অবস্থায় নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদ্ অসীনং গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥—গীতা, ১৪।২২-৩

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহা 'অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণম্', নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা—

পক্ষপাত-বিনির্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—ব্রহ্মবিন্দু, ৬

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

যে মে দুক্খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেন্যো কোপি ন বিজ্জতি॥
সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বথ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খাপরং॥

—চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ, যশঃ ও অযশঃ আমার নিকট তুল্য মূল্য। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)।

সেই গীতার কথা—

ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধি রসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥—৫।২০

'যিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে স্থিত—তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন—প্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রহর্ষ নাই, অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার উদ্বেগ নাই।'

ইহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা—যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত 'ব্রাহ্মণে'র অনুষ্ঠেয়—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত'।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৪।৪।২১

কারণ, এইরূপ 'প্রাজ্ঞ' ব্রাহ্মণই—শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

তস্মাদ্ এবংবিৎ শান্তো দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বম্ আত্মানং পশ্যতি—বৃহ,৪।৪।২৩

সন্ন্যাস-উপনিষৎ-সমূহে এ অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-উপনিষদ্ বলেন 'তাঁহারই ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ, যাঁহারা জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহার জ্ঞানময় উপবীত।'

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

এইরূপ ব্রাহ্মণের লক্ষ্য—পরম পদে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য।

গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদম্ অনাময়ম্।

এইরূপ ব্রাহ্মণ পরম-হংস-পদারূঢ়।

'তিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। ক্ষুৎপিপাসা, শোক মোহ ও জরামৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্রের ছয়টি উর্ম্মি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি নিন্দাগর্ব্ব হিংসাদম্ভদর্প ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ অসূয়া অহংকারাদি বর্জ্জন করিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্ব্বক) নিজ শরীরকে শবদেহ জ্ঞান করেন।'

ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানে চ ষড়ুর্ম্মিবর্জ্জং নিন্দাগর্ব্বমৎসরদম্ভদর্পেচ্ছাদ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহহর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

'তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করেন?' ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসাং চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

'হে সন্ন্যাসী! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প হিংসা মমত্ব অহংকার অসত্য সর্ব্বথা বর্জ্জন কর।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দর্পাসূয়া-মমত্বাহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ—আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ, সুখে ন স্পৃহা, ত্যাগো রাগে, সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন মোদতে—পরমহংস, ৪

'দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন, সর্ব্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষরাগ-বর্জ্জিত।'

তিনি নিন্দা-স্তুতির অতীত—

স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্—সন্ন্যাস, ৪

তাঁহার সম্পর্কে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দর্পাসূয়া-মমত্বাহংকারাদীন্ বিতীর্য্য মানাপমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জ্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবংবিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সন্ন্যাসী 'কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দা-স্তুতি বর্জ্জন করিয়া, তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এইখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।'

তখন তাঁহার স্থিতি কিরূপ হয়?

সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গতিঃ উপরমতে, য আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্

ব্রহ্মাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি—পরমহংস উপনিষদ্।

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত্ত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন, কৃতকৃত্য হন।'

এইবার চরমপন্থী পরিব্রাজক পরমধামে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার জন্য 'বৈতরণী'র ঘাটে ওঁকার-নৌকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল (ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হ্বদয়াকাশস্থ পারং তীর্ত্বা—মৈত্রী ৬।২৮), এখন তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—

ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাথ সারথিম্।
ব্রহ্মলোক-পদান্বেষী রুদ্রারাধন-তৎপরঃ ॥—অমৃতনাদ ২

যিনি এই অবস্থায় উপনীত, তিনি বুদ্ধদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং ; কতং করণীয়ং, নাপরং ইত্থত্তা যাতি—মজ্ঝিমনিকায়

'পুনর্জন্ম রহিত হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন অবসিত হইয়াছে, করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই।'

যোগসূত্রে এইরূপ পুরুষকে 'চরিতাধিকার' বলা হইয়াছে—তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা (২।২৭ সূত্র)—'তাঁহার সপ্তবিধ প্রজ্ঞা উদিত হয়'। কি কি ?

(১) পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়ম্ অস্তি—'হেয়' পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আর কিছু পরিজ্ঞেয় নাই। (২) ক্ষীণাঃ হেয়হেতবঃ, ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যং অস্তি—হেয়-হেতু ক্ষয়িত হইয়াছে, আর কিছু

ক্ষয় করিবার নাই। (৩) সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্—নিরোধ-সমাধি দ্বারা 'হান' অধিগত হইয়াছে। (৪) ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ—বিবেকখ্যাতি-(প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-বিজ্ঞান-) রূপ 'হানোপায়' উপলব্ধ হইয়াছে।

(প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্য্য-বিমুক্তি—ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্য-বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ; চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—আর ত্রিবিধ চিত্তবিমুক্তি লইয়া সপ্তবিধ প্রজ্ঞা)

(৫) চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ—বুদ্ধির করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। (৬) গুণা গিরিশিখরতটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেন অস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং প্রবিলীনানাং পুনরস্তি উৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ইতি—গিরিশৃঙ্গচ্যুত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় নিরাশ্রয় গুণত্রয় স্বকারণ প্রকৃতিতে অস্তোন্মুখ হইয়াছে—প্রয়োজনের অভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না। (৭) এতস্যাম্ অবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—আর পুরুষ? ঐ অবস্থায় তিনি গুণসম্বন্ধের অতীত (অসঙ্গ) হইয়া স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ (স্বয়ং জ্যোতিঃ), অমল, কেবলী হইয়াছেন।—ব্যাসভাষ্য।

অধ্যাপক ডয়সান্ এইরূপ 'চরিতাধিকার' পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া, উপনিষদের ভাষায় বলিয়াছেন—

'He who has recognised 'Aham Brahma asmi' 'I am Brahman', he already is, not will be delivered; he sees through the illusion of plurality (নানাত্ব), knows himself as the sole real, as the substance of all that exists—and is thereby exalted above all desire (কাম)।

মোক্ষ শব্দের নিরুক্তি

এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম, মোক্ষ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি। মোক্ষ অর্থে বন্ধন-মুক্তি (Release, Liberation, Emancipation)। কিসের বন্ধন (Bondage)? অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, মোহের বন্ধন। ইহাদিগকে উপনিষদে গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা জীবের বদ্ধ ভাব হয়। পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪।৭)—মোহের অধীন হইয়া জীবের ঈশ্বরভাবের তিরোভাব হয়। অতএব ইহারা Fetters, Knots, Bands, Bonds that bind the soul to the objects of sense; এবং ঐ অবিদ্যার শাতন হইলে, ঐ কামনা-বাসনার বারণ হইলে, ঐ মোহের উন্মূলন হইলেই জীবের মুক্তি (Deliverance)।

তখন—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ—মুণ্ডক, ২।২।৮

তখন গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

তখন স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

তখন জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১

অতএব ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ (Summum Bonum)। সেইজন্য মুক্তির নাম নিঃশ্রেয়স। ধর্ম্মপদের ভাষায়,—নির্ব্বাণং যোগক্ষেমং অনুত্তরং (অপ্পমাদবগ্‌গো, ৭)

উপনিষদ্ প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়ঃ
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ—কঠ, ২।১

প্রেয়ঃ প্রবৃত্তির পথ (Primrose Path of Dalliance)—

শ্রেয়ঃ নিবৃত্তির পথ। আর মোক্ষ নিঃশ্রেয়স—নিবৃত্তির পথের goal (গম্যস্থান)। তাই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'the highest, holy freedom' বলিয়াছেন ; কারণ—যিনি নির্ব্বাণী, তিনি—

already in this present life, has actually realised complete deliverance from everything that is অনাত্মা—has completed the gigantic task of getting rid of his bondage to this will (তন্‌হা) ; he has burst all the fetters, 'whether refined or gross.'—(Grimm, p. 333)

সেই জন্য সাংখ্যেরা মুক্তিকে 'অন্তরায়-ধ্বস্তি' বলেন—মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তিঃ ন পরঃ (সাংখ্যসূত্র, ৬।২০)—অন্তরায়-ধ্বংসই মুক্তি। কি অন্তরায়? কামনা বাসনা, শোকমোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা মৃত্যু—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) অশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরা-মৃত্যুম্ অত্যেতি (বৃহ, ৩।৫।১)

বুদ্ধদেব এই মোক্ষকে নির্ব্বাণ বলিলেন কেন? তাঁহার নিজের মুখের বাণী শুনুন।

সেয্‌যুথাপি ভিক্‌খবে! তেলং চ পটিচ্চ বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝাযেয্‌য, তত্র পুরিসো ন কালেন কালং তেলং আসিঞ্‌চেয্‌য ন বট্টিং চ উপসংহরেয্‌য। এবং হি সো ভিক্‌খবে! তেলপ্পদিপো পুরিমন চ উপাদানস্‌স পরিযাদানা অঞ্‌ঞস্‌সচ অনুপাহারো অনাহারো নিব্বায়েয্‌য। এবং এব খো ভিক্‌খবে! সঞ্‌যোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্‌সিনো বিহরতো তন্‌হা নিরুজ্ঝতি, তন্‌হানিরোধা উপাদাননিরোধোপি। এবং এতস্‌স কেবলস্‌স দুক্‌খখন্ধস্স নিরোধো হোতি*—সংযুক্ত-নিকায়, ২

* সেয্‌যুথাপি ভিক্ষু! তেলং চ পটিচ্চ, বট্টিং চ পটিচ্চ, তেলপ্পদীপো ঝায়তি তস্‌স এব

'হে ভিক্ষুগণ! যেমন তৈল ও বর্ত্তি সংযোগে প্রজ্জলিত প্রদীপে যদি কেহ তৈল ও বর্ত্তি আর যোগ না করে, তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত 'সংযোজনের' (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান (grasping) নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

I teach the annihilation of craving, the annhilation of hatred, the annihilation of delusion.†

অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নয়।

Nirvana is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ—of desire, hatred and illusion.—What is Buddhism? p. 60.

This epithet is Nirvana, 'the going out', that is to say, the going out in the heart of the three fires of lust, ill-will and dullness.—Rhys Davids. p. 151.

তেলস্স চ বট্টিয়া পরিযাদানা অঞ্ঞস্স চ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বায়তি —মজ্ঝিমনিকায়, ১৪০ সুত্ত

†'Nibbana, Nibbana, so they say friend Sariputta! Now what means Nibbana?' 'That which is the vanishing of desire, the vanishing of hate, the vanishing of delusion—that, friend, is called Nibbana'. —সংযুক্ত নিকায়, VI

সব্বরাগ দোস মোহ নিহিত নিংনীতকসাবো—He (the Delivered One) is entirely free from greed, hate and delusion.—মধ্যম নিকায়, III

এই যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহারা তৃষ্ণা বা তন্‌হারই প্রকট মূর্ত্তি; সেই জন্য ত্রিপিটকে বহুবার 'তন্‌হা-নির্ব্বাণকে'ই নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।*

'All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তন্‌হা) to remain in contact with the world.' —Grimm, p. 339.

অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়—সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ

—শ্বেত, ৬।১৬

অতএব যিনি মুক্ত, যিনি নির্ব্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পূব্বে লোভো, তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পূব্বে দোসো, তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পূব্বে মোহো তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং ইতি—অঙ্গুত্তরনিকায় I

'একদিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।

---

* Desire, hate and delusion represent the three modes of manifestation of thirst. Accordingly, in the canon, we find frequent direct mention of Tanha-Nibbana, 'thirst-extinction, —Grimm, pp. 338-9.

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ

যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, যাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভবন।

মুক্তি-ব্রাহ্মী স্থিতি

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি—কৌষী; ১।৪

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

ইহারই নামান্তর অমৃতত্ব-সিদ্ধি—

বিদ্বান্ ব্রহ্ম, অমৃতঃ অমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭

যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—বৃহ, ৪।৪।১৪

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুম্ এতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—শুক্ল যজুঃ, ৩১।১৮

আমরা দেখিয়াছি, ঐ ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি যে দেহান্তে পরলোকেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই—দেহসত্ত্বে ইহলোকেও হইতে পারে।

এবং মুক্তি-ফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২

—কেননা, মোক্ষ প্রতিবন্ধ-ক্ষয় বা 'অন্তরায়ধ্বস্তি'র উপরই নির্ভর করে।

ঐহিক বা ইহলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম জীবন্মুক্তি—

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র (অর্থাৎ ইহলোকে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে
—বৃহ, ৪।৪।৭

ইহ (এখানে) চেদ্ অবেদীদ্, অথ সত্যম্ অস্তি—কেন ২।১৩

—এবং আমুষ্মিক বা পরলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম ক্রমমুক্তি।

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে—মুণ্ডক, ৩।৬।২

এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যা-জন্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহার ফলে মুক্তি) প্রতিবন্ধ-ক্ষয়াপেক্ষয়া স্থিতম্ ইতি।

ঐহিকম্ অপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

কিন্তু ঐ মুক্তি ঐহিকই হউক আর আমুষ্মিকই হউক, এভাবে দেখিলে, উহা ব্রহ্ম-সাযুজ্য, ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মের সহিত একীভাব।

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে
—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

'মোক্ষের অনন্তর, মুক্তির নিরন্তর ব্রহ্ম-সংপত্তি'—সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি (ছান্দোগ্য, ৬।৮।১)

তখন সেই সনাতন চিরন্তন, অজর অমর অক্ষর সতের সহিত, ব্রহ্মের সহিত, জীবের একীভাব হয়।

ঐ একীভূত ব্রহ্মিষ্ঠকে, ঐরূপ ব্রহ্মে-স্থিত পুরুষকে যাজ্ঞবল্ক্য 'প্রতিবুদ্ধ' বলিয়াছেন—

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।—বৃহ, ৪।৪।১৩

'এই গহন (অনর্থ-সংকুল) দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যাঁহার আত্মা অনুবিত্ত (ব্রহ্মবিৎ) হইয়াছে, তিনি 'প্রতিবুদ্ধ'।

'প্রতিবুদ্ধ' কেন? যেহেতু, তিনি মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছেন। তাই শাক্যসিংহের সার্থক নাম বুদ্ধ—কারণ, তিনি সম্বুদ্ধ—সম্যক্ জাগরিত—'The fully wake One'।

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥
—মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।১৬

'অনাদি-মায়া-ঘোরে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, * তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্ন-হীন দ্বৈতহীন ব্রহ্মতত্ত্ব।'

মজ্ঝিমনিকায়েরও ঐ কথা—

ধম্মং দেসিয়মানে চিত্তং পক্‌খন্দতি, পসীদতি সংতিট্‌ঠতি বেনিঞ্‌চ্চতি।

'তখন চিত্ত উদ্‌বুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়, সন্তুষ্ট হয়, অক্ষোভিত হয়।'

সেইজন্য কঠ-উপনিষদ্ মোক্ষকামীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

* He *awakes* of the long dream of life, dreamt during *Sansara* and finds (it) resting upon the delusion that his real essence has something in common with the components of his personality (অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চস্কন্ধ).—The Doctrine of the Buddha. p p. 334 and 340.

এই Delusion বা মায়া অনাদিসিদ্ধ (অনাদি মায়য়া সুপ্তঃ)—সেই জন্য Grimm ইহাকে 'Gigantic and *incessant* self-mystification' বলিয়াছেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—কঠ, ৩।১৪

'উঠ, জাগ, প্রবুদ্ধ হইয়া সদ্‌গুরুর সকাশে 'বোধি' সঞ্চয় কর'—ইহ-জীবনে স-শরীরেই কর—

ইহ চেদ্ অশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ—কঠ ৬।৪

'যদি শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বেই প্রবুদ্ধ হইতে পার', তবে—

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

—প্রতিবোধ-বেদ্য সেই 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে' জানিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভ করতঃ অমৃতত্বের অধিকারী হইবে। ইহারই নাম মোক্ষ।

ব্রাহ্মী স্থিতি না স্ব-রূপে অবস্থান?

অন্য ভাবে দেখিলে, মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য না বলিয়া জীবের 'স্ব-রূপে অবস্থান' বলা যাইতে পারে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১

'মোক্ষে জীবের স্ব-রূপ-আবির্ভাব।'

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্ব-রূপস্য। (মোক্ষে) যং দশা-বিশেষং আপদ্যতে, স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ, ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ—রামানুজভাষ্য।

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য-উপনিষদের উপদেশ স্মরণীয়—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'এই 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই ভাবেই জীবকে 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়াছেন এবং জীবের 'স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা'র উল্লেখ করিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৯)।

বৌদ্ধেরা, জীবের এই 'স্ব-রূপে অবস্থান'কে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাণ দশার বর্ণনায় বলেন—

He reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence. (Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 359).

This, his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests. (Ibid, p. 196). *

এই Inscrutable Essence-ই হিন্দুর লোকোত্তর আত্মা (Transcendental Self)—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'অসঙ্গ পুরুষ', জীবের 'অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্ম অভয় রূপ' বলিয়াছেন—

---

* সম্ভবতঃ এই 'Inscrutable, Essence'ই বুদ্ধদেবের কথিত 'বিজ্ঞানধাতু,' as opposed to 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। মৈত্রেয়ী-উপনিষদ্ ইহাকে 'প্রত্যক্ ধাতু' বলিয়াছেন—

অনন্দাব্ধির্যঃ পরঃ সোঽহমস্মি
প্রত্যক্ ধাতুর্ন ত্র সংশীতিরস্তি—১।১১

ঐ 'বিজ্ঞানধাতু' বিজ্ঞানস্কন্ধ নহে। বিজ্ঞান-ধাতু সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি এই:— বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সর্ব্বতোপহং—(দীঘনিকায়, ১১)

অর্থাৎ বিজ্ঞানধাতু is invisible, boundless, all penetrating'

ঐ 'বিজ্ঞানস্কন্ধ অন্যান্য চারিটি স্কন্ধের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের 'personality' রচনা করে। ঐ personality আমার প্রকৃত 'আমি' নহে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—'তং ন এতং মম, ন এসোহম্ অস্মি, ন মে সো অত্তাতি—This does not belong to me, this am I not, this is not my self (মজ্ঝিমনিকায় 28th Discourse) ; কারণ, our true essence lies behind our personality (Grimm, p. 227). পুনশ্চ *All* determinants within us have nothing to do with our *essence*, which is not subject to the laws of arising and passing away (Ibid, p, 312).

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্
—বৃহ, ৪।৩।২১

অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬ ও ৪।৩।২২

যেহেতু ঐ Essence লোকোত্তর (transcendental), সেইজন্য ঐ 'স্ব-রূপ'কে উদ্দেশ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

যিনি বিষয়ী (বিষয় নহেন), যিনি দ্রষ্টা (দৃশ্য নহেন), যিনি জ্ঞাতা (জ্ঞেয় নহেন)—তাঁহাকে, সেই pure subject-কে জানিবে কি প্রকারে?

সেই আত্মা যে, 'নেতি নেতি'—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—বৃহ, ৪।২।৪.

'ঐ আত্মা নেতি নেতি—নির্দ্দেশের অতীত। তিনি অগ্রাহ্য—কখনও গৃহীত (বিদিত) হন না।'

বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

The Atma, our kernel, connot be grasped at all, by means of cognition. × × × The true one is therefore not to be discovered as an object of cognition × × It is transcendent. (Grimm's Doctrine of the Buddha, pp. 499 and 515).

আমরা জানিয়াছি যে, চতুর্বেদ 'মহাবাক্যে' সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করেন—সোহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, এই যে অহং ও ত্বং, এই যে আত্মা—ইনি জীবাত্মা নহেন—সেণ্ট্ পল্ যাহাকে Soul বলিয়াছেন সেই Soul নহেন, ইনি প্রত্যগাত্মা (Monad), সেণ্ট্ পলের 'Spirit'।

পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যখন অমৃত, তখন এই প্রত্যগাত্মাও নিশ্চয়ই অমৃত। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী'-ব্রাহ্মণে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ (বৃহ, ৩।৭।৩-২৩)। এই 'ধ্রু' (Formula) তাঁহার মুখে একবার নয়, দুইবার নয়, ঐ স্থলে একুশবার শুনিতে পাই।

আমরা আরও জানিয়াছি যে, ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি (ছান্দোগ্য, ২।২৩।১)—বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্ (বৃহ, ৪।৪।১৭) 'অমৃত ব্রহ্মকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

জীবের স্বরূপে অবস্থানেরও ঠিক্ ঐ ফল—কারণ, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ এবং ঐ অবস্থায় জীব 'realises his true nature'।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চন অভূত্যৈ ঈশতে। আত্মা হেষাং স ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০

'অতএব অদ্য ও এখানে যিনি জানিতে পারেন 'আমিই ব্রহ্ম', তিনি এ সমস্তই হন। দেবতাদের সাধ্য নাই—তাঁহার ঐ ভাব বারণ করিবে। কারণ তিনি এ সকলেরই আত্মা হন।'

ইহাই জীবের স্ব-রূপে অবস্থান। সাংখ্যেরা ইহাকে 'কৈবল্য' বলেন।

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি—যোগসূত্র, ৪।৩৪

তং পুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাস-ভাষ্য

ইহাই মুক্তি—তখন পুরুষঃ স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে (১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—ভাগবত

তুরীয় ও মোক্ষ

আমরা জীববাদের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, জীবের সুষুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, নিবিড় হয়—তখন জীব 'প্রাজ্ঞ আত্মা' কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া) স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবের একাকার অনুভূতি হয়।

সুতরাং তখন ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ—সমস্ত -ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated। যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। তত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ, ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

ঐ প্রগাঢ় সুষুপ্তি-অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর (subject and object-এর) দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িক ভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়।

The transition is × × from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all—whereby subject and object become one.—Deussen, p. 142.

এই সুষুপ্তির উপর তুরীয় অবস্থা—তখন স্বরূপে অবস্থানের ফলে ঐ একাকার ভাব আরও নিবিড়তর হয়।

অবস্থাত্রয়-ভাবাভাব-সাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে—সর্ব্বসার-উপনিষদ্ অর্থাৎ 'the spiritual then subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things'.

ইহাই সমাধি-অবস্থা। জীবের সুষুপ্তি স্বভাবজ—কিন্তু এই সমাধি যোগজ, সুদীর্ঘসাধন-সাপেক্ষ।

কিন্তু সুষুপ্তিই হ'ক, আর সমাধিই হ'ক, সেই সেই অবস্থায় অন্তরাত্মার সহিত (with the eternal knowing Subject) জীবের যে একীভাব হয়, তাহা সাময়িক মাত্র। ঐ স্বরূপে-অবস্থান অস্থায়ী (a transcient union)—ঐ যোগ 'প্রভাবাপ্যয়ৌ'—উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য নিবিড় সুষুপ্তি বা তুরীয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, জনক তাঁহাকে বলিলেন—অতঃ উর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তুরীয়ের উপরের যে অবস্থা, উহাই মোক্ষ। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে

ঐ স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় ('becomes fixed, established and permanent')।

যাজ্ঞবল্ক্য ঐ মোক্ষের প্রতি জনকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্!

—বৃহ ৪।৩।৩২

'মুক্ত পুরুষ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত, দ্রষ্টা (সাক্ষী,* sole Subject without Objects) এবং অ-দ্বৈত (One without a second)! হে সম্রাট্! ইহাই ব্রহ্মলোক।'

বলা বাহুল্য এ 'লোক' স্থান নহে, স্থিতি—place নহে, state—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (গীতা, ২।৭২)। সেইজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, এখানে ব্রহ্ম-লোক ব্রহ্মণঃ লোকঃ নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ।

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোস্য পরমো লোকঃ এষোস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

'উহাই জীবের পরমা গতি, উহাই পরম সম্পদ্, উহাই পরম লোক, উহাই পরমানন্দ।'

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট যে মোক্ষ-তত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর ,আরও অগাধ।

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।

---

*He (মুক্ত পুরুষ) takes 'his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man, over against the world, including the elements of his own personality. —The Doctrine of the Buddha, p. 336.

এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তন্যেব অনু বিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি—বৃহ, ৪।৫।১৩

'যেমন সৈন্ধবখণ্ড (lump of salt) অনন্তর—অবাহ্য (অন্তর-রহিত ও বাহ্য-রহিত), সর্ব্বত্র রসঘন—তেমনি অরে! এই আত্মা অনন্তর অবাহ্য, কৃৎস্ন-বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ 'নুর-তামাম' (কবীর)। এই আত্মা সমুদায়-ভূত হইতে (পঞ্চভূতের সংঘাত দেহ হইতে—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়) সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হন। দেহের বিগমে (প্রেত্য) তাঁহার সংজ্ঞান থাকে না।'

যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে বৈনাশিকের (Nihilist-এর) কথার ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিয়া মৈত্রেয়ী চঞ্চল হইয়া বলিলেন, 'স্বামিন্! এ কি বলিলেন? আমাকে যে গভীর মোহে নিক্ষেপ করিলেন! আমি যে কিছুই বুঝিতেছি না—

অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ, ন বা অহম্ ইমং বিজানামি—বৃহ, ৪।৫।১৪

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'অয়ি! শঙ্কিত হইও না—আমি মোহকর কিছুই বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি—এই আত্মা 'অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'—অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪)—আত্মার উচ্ছেদ নাই, বিনাশ নাই—আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বয়। কিন্তু যে মোক্ষদশার কথা বলিলাম, সে অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ অন্তর্হিত হয়, যখন subject ও object coalesce করে, যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপ ত্রিপুটী তিরোহিত হয় এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে (as the pure objectless knowing subject) প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞান (consciousness) থাকিবে কিরূপে? দেখ—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরম্ অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় দ্বৈত যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে স্বাদন করিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে মনন করিবে? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে?'

অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই একটু ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ

—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে অবস্থায় অন্য যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে।'

কিন্তু যে অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়, 'অন্য' থাকেই না, উপাধি 'সপদি গলিত' হয়—তখন আত্মার সংজ্ঞান থাকিবে কিরূপে ? অতএব— 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'।

অর্থাৎ মুক্তদশায় বিদেহী আত্মা—The imperishable, indestructible Atma (অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা আত্মা) has no further consciousness of objects, because as knowing Subject, he has everything in himself, nothing outside of himself—consequently 'has no longer any contact with matter' (মাত্রা-অসংসর্গস্তু অস্য ভবতি—মাধ্যন্দিন-শাখা) —Deussen's Philosophy of the Upanishads, pp. 349-50.

এই মর্ম্মে অধ্যাপক ডয়সন্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

It is the condition (of deep sleep) in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. × × × In it, there is no duality, no subject and object and consequently no consciousness in an empirical sense. —কারণ, 'To be conscious means : There are objects for me' (Schopenhauer)—সেই কথা 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'।

বৌদ্ধের দিক্ হইতে অধ্যাপক গ্রিম্ এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন—

If we come to the true view of recognising everything as Anatma and thereby denying every predicate to our ego, then in that moment the ego ceases to be the subject, (i. e. being without object) ceases from its

introduction, by means of the I-idea, into the world of experience. It vanishes again into nothing.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 187.

অর্থাৎ 'Being all, he becomes nothing, because he ceases to have particular consciousness of anything.'

ইহাকেই বুদ্ধদেব 'শূন্যতা' বলিয়াছেন। নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি—মজ্ঝিমনিকায়।

'আমি কোন কুত্র নহি, কোন কাহারও নহি, কোন কিছুতে নহি; কোন কিছু আমার নহে, কোন কেহ আমার নহে, কুত্র কিঞ্চিৎ আমার নহে।'

পুন চ পরং ভিক্খবে! সারিপুত্তো! সব্বসো বিঞ্ঞানানং চায়তনং সমতিক্কমা নত্থি কিঞ্চীতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

'পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ! হে সারিপুত্র। (নির্ব্বাণী) বিজ্ঞান-আয়তন (sphere of boundless consciousness) সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া 'কোন কিঞ্চিৎ নাই'—এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া, অকিঞ্চন-আয়তনে (শূন্যতায় —sphere of Nothingness-এ) সুস্থিত হইয়া বিহরণ করেন।'

এই অবস্থাকে 'শূন্যতা' বলা খুব সঙ্গত নহে কি? কারণ, 'Where all phenomenon has ceased, naming is gone.' (Grimm).

'শূন্যতা-সিদ্ধি', 'প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি'—'মোক্ষদশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না, তিনি শূন্যতায় নিমজ্জিত হন'—এ সকল কথায়, যাঁহারা কোমল অধিকারী—যাঁহাদের মনের ধাতু সবল নহে, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী শ্লথ, অসংনদ্ধ—তাঁহারা যে শঙ্কিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ, 'সংজ্ঞা নাস্তি' বলায় আমরা চিন্তারাজ্যের এমন তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম, যেখানে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হওয়া, যেখানে

তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ কমল-বিলাসী-দিগকে অধ্যাপক গ্রিম্ কৃপাপাত্র বলিয়াছেন—Shallow thinkers, who are still so closely bound up with their personality, that in their brains there is simply no room left for the idea of the ultra-mundaneness of their essence. (The Doctrine of the Buddha, p. 164).

যে অবস্থায় জীবভাবের অভাব হইল, ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইল, বিষয়-বিষয়ীর অন্তর্ধান হইল, ত্রিপুটী তিরোহিত হইল, এক কথায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হইল—সেই মোক্ষের অবস্থাকে এইরূপ 'shallow thinker'-রা যদি 'নাস্তিত্ব' মনে করেন, তবে তাহাতে বিচিত্র কি ? তাঁহাদের এই সম্ভাবিত ভ্রম অপনোদন জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মা চিরদিনই অবিনাশী—'অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'। অর্থাৎ মোক্ষের অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিলেও শক্তির বিলোপ ঘটে না। যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ের বিবৃতি করিয়াছেন :—

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি অন্যৎ ততঃ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। নহি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বদেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ

বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ।

যদ্ বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত।

যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ,—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না, দৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টি-শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন করিবেন কিরূপে?

ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আস্বাদন করেন না, বচন করেন না, শ্রবণ করেন না, মনন করেন না, স্পর্শন করেন না, বিজ্ঞান করেন না—ঘ্রাণ-শক্তির, স্বাদ-শক্তির, বচন-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির, মনন-শক্তির, স্পর্শন-শক্তির, বিজ্ঞান-শক্তির যে বিলোপ ঘটে, তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী; কিন্তু সে অবস্থায় যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান করিবেন?' অর্থাৎ মুক্ত আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

মুক্ত স্বধাম-গত

আর এক ভাবে দেখিলে, মুক্তিকে স্ব-রূপে অবস্থান না বলিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঋষি জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৮

'হে জীব! অবদ্য (অঞ্জন, stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস!'

আমরা এখন যেমন বলি সূর্য্য অস্ত গেলেন 'গতোঽস্তম্ অর্কঃ'—অথবা কালিদাস যেমন বলিয়াছেন—যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্—ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে চলিলেন,

—বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইত না। বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেন 'অস্তে'র অর্থ গৃহ, ধাম। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তম্ এতি—ঋগ্‌বেদ, ১০।৩৪।১০

'ঋণের ভয়ে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা করিয়া রাত্রে অপরের 'অস্তে' (গৃহে) প্রবেশ করে।'

উপনিষদের স্থানে স্থানেও ঐ অর্থে 'অস্ত'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং গচ্ছন্তি—ছান্দোগ্য, ১।৯।১

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

বৈদিক ঋষি বলিলেন—'হিত্বা অবদ্যং'—'সমস্ত অবদ্য, সমস্ত অঞ্জন, মলা-মলিনতা পরিহার করিয়া 'অস্তে' ফিরিয়া আইস'। আমরা

দেখিয়াছি, জীব প্রকৃতপক্ষে নিরঞ্জন—'শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ'—কিন্তু দেহ-রূপ 'পুরে'র সহিত সংযুক্ত হইয়া সে 'পুরঞ্জন' হয়—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥—বৃহ, ২।৫।১৮

সেই জন্য জীবের নাম 'পুরুষ'—পুরে যাহার বসতি। ঐ পুরের 'অঞ্জন' (stain) যেন তাহাকে উপরক্ত করে।

স বা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

তাই ঋষি বলিলেন, ঐ উপরাগ ধৌত করিয়া, শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া, 'নিরবদ্য নিরঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এইরূপ স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—তিনি অস্তং গতঃ।*

বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে 'অস্তং গত' বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই—

অত্থং গতস্স ন পমাণং (measure) অত্থি, যেন নং বজ্জু (বদেয়ুঃ) তং তস্স নত্থি (সুত্তনিপাত, ৫)

অধ্যাপক গ্রিম্ ঐ বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেনঃ—

---

*গেটের Faust মহা নাটকেও আমরা এই ধরণের একটা কথা শুনিতে পাই। ফাউষ্ট বলিতেছেন—Two souls alas! reside within my breast.

কে? কে? একজন মর্ত্ত্যবিহারী, অন্যজন বিমানচারী—

One with tenacious organs holds, in love
And clinging lust. the world in its embraces.
The other strongly sweeps, (this dust above),
Into the high *ancestral* spaces.

ঐ Ancestral Spacesই জীবের নিজ ধাম—তাঁহার 'অস্ত'।

—For him, who has gone home, there is no standard of measure—এবং আমাদের স্মরণ করাইয়াছেন যে, Those acquainted with the older Sanskrit literature will see at once that in the Pali word 'Attam gatassa' is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, 'Astamgata', the root meaning of which is "gone home".

বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন যে, যিনি পরিনির্ব্বাণী (মুক্ত পুরুষ—the Delivered One), তিনি 'is submerged in the Deathless'

—তে পতিপত্তা অমতং (অমৃতং) বিগয্য লব্ধা মুধা নির্ব্বাণং ভুঞ্জমানা—(সুত্তনিপাত)।

গ্রিম্ বলেন—'Neither this deathless Nirvana is thus my I; it is rather home in which I am submerged. (Doctrine of the Buddha, p. 519). কেননা, মুক্তিতে কি হয়? (We) reach that realm (ধাম), our own proper realm (প্রকৃত স্ব-ধাম), "where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair." (Doctrine of the Buddha, p. 197)

নির্ব্বাণের এই বর্ণনার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার তুলনা করুন—দেখিবেন, দুইটি একই সুরে বাঁধা।

যঃ আশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি

—বৃহ, ৩।৫।১

'যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত।'

আমাদের গন্তব্য স্ব-ধাম কি? আমাদের 'মুলুক' (Real Home)

কোথায়? কোন্ মুলুকসে আয়সি হংসা? (কবীর)—হে হংস (জীব)! তুমি কুতঃ আয়াতঃ—তোমার আয়তি কোথা হইতে? কুতঃ? কোথা হইতে? ব্রহ্ম হইতে—

From God who is our Home.—WORDSWORTH.

অতএব ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম—

ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি
—ছান্দোগ্য, ৬।১০।২

'এই সমস্ত প্রজা (creatures) সেই ব্রহ্ম হইতেই (যিনি 'তৎসৎ') বিচ্ছুরিত হইয়াছে'—For, man who is from God sent forth. (WORDSWORTH)—যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়—সেইরূপ।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ*—মুণ্ডক, ২।১।১

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তি, ৩।১

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া জীব সংসার চক্রে বিবর্ত্তন করে—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেত, ১।৬

এই ব্রহ্মচক্রের প্রথমার্দ্ধের নাম প্রবৃত্তিমার্গ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে জীব খনিজ (Mineral), স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, (Vegetable), অণ্ডজ (Fish, Reptiles, Birds) ও জরায়ুজ (Beasts) প্রভৃতি বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানব যোনিতে প্রবেশ করে।

* ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্কর

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কুর্ম্মাশ্চ নব লক্ষং চ দশ লক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ, 'স্থাবর রূপে ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কুর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, এবং বানর রূপে ৪ লক্ষ জন্ম—ইহার পরে জীব মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে।'

ইহাকেই বলে Evolution (বিবর্ত্তন বা ক্রম-বিকাশ)। এই-রূপে বিবর্ত্তনের নিঃশ্রেণী (ladder of evolution) ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া জীব বহুদিনে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হয়।

That spark through aeons of time became a human being * * At first that human being was in the shape of a savage.— J. Krishnamurti.

প্রথম তাহার অসভ্য অবস্থা। সেই অসভ্য ক্রমশঃ অর্দ্ধ সভ্য হইয়া ধীরে ধীরে সভ্য হয়। এখনও কিন্তু সে প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। বিবর্ত্তন-চক্রের বিবর্ত্তনে একদিন সে 'মোড়' ফিরিয়া (turning point pass করিয়া) নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে। এতদিন জীব বহির্মুখ ছিল, এইবার সে অন্তর্মুখ হইতে আরম্ভ করে—এতদিন সে ব্রহ্ম-বিমুখ ছিল (His face was turned away from God)—এখন সে ব্রহ্ম-সম্মুখ হয় (His face is turned Godward)—অর্থাৎ ব্রহ্মবৈমুখ্য ঘুচিয়া এইবার তাহার ব্রহ্ম-সাংমুখ্য হয়। এতদিন তাহার পক্ষে নিয়ম ছিল—আদান (He grew by grasping)—এখন হইতে তাহার নিয়ম হয় প্রদান (ত্যাগ বা বিসর্গ) (He now grows by giving)। এতদিন তাহার লক্ষ্য ছিল অভ্যুদয়—

এখন হইতে তাহার লক্ষ্য হয় নিঃশ্রেয়স। আমরা দেখিয়াছি এই নিঃশ্রেয়স বা Summum Bonum-ই মুক্তি। এতদিন সে ছিল প্রেয়ের পথে—এখন সে প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে প্রবেশ করে। এই শ্রেয়ের পথই মোক্ষ-মার্গ।* ইহারই চরমে নিঃশ্রেয়স। মানব প্রকৃত পক্ষে 'সুসভ্য' না হইলে এ পথে বিচরণ করিতে পারে না।

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ, 'পূর্ব্বোক্ত যোনি-সকল ভ্রমণ করিয়া জীব ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব শেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।'

এইবার মানব অতি-মানব হইতে আরম্ভ করে—normal evolution-এর সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া super-normal evolutionএর তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এ পথ অতি দুর্গম পথ—ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

যিশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—Straight is the gate and narrow is the way and few there be that find it.

এতদিন জীব আত্মবিস্মৃত ছিল†—সে যে রাজপুত্র, সে কথা

---

*অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নির্ব্বাণগামিনী।
(অন্যা হি লাভোপনিষৎ অন্যা নির্ব্বাণগামিনী)
'লাভের পথ এক, নির্ব্বাণের পথ আর।'

†যোগবাশিষ্ঠ এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন—
হেতুবিহরণে তস্য আত্মবিস্মরণাদ্ ঋতে।
ন কশ্চিৎ লক্ষ্যতে সাধো! জন্মান্তর-ফলপ্রদঃ ।—উৎপত্তি, ৯৫।৮

ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী ছিল—'Gods in exile'—সিংহশিশু মেষভাবে আত্ম হারাইয়া, 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ'। এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

যিশুখৃষ্ট Prodigal Son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থেরও উহাই লক্ষ্য—

For man, who is from God sent forth,
Doth again to God return.

প্রবাসী দীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর এতদিনে 'অস্তং-গত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই 'Getting back to God'-ই মোক্ষ—

'জীবের জন্মান্তর বা সংসৃতির একমাত্র হেতু তাহার আত্মবিস্মৃতি।' ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যানে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর রূপকের রূপে বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জন (জীব) আত্মবিস্মৃত হইয়া পুরের সহিত সারূপ্য স্থাপন করিয়া শোকমোহের অধীন ছিল। অন্তিমে তাহার সত্য সখা, নিত্য সখা নিরঞ্জন (দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া) উপনীত হইয়া তাহার স্তম্ভিত স্মৃতির উদ্বোধন করাইলে সে 'নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্' এবং তখন স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুস্থ ও সুস্থির হইল।

We resemble children, who though living in a comfortless region (এই 'দুঃখালয়' সংসার), look, full of fear and trembling, upon the immense dark forest that stretches out before them, and cannot be brought by any inducement to enter it.—while, all the time, behind it, in the midst of green meadows, bathed in smiling sunshine, stands their parents' house, from which they set out at first.—The Doctrine of the Buddha, p. 195.

কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। এত দিনে 'The wheel has come full circle, I am here. (Shakespeare)

From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end. The purpose of life is to lose the separate self which started as an individual spark.—J. Krishnamurti's 'By What Authority' p. 29.

উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন—

যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪
'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্ম-ধামে প্রবেশ করে।'
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—মুণ্ডক, ১।৩
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ—গীতা, ১৫।৪
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—মুণ্ডক, ১।৩

সেই বিষ্ণুর পরম পদ যাহা সংসার পথের পার, সূরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন,—য়িনি 'অস্তং গত' তিনি সেই পদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃদিবীবচক্ষুরাততম্—ঋগ্বেদ

সেই জন্যই ব্রহ্ম 'প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডূক্য, ৬)—তিনি জীবের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্' (গীতা, ৯।১৮)—তাঁহা হইতেই জীবের প্রভব, এবং তাঁহাতেই জীবের প্রলয়।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি—মুণ্ডক, ২।১।১

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম—তৈত্তি, ৩।১।১

'ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা স্থিতি এবং অন্তে ব্রহ্মতেই লয়।'

সেই বেদের প্রাচীন বাণী

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্—শুক্ল যজুর্ব্বেদ, ৩২।৮

মোক্ষ-শূন্যতা-সিদ্ধি

এই যে ব্রহ্মধামে প্রবেশ বুদ্ধদেব ইহাকেই শূন্যতাসিদ্ধি বা নিরোধ-সমাপত্তি বলিয়াছেন—নত্থি কিঞ্চিতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

—He has won to the sphere of Nothingness (শূন্যতা)।

এই শূন্য কি? এই শূন্য উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৬)। ইহ সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্য—ন সৎ ন চাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)—অতএব 'সঃ' নহেন, 'তৎ' (That)। ব্রহ্ম যখন লক্ষণের অতীত, মননের অতীত, বচনের অতীত—

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—কঠ, ২।১৪

'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে অন্য, কৃত হইতে ব্যতিরিক্ত, অকৃত হইতে বিভিন্ন'—এক কথায় 'সর্ব্বকার্য্যধর্ম্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কর)*—তখন তিনি 'শূন্য' বই আর কি? স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

---

*The Absolute, the Infinite, is without condition and so cannot be thought. × × The Absolute can be nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.—Herbert Spencer's First Principles, pp, 73-4.

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

সত্য বটে, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি পূর্ণ (Plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্—কিন্তু নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (Vacuum)—নেতি নেতি। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংচ যৎ—যিনি শূন্যবাদীর শূন্য, তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।

উপনিষদেও এই শূন্যভাব-সাধনের উপদেশ আছে—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ—অমৃত, ১১

শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন সত্য—কিন্তু তাঁহার 'শূন্য' Nihilum নহে—নাস্তি নহে।* তিনি বলিতেন 'Beyond this seeming

---

*The *nothing* (শূন্য), that we regarded so long as the measureless black pall spread over the abyss of absolute annihilation, into which every living being must one day fall—now becomes the mysterious veil that lies over our own *innermost essence*.—The Doctrine of the Buddha, p. 195.

"Nothing'—the true and real is hidden.'—(Grimm p.457) তাঁহার নিজের মুখের উদাত্ত বাণী একবার মানস-কর্ণে ধ্বনিত করুন—

অত্থি ভিক্‌খবে! অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্‌খবে! অভবিস্‌স অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্‌খবে! অত্থি অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞায়েতি তি।

তদ্ অহং ভিক্‌খবে! ন এব আগতিং বেদামি ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপপাতিং। অপ্পতিট্‌ঠং অপ্পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্‌খস্‌সেতি—উদান, ৮।১,৩†

ঐ 'অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং', ঐ Unborn Uncreate Unevolvedই উপনিষদের নির্গুণ নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অস্তং গত (স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত) হইলে—সেই ব্রহ্মের সহিত, সেই শূন্যের সহিত সুনিশ্চল সাযুজ্য হয়। ঐ সাযুজ্যই যাজ্ঞবল্ক্যের অনুমোদিত মুক্তি। এই মোক্ষবাদ দ্বারা তাঁহার উপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ আরও বিশদ ও বিস্পষ্ট হইয়াছে। সেই পরমঋষিকে প্রণাম করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করি।

---

† ইহার অনুবাদ এই :—

There is, O Bikkhus, That which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved. Unless, O Bhikkus, there were That, which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved—there could not be cognised here the springing out of what is born, has become, is created and evolved. And surely, because, O Bikkhus, there is That, which is unborn, has not become, is uncreate and unevolved—there is cognisable the out-springing of what is born, has become, is created and evolved.' (Translation in 'Light from the East,' p. 51)

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

গীতায় ঈশ্বরবাদ	...	...	মূল্য ১॥০
উপনিষদ্ [ব্রহ্মতত্ত্ব]	...	...	„ ১।০
কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর	...	...	„ ১।০
বেদান্ত পরিচয়	...	...	„ ১।০
অবতার তত্ত্ব	...	...	„ ১৲
বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'	...	...	„ ১৲

—প্রাপ্তিস্থান—

১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
প্রকাশকের নিকট

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বেঙ্গল থিওসফিক্যাল্ সোসাইটি
৪।৩ এ, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা